ভাবরসাত্মক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

"রঙ্‌মহলে"র উদ্বোধন-রজনীতে

প্রথম অভিনয়

শনিবার, ২৩শে শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
৫০।২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মুদ্রাকর :
শ্রীকমলেন্দু লাহিড়ী, এম এ
দি ব্রিটেনিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১, বিবি রোজিও লেন, কলিকাতা

নিবেদন

শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবনী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে কত বড় সম্পদ, তাহা এককথায় বলিবার বা বুঝাইবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনী ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যে কত সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত ও নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এতবড় জাতীয় আন্দোলন বাংলায় আর হয় নাই। সেইদিন হইতে আরম্ভ করিয়া, চারি শতাব্দী ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে যে ভাবসম্পদ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বাঙালীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে। তাই বাঙালীজাতিকে জানিতে হইলে নবদ্বীপের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিতে হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—"বাঙালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া!"

এই নবদ্বীপচন্দ্রকে তাঁহার সমসাময়িক কবিগণ কি প্রচণ্ড বিশ্বাসের সহিত দেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়! কবি কর্ণপূর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের প্রারম্ভে কি অপূর্ব্ব শ্লোক রচনা করিয়াছেন! তাহাতে যে বিশ্বাস, ভক্তি, রস ও কল্পনার প্রসার আছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, সত্যই একদিন ভক্তিরসের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু" হইয়াছিল এবং নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল! শ্লোকটী এই,—

যঃ শ্রীবৃন্দাবন ভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো
গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত।
তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তর-পরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং
গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ॥

সেই শ্রীগৌরাঙ্গের পারিবারিক জীবনের রস ও কারুণ্য আশ্রয় করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর নামে এই নাটক রচিত হইল। মহাপ্রভুর ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে আমি এই নাটকে কিছু বলিবার চেষ্টা করি

নাই; তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং তিনি গৌড়দেশকে যে ভাবের প্রেরণা দিয়াছেন, তাহাই এই নাটকে ফুটাইতে যত্ন করিয়াছি। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠক ও দর্শকবৃন্দ বলিতে পারিবেন।

বিরহের ভিতর দিয়া যে মিলন, সেই মিলনকেই বৈষ্ণব কবিগণ শ্রেষ্ঠ মিলন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভাবের দিক দিয়া এই নাটকে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবনে সেই সাত্ত্বিক বিরহই একমাত্র অবলম্বন। ইহা মিলনের চেয়েও বড়। যে কথা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী মুখে কোন দিন বলিতে পারেন নাই, অথচ যে অন্তর্গূঢ় বেদনা তাঁহার জীবনের ক্ষণিক মিলন ও দীর্ঘ বিরহকে একসূত্রে বাঁধিয়া তাঁহার জীবনকে পবিত্র, শুভ্র ও সুন্দর করিয়া তাঁহার জগদ্বরেণ্য দেবতা স্বামীর পাশে তাঁহার যথাযোগ্য আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, সেই কথা এবং সেই বেদনাই এই নাটকের প্রাণ।

অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাটকের কোন কোন অংশ নাট্যাভিনয়ে পরিত্যক্ত হইতেছে। পরিপূর্ণ রসানুভূতির জন্য পাঠকের সেই অংশগুলিও পড়া উচিত মনে করি, এজন্য পুরা নাটকখানিই প্রকাশ করিলাম।

আমার অন্য দুইখানি নাটকের মত এখানিরও প্রযোজনার ভার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয় স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছেন। "রঙ্ মহলের" কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের নূতন রঙ্গভবন-উদ্বোধনে যে এই নাটকখানি নির্ব্বাচন করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদের এবং শিশিরকুমারের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ইতি

৫০।২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা
রবিবার, সন ১৩৩৮ সাল।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

চরিত্রপরিচয়

পুরুষ

শ্রীগৌরাঙ্গ ... ভক্তাবতার (নিমাই পণ্ডিত, সাধারণ পরিচয়)

নিত্যানন্দ ... ঐ লীলাসহচর অবধূত, সাধারণ পরিচয়)

অদ্বৈত আচার্য্য ... তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত (গৌরাঙ্গপার্ষদ)

শ্রীবাস ... গৃহস্থ-ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ভক্ত (গৌরাঙ্গপার্ষদ)

গঙ্গাদাস ... নিমাইয়ের বাল্যকালের আচার্য্য

কামদেব নাগর ও শঙ্কর ... অদ্বৈতের শিষ্যদ্বয়

হরিদাস ... গৌরাঙ্গপার্ষদ

বাসুঘোষ ... সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও গায়ক

গোপাল চাপাল ও রামরূপ ... নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণদ্বয় (গৌরাঙ্গবিরোধী)

মুকুন্দ, সঞ্জয় প্রভৃতি — নিমাই পণ্ডিতের ছাত্রগণ

দামোদর, ভরত প্রভৃতি — নবদ্বীপের অন্যান্য ছাত্র

জনৈক পাগল — (নবীন সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া ইনি পাগল হইয়াছেন)

ভক্তগণ, বন্ধুগণ, পার্ষদগণ, কীর্ত্তনীয়াগণ, প্রতিবাসীগণ

নবদ্বীপের জনমণ্ডলী।

নারী

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া	...	গৌরাঙ্গদেবের সহধর্ম্মিণী
শচীমাতা	...	ঐ মাতা
সর্ব্বজয়া	...	শচীমাতার ভগিনী
মালিনী	...	শ্রীবাসের পত্নী
নারায়ণী	...	শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী
সীতাদেবী	...	অদ্বৈত-গৃহিণী

সঙ্গীতগাণী, প্রতিবেশিনীগণ ইত্যাদি ।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রিকা

নট ও নটী কর্তৃক গীত

আজু কে গো মুরলী বাজায়,
এতো কভু নহে শ্যামরায় !
ইহার বরণ নহে তো কালো,
চূড়াটী বাঁধিয়া কে বা দিল !
কে বনাইল হেন রূপখানি—
ইহার বামে দেখি চিকণ-বরণী !

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

প্রথম অঙ্ক

[গৌরাঙ্গের বাড়ীর ভিতর। ঘরের দাওয়া ও উঠানের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। নিমাই ঘরের দুয়ার খুলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পিছু পিছু আসিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর—আকাশ নক্ষত্রভরা, একপাশে দশমীর ক্ষীণচন্দ্র। নিমাই উঠানে নামিয়া স্থির হইয়া আকাশের দিকে চাহিলেন।]

বিষ্ণুপ্রিয়া। আকাশের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ? একটু ঘুমিয়েছিলাম—এরই মধ্যে কখন্ উঠে এলে?

নিমাই। তুমি ঘুমোও লক্ষ্মী, আমার ঘুম আস্‌ছে না। আমি এখানেই আছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি না ঘুমুলে আমারও ঘুম আস্‌বে না।

নিমাই। তুমি কি আমার জন্য সমস্ত রাত জেগে থাক?

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাক্, তবু ভাল! আমি ঘুমুই কি জেগে থাকি একথা জিজ্ঞাসা ক'রবার অবকাশ পেয়েছ।

নিমাই। কেন, কেন, একথা ব'লছ কেন? আচ্ছা, আমার এ কি হ'ল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, তোমার কি হবে?

নিমাই। আমি ঠিক বুঝ্তে পারি নে। কে যেন আমায় ডাকে—কত লোক আসে যায়—কথা কয়! আমার আশে পাশে যেন অসংখ্য আত্মা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচ্ছা, তুমি রাতদিন কি ভাব?

নিমাই। কত কি—ভাবনার আদি নেই, অন্ত নেই। আচ্ছা, মা জান্তে পেরেছেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি?

নিমাই। আমার এই মনের ভাব। মাঝে মাঝে আমি বুঝ্তে পারি এ ঠিক নয়—আবার কি রকম গোলমাল হ'য়ে যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি এস, শোবে এস। কবিরাজ ব'লে গেছে, ভাল ঘুম হ'লে সেরে যাবে।

নিমাই। কবিরাজ এসেছিল নাকি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আস্বে না? তুমি মাঝে মাঝে কাঁদ—মাঝে মাঝে হাস—কাল রাত্রেও মূর্চ্ছা গেছ। এ ক'দিন কি তোমার মুখে কথা ছিল! আজ আমার কি ভাগ্য যে তুমি কথা ব'লেছ!

নিমাই। কবিরাজ কি ব'লেছে জান?

—প্রথম অঙ্ক—

বিষ্ণুপ্রিয়া। বায়ুরোগ।

নিমাই। বায়ুরোগ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ তিন দিন তোমায় শিবাদি ঘৃত মাখানো হ'চ্ছে।

নিমাই। বায়ুরোগ? তবে, আশ্চর্য্য কি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কবিরাজ বলে, ছেলেবেলায় ছিল—এই গয়া যাত্রাপথে পথের কষ্টে আবার দেখা দিয়েছে।

নিমাই। ক'দিন চতুষ্পাঠীতে যাইনি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার কি কিছুই মনে নেই?

নিমাই। আলো আর ছায়া। স্পষ্ট কিছুই মনে কর্‌তে পারি নে। আমার স্মৃতি বুদ্ধি সব যেন এই শীতের রাতের জ্যোৎস্নার মত কুয়াসাচ্ছন্ন। তুমি আছ—তোমার আভাস পাচ্ছি, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তোমায় ধ'র্‌তে পার্‌ছি নে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন এমন হ'ল?

নিমাই। আমারও তো ঠিক ঐ একই প্রশ্ন—কেন এমন হ'ল! ছাত্রেরা এসেছিল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কাল তাদের আস্‌তে ব'লেছি, তারা এখানেই আস্‌বে।

নিমাই। আমি পড়াব ব'লেছি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। হাঁ, ব'লেছি। যদি না পার, না হয় তারা চলে যাবে কিংবা অন্য কারো কাছে প'ড়্‌বে। আগে তোমার শরীর, তারপর তো পড়ানো।

নিমাই। আচ্ছা, দাদা এসেছিলেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া: কোন্ দাদা?

নিমাই। আমার দাদা—অবধূতের মত চেহারা, মাথায় জটা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তো কোনদিন তাঁকে দেখিনি। শুনিছি, তিনি তো অনেকদিন হ'ল সন্ন্যাস নিয়ে চলে গেছেন।

নিমাই। আমার যেন মনে হ'ল দাদা এসেছেন। শুধু দাদা নয়, অনেক লোক—আস্‌ছে, যাচ্ছে, উৎসব করছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি ওসব কথা ভেবোনা। ঘরে চল।

নিমাই। কেন? এই জ্যোৎস্নারাতে ঘরের বাইরে—তোমার ভাল লাগ্‌ছে না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ভাল লাগ্‌বেনা কেন,—তুমি সঙ্গে আছ।

নিমাই। আমার সঙ্গ তোমার ভাল লাগে, লক্ষ্মী?—আমি তো বায়ু-রোগগ্রস্ত—পাগল বল্লেই হয়। কি, হাস্‌ছো যে?—আমায় পাগল মনে ক'রে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—একটা কথা মনে হ'ল।

নিমাই। কি কথা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সতীনের কথা। আমায় তুমি সতীনের নাম ধ'রে ডাক কেন?

নিমাই। তোমার সতীন আর তুমি যে এক। কেননা, লক্ষ্মীই বিষ্ণুপ্রিয়া, আর বিষ্ণুপ্রিয়াই লক্ষ্মী।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিষ্ণুপ্রিয়া তো সরস্বতীকেও বলা চলে।

নিমাই। তা'হলে আজ থেকে তোমায় সরস্বতী ব'লে ডাক্‌ব।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওমা—আমি সরস্বতী!—আমার নাকি বিদ্যের অন্ত নেই! না গো—তোমার যা খুশী তুমি আমায় তাই ব'লে ডেকো।

নিমাই। তাই ডাক্‌ব।

(স্থির হইয়া কি যেন শুনিতে লাগিলেন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওকি, উৎকর্ণ হ'য়ে কি শুন্‌ছো ?

নিমাই। আমায় শুন্‌তে দাও, পরে তোমায় বল্‌ছি। ··প্রকৃতি নীরব, কিন্তু প্রকৃতির অন্তরে যে প্রকৃতি আছে, তার ভিতর থেকে সুরের গুঞ্জনধ্বনি উঠে সমস্ত সৃষ্টিকে প্লাবিত ক'র্‌ছে—সে সুর এক অপরূপ রূপের অনুভূতি !

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালক কপোলমুখাব্জহাসম্ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। একি, কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে নীরব হ'লে কেন ?

নিমাই। এ বৃন্দাবনের রূপ, বৃন্দাবনের বেশ—গোপীরা দেখেছিলেন। আকাশের মত তাঁর বর্ণ চিরশ্যাম—তার উপর প্রাতঃসূর্য্যরুচি তাঁর পীতবাস !

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই তুমি আকাশ দেখছিলে ?

নিমাই। আচ্ছা, মা বড় ভাবিত হ'য়েছেন ?—না ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর আহার-নিদ্রা নেই।

নিমাই। আর তুমি ?—তুমিও খুব ভাব ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। এমনি ঠাকুর-দেবতার কথা ব'ল্‌লে তো কোন ভাবনা হয় না। কিন্তু তুমি যে মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যাও, কাঁদ—তাতেই তো আমরা ভয় পাই। তুমি যত কাঁদ, মাও তত কাঁদেন।

নিমাই। আর তুমি ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কান্না রোধ ক'রবার চেষ্টা করি, কিন্তু তু'জনকে কাঁদতে দেখ্‌লে আর স্থির থাক্‌তে পারি নে—আমিও কাঁদি।

নিমাই। কি জানি—আমার মনে হয়, বুঝি' বা কান্নাই জীবনের সার, নিগূঢ় মর্ম্মবেদনাই জীবনের রস—সবচেয়ে মধুর রস।

বিষ্ণুপ্রিয়া। চল আমরা ঘরের ভিতর যাই। মা তাঁর ঘরের দোর খুল্‌লেন—এখনি এদিকে আস্‌বেন।

নিমাই। বেশ তো, আসুন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে তুমি থাক—আমি ঘরে যাই।

(প্রস্থান।

(শচী মাতার প্রবেশ)

শচী। ওখানে দাড়িয়ে কে ?

নিমাই। আমি, আমায় চিন্‌তে পারছ না মা ?

শচী। কে, নিমাই ? তুমি উঠেছ বাবা !

নিমাই। হাঁ মা, ঘুম হ'চ্ছে না—তাই এই ঠাণ্ডায় একটু বেড়াচ্ছি।

শচী। বৌমা—আমার বৌমা কোথায় ?

নিমাই। এখানেই ছিলেন—তুমি আসছ দেখে বোধ হয় একটু লজ্জা হ'য়েছে।

শচী। আমায় আবার কিসের লজ্জা। বৌমা, ও বৌমা—

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাই মা।

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

শচী। এস, আমরা এই দাওয়ায় বসি। আমায় লজ্জা কিসের মা—তুমি তো আমার বৌ নও মা, তুমি আমার মেয়ে।

নিমাই। তা'হলে আমার সঙ্গে ওঁর সম্পর্কটা কি দাঁড়াল মা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আঃ, কি যে বল।

শচী। নিমাই, তুই যে আবার এ রকম ঠাট্টা ক'রবি, কাল সন্ধ্যা বেলাও তা মনে করিনি।

নিমাই। কেন, আবার কি হয়েছিল?

শচী। কি হয়েছিল তা তুমিই জান বাবা। ঈশানের কাছে শুনলাম, গয়া থেকে আসতে রাস্তায় তুমি নাকি অমন অজ্ঞান হয়ে প'ড়তে।

নিমাই। আচ্ছা মা, ছেলেবেলায় কি আমি পাগল ছিলাম?

শচী। শুনছো বৌমা—আমার ছেলের কথা।

নিমাই। আচ্ছা, বাবারও বোধ হয় মাথা খারাপ ছিল।

শচী। কিসে বুঝলে?

নিমাই। হঁ, ছিল বইকি। তোমারও মাথা খারাপ—তোমার বাবা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীরও মাথা খারাপ ছিল—দাদার মাথা খারাপ। আমরা দস্তুরমত একটা পাগলের বংশ—পিতৃকুল মাতৃকুল দুইই।

শচী। তোমার পিতৃকুল হ'তে পারে, কিন্তু মাতৃকুল নয়।

নিমাই। মাতৃকুল আরও বেশী। তবে, শ্বশুরকুলের মাথা খুব পরিষ্কার—বিশেষ তোমার বধূর; উনি বুদ্ধিতে একেবারে সাক্ষাৎ সরস্বতী।

(একদল পাখী ডাকিয়া গেল)

শচী। বাবা, তুমি যদি এই রকম কথাবার্ত্তা কও, আমার আর কোন ভাবনা থাকে না।

নিমাই। এখন থেকে রাতদিন কেবলই কথা কইব। ওকি!—ওকি!—ওকি!

শচী। কি বাবা!

নিমাই। কে গান গায়?

শচী। রাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে—পথে লোক-চলাচল আরম্ভ হ'য়েছে। কে গাইতে গাইতে বোধ হয় গঙ্গাস্নানে যাচ্ছে।

(নেপথ্যে গান পরে নিতাই প্রবেশ করিলেন)

গান।

শ্যাম কি আমার এল নদীয়ায়?
আমি খুঁজে মরি, চিন্‌তে নারি,
এবার নাকি গৌরকায়।
বৃন্দাবনে বাজিয়েছিল মোহন বাঁশরী,
তাই তো কুলে থাক্‌লো নাকো নবীন কিশোরী।
অকুলে কে ভাস্‌বে এবার সেই কিশোরীর প্রেমের দায়।

(নিতাই নিমাইয়ের নিকট আসিলেন)

নিতাই। তুমি—তুমি—সেই তুমি!

নিমাই। তুমি কি দাদা?

শচী। কাকে দাদা বল্‌ছ নিমাই?

নিমাই। আমার দাদা—চিন্‌তে পার্‌ছনা মা?

নিতাই। মা, আমি এসেছি—আবার এসেছি।

শচী। তুমি কি আমার—

নিতাই। তোমার ছেলে।

শচী। তোমার নাম কি বাবা?

নিতাই। আমি যে অবধূত মা—আমার তো নাম নেই। আমার নাম নেই, গোত্র নেই—কুল-শীল কিছু নেই। আমি শুধু তোমার ছেলে। এই যে, বৌমাও আছেন।

নিমাই। দাদা, তুমি এসেছ—আমার আশা হ'চ্ছে। এতদিন আমি বড় একা ছিলাম, বড় একা—বড় একা!

নিতাই। আর ভয় নেই। আমি এসেছি, এখন কত লোক আস্‌বে—নিত্যি নতুন লোক আস্‌বে।

নিমাই। তারা কারা?

নিতাই। জন্ম-জন্মান্তরের পরিচিত আত্মীয়-বন্ধু-স্বজন। মা, আমি আস্‌ছি—পাড়ায় পাড়ায় সুখবর দিয়ে আসি। আমার জন্য ভেবোনা। আমি আবার আস্‌বো—অনেক লোক নিয়ে আস্‌বো।

নিমাই। তুমি কি সুখবর দেবে?

নিতাই। সে তো আমি এখন ব'ল্‌বো না—যখন সবাই আস্‌বে, তখন ব'ল্‌বো।

শচী। কারা আস্‌বে বাবা?

নিতাই। রাজা, প্রজা, জমিদার, লোক, লস্কর, পণ্ডিত, অধ্যাপক, কাজি, হাজি, জোলা, তাঁতি, শুঁড়ি, হাড়ি—কত, কত লোক; কত অজানা, অচেনা জাত-হারানো কাঙ্গাল !

(যাইতে যাইতে নিতাই ফিরিয়া আসিলেন)

নিতাই। আসল কথাই ভুলেছি !

নিমাই। আসল কথা কি ?

নিতাই। আমার পথের পাথেয় !

নিমাই। তোমার পাথেয় কি ?

নিতাই। তোমার মুখে হরিনাম। একবার বল, আমি শুনি; তবে তো তাদের ডাক্‌বো—নৈলে, তারা আমার কথা শুন্‌বে কেন ?

নিমাই। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

নিতাই। আর ভয় নেই—আমি পেয়েছি !

গান।

এ কোন্ পাগল এল নদীয়ায় !
বুঝিরে আকাশের চাঁদ
ধুলায় গড়াগড়ি যায়।
না জানি তার একি ধরণ,
অঙ্গ কাঁচা সোনার বরণ,

দেখ্‌লে করে হৃদয়হরণ,

হরি ব'লে প্রাণ মাতায়।

(আমি) হরি কেমন জানিনে ভাই—

আমার হরি গৌর রায়।

আমার হরি গৌরকায়।

[নিতাইয়ের প্রস্থান।

শচী। না, এক পাগলে রক্ষে নেই, আর এক পাগল এসে হাজির!

নিমাই। তার উপর, যা ব'ল্‌লে তাই যদি করে, তা'হলে তো পাগলের মেলা বসাবে।

শচী। তা বটে। তুমি ওকে বেশী উৎসাহ দিয়ো না বাবা।

নিমাই। ওঁর নিজের যে রকম উৎসাহ দেখা গেল, তাতে মনে হ'চ্ছে উনি একাই একসহস্র!

শচী। না বাবা—তুমি ওসব লোকের সঙ্গে বেশী মিশো না। ও পাগল তো বটেই—তার উপর নেশা করে ব'লে মনে হ'ল। তুমি মন স্থির কর—সকাল হয়েছে, এখনি তোমার ছাত্রেরা আস্‌বে—আজ বেশ মনোযোগ দিয়ে তাদের পড়াও। আমি যাই, ঘরের কাজকর্ম্ম সেরে নি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। উনি তোমার দাদা?

নিমাই। হাঁ, উনি আমার দাদা। আমার দাদাকে কেমন মনে হ'ল?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমারই দাদা হবার উপযুক্ত বটে। আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগলো। কেমন আলাপ করলেন—যেন কতদিনের পরিচয়!

নিমাই। কিন্তু উনি যা ব'লে গেলেন, যদি সত্যিই তাই ক'রে বসেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি?

নিমাই। বাড়ীতে হাট বসাবেন! যে রকম উৎসাহ দেখলাম—ইচ্ছা করলেই পারেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এখনি তোমার ছাত্রেরা আসবে। তুমি সন্ধ্যাহ্নিক ক'রে নাও—আর দেরী করা ঠিক হবে না। আমি তারে স্থানটা মার্জ্জনা করে দিই।

[নিমাই পরিক্রমণ করিতে করিতে বাড়ীর ভিতরে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহমার্জ্জনা করিতেছেন। শ্রীবাস ও শচীঠাকুরাণী প্রবেশ করিলেন।]

শ্রীবাস। কই গো মিশ্রগৃহিণী, তোমার নিমাই কোথায়?

শচী। এই যে এখানেই ছিল—এস ঠাকুরপো বস।

শ্রীবাস। কাল ব্রাহ্মণীর মুখে শুনলাম—শুক্লাম্বরও বললে—তোমরা কবিরাজী চিকিৎসা করাচ্ছ!

শচী। কি করি ভাই, আমার ওই শিবরাত্রির সলতে!—এ ক'দিন যা গেছে, তুমি যদি দেখতে ঠাকুরপো! এই আজ যা একটু ভাল আছে। বৌমা, ও বৌমা! ঠাকুরপো, তুমি এই দাওয়ায় বস।

—প্রথম অঙ্ক—

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বৌমা, কোথায় নিমু ?

(বিষ্ণুপ্রিয়া ঘাড় নাড়িলেন)

শচী। জান না ? না মা, ওকে চোখের আড় ক'রো না। আমি তো আর সদা সর্ব্বক্ষণ চোখে চোখে রাখ্‌তে পারিনে— তুমি সোমত্ত বৌ, একটু খুঁজে দেখ। আমি ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা কইছি, এখানে পাঠিয়ে দিও—ব'লো, তোমার ও পাড়ার বড়খুড়ো এসেছেন।

(বিষ্ণুপ্রিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে কি জিজ্ঞাসা করিলেন)

শচী। পায়ের ধুলো নেবে বৈকি মা। বাপের বাড়ীর সম্পর্কে জ্যেঠা, আর এখানকার সম্পর্কে খুড়শ্বশুর।

(বিষ্ণুপ্রিয়া পায়ের ধুলো লইলেন)

আশীর্ব্বাদ করো ঠাকুরপো, মা আমার জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে পাকা চুলে সিঁদূর পরুক্।

শ্রীবাস। আশীর্ব্বাদ কর্‌বো বৈকি বৌ; তোমার ছেলে বৌ কি আমাদের পর ?—কল্যাণ কামনা না ক'রে জলগ্রহণ করিনে। যাও মা, নিমুকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

আচ্ছা, তোমার কি রকম মনে হয় বল দেখি ?

শচী আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে আজ ভোর বেলা কে একজন এসেছিল।

শ্রীবাস কে সে?

শচী। কি করে ব'ল্‌বো ভাই!—হাস্‌লে, কাঁদ্‌লে, নাচলে, গান গাইলে—লোকজন ডেকে নিয়ে আসি বলে চলে গেল।

শ্রীবাস অবধূত?

শচী। হবে—আমার তো পাগল ব'লে মনে হ'ল।

শ্রীবাস। কি রকম চেহারা?

শচী। আমি কি তার দিকে চাইতে পেরেছি ঠাকুরপো। আমায় মা বলে ডাক্‌লো,—নিমু তাকে দাদা ব'ল্‌লো—আমার বিশ্বরূপের কথা মনে প'ড়্‌লো!—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বুক তোলপাড় হ'য়ে গেল—বুঝি বা বিশ্বরূপই নিমাইকে নিতে এসেছে!

শ্রীবাস বৌ, তুমি পাগল হ'য়ে গেছ।

শচী। সে কি তুমি একবার বল্‌বে। আমি চন্দ্রশেখরকে ব'লেছি, তোমায় ব'ল্‌ছি, মুরারিকে ব'লেছি, গঙ্গাদাস পণ্ডিতকে খবর দিচ্ছি—তোমরা সবাই মিলে বাবাকে আমার ঘরবাসী কর। আমি ছেলে তোমাদের হাতে স'পে দিলাম। আমি হয়তো পারবো না—সব গেছে—ওই একটী। ঠাকুরপো, আমার বুকের ভিতর কেঁপে কেঁপে ওঠে! মাঝে মাঝে বেশ থাকে—আজ শেষরাত্রে খাসা সহজ কথাবার্ত্তা ক'চ্ছিল।...এই যে আস্‌ছে, তুমি গোপনে সব কথা জিজ্ঞাসা কর। ও যদি

আবার লেখাপড়ায় মন দিতে পারে, তা'হলে আমি আর ভাবিনে।

(নিমাই প্রবেশ করিলেন)

নিমাই, দেখ কে এসেছেন !

নিমাই। হাঁ, ওঁকে আমি জানি বৈকি, অনেক দিনের পরিচয় !

শচী। ঐ শোন ঠাকুরপো! ওকি নিমু, তোমার ও পাড়ার বড়খুড়ো—ওঁর সঙ্গে কি ঐ রকম কথা কয় ?

নিমাই। সে আর এক কথা—উনি জানেন আর আমি জানি। আর কেউ জানে না। মুরারিকে ব'লেছি—আজ ওঁকেও ব'লবো।

শচী। ঠাকুরপো, তুমি নিমুর সঙ্গে কথা কও। আমি একবার বাড়ীর ভিতর দেখে আসি, বৌমা কি করছেন—একে ছেলে-মানুষ, তার উপর সংসারের খাটুনি, রাতজাগা—হাউ হাউ করে আমিও যত কাঁদি ও-ও তত কাঁদে—হাজার হোক, বয়স তো হচ্ছে।

[প্রস্থান।

শ্রীবাস। আমায় কি কথা বলবে ?

নিমাই। অনেকদিন আগেকার কথা।

শ্রীবাস। আমি ভুলিনি। তুমি বলেছিলে—

"এমন বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে,
অজ-ভব আসিবেক দেখিতে আমারে !"

আমি বুঝেছি, আজ সে শুভদিন এসেছে।

নিমাই। তুমিও তো বৈষ্ণব ?

শ্রীবাস। আমি বৈষ্ণবের দাস !

নিমাই। দাস কেন গো, তুমি বৈষ্ণবের বাপের ঠাকুর—কৃষ্ণ তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে। আমায় একটু আশীর্ব্বাদ কর-না পণ্ডিত, আমার কৃষ্ণপ্রেম হোক্ ! তুমি আশীর্ব্বাদ না ক'র্‌লে তো হবে না।

শ্রীবাস। আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো তোমাকে !

নিমাই। কেন, দোষ কি ? তুমি যে আমার বাপের বয়সী।

শ্রীবাস। তুমি আমায় অনেকদিন অনেকবার ভুলিয়েছ—তাই কি মনে কর, আমি বারবার ভুল ক'র্‌বো !

নিমাই। তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ ?

শ্রীবাস। তোমারই কৃপায় তোমাকে বোঝা যায়।

নিমাই। স্পষ্ট করে বল, বুঝ্‌তে পেরেছ কিনা ?

শ্রীবাস। এত বড় দম্ভের কথা মুখে বল্‌তে পারি, এমন শক্তি যে তুমি দাও নি।

নিমাই। তিনি এসেছিলেন।

শ্রীবাস। তিনি ? কে তিনি ?

নিমাই। শ্রীপাদ অবধূত—আমার দাদা।

শ্রীবাস। তিনি না এলে তো হবে না—উদ্বোধন ক'র্‌বে কে ? তাঁর যে আসা চাই।

নিমাই। তিনিই তো উদ্বোধন ক'রে গেলেন, তাই তো আজ আমি আমাকে জান্‌তে পেরেছি। কিন্তু যে আমায় নাড়া দিয়ে

টেনে নিয়ে এল, সে কই ? সে কি খবর পায়নি ?

শ্রীবাস। শ্রীপাদ যখন বেরিয়েছেন, তখন জান্‌তে তো কেউ বাকী থাক্‌বে না।

নিমাই। পণ্ডিত, আমি তোমার বাড়ী যাব ; তুমি আমায় আশ্রয় দাও—তোমার বাড়ীতে হরিবাসর হবে। তোমার বাড়ী না গেলে আমার হরিসাধন হবে না। বাড়ীতে বিষ্ণুপ্রিয়া—তাঁকে ছেড়ে যে হরির দিকে মন দিতে পারি না !

(শচী ঠাকুরাণীর প্রবেশ)

নিমাই। মা, পণ্ডিত ব'লছেন, আমি একেবারে উন্মাদ—কামার-বাড়ী শিকল গড়াতে না দিলে আমায় ধ'রে রাখা দায় হবে।

শচী। পণ্ডিত, নিমাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ্‌ছ ? তোমার কি মনে হ'ল ?

নিমাই। তোমার পায়ে ধরি পণ্ডিত—সত্যি ক'রে বল, আমি কি পাগল ? আমার নিজের মনের সংশয় যায় না।

শ্রীবাস। তুমি পাগল ? (শচীদেবীর প্রতি) আমি তোমায় মুখে কি ব'লবো মিশ্রগৃহিণী, তোমার তুল্য ভাগ্যবতী নবদ্বীপে কেন, গৌড়দেশে নেই—ভারতে নেই।

নিমাই। না পণ্ডিত, মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি সত্যিই আমি পাগল ! মাঝে মাঝে মনে হয়, হয়তো হরি কৃপা ক'রেছেন ! তবে গয়া থেকে যখন আসি, তখন কানাই-নাটশালা ব'লে একখানা গাঁয়ের ভিতর এসে দেখি—

বনমালাধারী নব-নটবর বেশে এক কিশোর বাঁশী বাজাতে বাজাতে আমার সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল। সে কি রূপ!—ভাগবতের শ্লোকের সঙ্গে একেবারে অবিকল মিল! আচ্ছা পণ্ডিত, তুমি কি মনে কর, সত্যি কৃষ্ণ এসেছিলেন? ঈশেন দেখ্‌ল না, মেসো দেখ্‌তে পেলেন না—আমাকেই বা কৃষ্ণ দেখা দিতে গেলেন কেন? আমি কি?—আমিও তো কলির ব্রাহ্মণ, আমার এমন ভাগ্য কি ক'রে হবে? তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, বোধ হয় পাগলামি!

শ্রীবাস। এযদি পাগলামি হয়, তা'হলে জন্ম-জন্ম ধ'রে ঐ পাগলামিই আমি কামনা করি। তুমি আমার সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে এস। নিমাইয়ের মা, আমি তোমার বিশ্বম্ভরকে গঙ্গা নাইয়ে আনি। তুমি ভেব না—তোমার ছেলেকে আমি দিনরাত সঙ্গে ক'রে রাখ্‌বো।

নিমাই। অর্থাৎ, একা যদি ঠিক পাগলটা না হ'তে পারি, ওঁরা পাঁচজনে মিলে আমায় পাগল ক'রে তুল্‌বেন।

[শ্রীবাস নিমাইয়ের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। নিমাইয়ের কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া শচীদেবী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীবাস নিমাইকে লইয়া চলিয়া গেলেন। পরে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশ করিলেন।]

শচী। ছেলের কথা শুন্‌লে বৌমা?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মনে হয়, ঠিকই ব'লেছেন। মা, তুমি ওঁকে কোথাও যেতে দিয়ো না। পাঁচজনেই ওঁকে পাগল ক'রবে। তোমার আমার কাছে তো উনি ঠিক থাকেন!

শচী। অমন কথা ব'লতে নেই মা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। না, ব'লতে নেই! সত্যি ব'লছি মা, আমার রাগ হ'য়েছে। বুড়ো ব্রাহ্মণ, বাপ-পিতামহের বয়সী—আমি ঘর থেকে দেখলাম কি না, হাত জোড় করে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে! এ কি রকম কথা বল দেখি মা! বেশী বাড়াবাড়ি করেন তো আমি কাউকে ছেড়ে কথা ক'ব না—তা তোমায় ব'লে দিচ্ছি।

শচী। নিমুব ছাত্ররা আস্‌ছে বৌমা, তুমি তাদের বসবার জায়গাটা ঠিক ক'রে দাও।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

(সঞ্জয়, মুকুন্দ প্রভৃতি ছাত্রগণের পুঁথি লইয়া প্রবেশ)

মুকুন্দ। আচার্য্য আজ এখানেই পাঠ নেবেন ব'লেছিলেন। কোথায় তিনি?—কেমন আছেন?

শচী। তোমরা এইখানেই ব'স। নিমাই আমার গঙ্গাস্নানে গেছে। তোমাদের কল্যাণে আজ একটু ভাল আছে।

[শচীমাতার প্রস্থান।

তৃতীয় ছাত্র। আচ্ছা মুকুন্দ, তুমি তো অনেক খবর রাখ—আচার্য্যের অসুখটা কি বল দেখি?

সঞ্জয়। শুনেছি বায়ুরোগ !

চতুর্থ ছাত্র। আগে বৈষ্ণবদের কত ঠাট্টা ক'র্‌তেন—লোকে তো ওঁকে এক রকম নাস্তিক ব'লেই মনে ক'র্‌তো !

তৃতীয় ছাত্র। আর আজ কি না একেবারে হরি ব'ল্‌তে অজ্ঞান !

চতুর্থ ছাত্র। আজ আচার্য্যের সঙ্গে আমি তর্ক ক'র্‌বো—শুধু তাই নয়, তাঁকে তর্কে হারিয়ে দেব !

মুকুন্দ। আজ গঙ্গাদাস পণ্ডিতও আস্‌বেন শুনেছি, তিনিও আচার্য্যের সঙ্গে তর্ক ক'র্‌বেন।

সঞ্জয়। শুধু তর্ক করুলে কি হবে বল ?—তর্ক যুক্তিমূল, আব শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তরের কথা।

তৃতীয় ছাত্র। মোট কথা, আমাদের দিক দিয়ে সুবিধা কিছু নেই। ঘর-বাড়ী বাপ মা ছেড়ে বিদেশে এসে প'ড়ে আছি বিদ্যালাভের জন্য। কৃষ্ণকথা তো দেশে আমার নবীন কথকও জানে, তার জন্য নবদ্বীপ আসার তো কোন দরকার ছিল না !

চতুর্থ ছাত্র। ঠিক্‌ই তো। আজ আমরা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো। উনি মনোযোগ দিয়ে পড়ান তো ভাল, নইলে আমরা অন্যত্র চেষ্টা দেখি।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। ভাই সব, আমার তো ইচ্ছা মনোযোগ দিয়ে তোমাদের পড়াই, কিন্তু মন যে আমার বশ নয়। আজ আমি চেষ্টা ক'র্‌বো—শেষ চেষ্টা। যদি মন স্থির ক'র্‌তে না পারি, অধ্যাপনা ছেড়ে দেব।

সঞ্জয়। আপনি স্থির হ'য়ে বসুন, তারপর আমরা পাঠ নেবো।

নিমাই। আমাদের আজকার পাঠ্য কি?

সঞ্জয়। ধাতুসংজ্ঞা।

নিমাই। বেশ, ভাল কথা—ধাতুসংজ্ঞা বুঝবার চেষ্টা করা যাক্। ধাতু কাকে বলে? বৈয়াকরণ ব'লছেন, "ভুবাদয়ো ধাতবঃ"; অর্থাৎ—ভূ-ধাতোর্ভবতীতি ক্রিয়ারূপঃ—যা কিছু কার্য্য হয়, ধাতুই তার মূল—ধাতু ব্যতিরেকে কার্য্য সূচিত হয় না। তারপব ধাতু যেমন ক্রিয়ারূপ, ক্রিয়া তেমনি প্রাণ-রূপা। ক্রিয়া অর্থাৎ গতি, আর গতি হ'ল প্রাণের লক্ষণ। তা'হলে ধাতু হ'ল সর্ব্বজীবের প্রাণ—জীবের প্রাণ অর্থাৎ আত্মা। আত্মা কে? দেহ আত্মা নয়, হস্তপদ আত্মা নয়, চক্ষু আত্মা নয়—এমন কি, মন পর্য্যন্তও আত্মা নয়; তবে আত্মা কে? আত্মারাম শ্রীহরি—সেই নন্দনন্দন শ্রীহরি! জীবের আত্মজ্ঞানরূপে প্রতি নরনারীর অন্তঃকরণে তিনিই ধাতু—তদ্‌যোগেন সংজ্ঞা—অভাবে বিলোপ। কৃষ্ণ ধাতু, কৃষ্ণ সংজ্ঞা—কৃষ্ণ আছেন তাই জীব আছে, জগৎ আছে, আমি আছি, তুমি আছ। কৃষ্ণের সংসার—কৃষ্ণ শত্রু, কৃষ্ণ মিত্র। ভাই সব! সেই কৃষ্ণ, সেই শ্রীহরি, সেই নন্দনন্দন! তাঁর উৎপত্তি আনন্দে—তিনি ছাড়া আর কেউ নাই, কিছু নাই। কৃষ্ণ ছাড়া জীবের জ্ঞান নাই, জ্ঞেয় নাই, ভজনা নাই, পূজা নাই, পূজ্য নাই। সেই কৃষ্ণ—যিনি দ্বাপরে দেবকীর গর্ভে জন্মেছিলেন, যিনি গোপীজন-

বল্লভ—তোমরা তাঁকে চিন্তা কর, তাঁকে দেখ, তাঁকে জান, তাঁর ভজনা কর—কেন না, ভবার্ণবে তিনিই নৌকা, তিনি কর্ণধার। তিনিই সর্ব্বরসের মূলাধার! কলিযুগ সর্ব্ব-যুগের সার—কলিতে তিনি এসেছেন নামরূপে, কলিযুগেব সাধনা নামসাধন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(গঙ্গাদাস পণ্ডিত ব্যাখ্যার মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন)

গঙ্গা। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌বো নিমাই!

নিমাই। কলিযুগে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—

গঙ্গা। কৃষ্ণের কথা নয়—আমি তোমার আচার্য্য।

নিমাই। ও—হাঁ—তাই, আচার্য্য—আসুন, আসুন! আজ আমার গৃহ পবিত্র হ'ল।...বলুন প্রভু, আপনার কি বক্তব্য।

(পদধূলি লইলেন)

গঙ্গা। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌বো। আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

নিমাই। আপনি আমাকে প্রশ্ন করুন।

গঙ্গা। তুমি এই মাত্র ব'ল্‌লে—কলিযুগ সর্ব্বযুগের সার। এ কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে?

নিমাই। এ আমার নিজের কথা। এ কথা শাস্ত্রে নেই।

গঙ্গা। শাস্ত্রে কলিযুগ নিন্দিত। কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদ—জীব আচারভ্রষ্ট। একালকে তুমি কোন্ যুক্তিতে সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠ কাল ব'লতে চাও?

নিমাই। কলিতে ভগবান এসেছেন নামরূপে।

গঙ্গা। এও তোমার মনগড়া কথা। কোন শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রে তাঁর নাম নেই, রূপ নেই, উপাধি নেই। আমি বলি, কলির লোকের পক্ষে ভগবান অনাবশ্যক। সুতরাং তিনি আছেন কি না আছেন, তা নিয়ে চিন্তা ক'রবার প্রয়োজন নেই।

নিমাই। প্রভু, আগে আমি আপনারই মত ঐ কথাই মনে ক'র্ত্তাম। ভাবতাম্, ঈশ্বর নেই—কিংবা যদি থাকেন, মানুষের কার্য্যাকার্য্যের উপর তাঁর কোন হাত নেই। মানুষের সব চেয়ে বড় আশ্রয় কর্ম্ম।

গঙ্গা। নিশ্চয়—নিঃসন্দেহ। কর্ম্ম ছাড়া গতি নেই—মুক্তি নেই। কত ভাগ্যবলে লোকে ব্রাহ্মণবংশে জন্মায়; তারপর পণ্ডিত হওয়া আরও দুর্ল্লভ সৌভাগ্য! এই পরম সৌভাগ্যকে তুমি অবহেলা ক'চ্ছ? তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—মহামহোপাধ্যায়—দেশবিখ্যাত লোক। পরম পণ্ডিত তোমার পিতা। সেই বংশে জন্মে তুমি কি না হরিভক্ত হয়ে প'ড়লে! ঐ ওপাড়ার শ্যামা বাগ্‌দী—সেও তো মাঝে মাঝে হরিবোল হরিবোল বলে—তা'হলে তাতে আর তোমাতে প্রভেদ কি হল?

নিমাই। কিন্তু প্রভু, আমার মত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।

গঙ্গা। হঠাৎ মত পরিবর্ত্তনের হেতু ?

নিমাই। প্রভু, গয়াধাম—আশ্চর্য্য অদ্ভুত !—আমি কল্পনা করিনি !

গঙ্গা। গয়াধামে তুমি কি প্রত্যক্ষ ক'রেছ ?

নিমাই। বিষ্ণুপাদপদ্ম।

গঙ্গা। বিষ্ণুপাদপদ্মের কি বিশেষত্ব ?

নিমাই। ভৃঙ্গ যেমন স্ফুট কুসুমগন্ধে চারিদিক হ'তে ফুলের কাছে ধেয়ে আসে, তেমনি দেব আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি—অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঐ পাদপদ্ম বেষ্টন ক'রে মুক্তির আশায়।

গঙ্গা। নিমাই, এমন অযৌক্তিক কথা তোমার মত পণ্ডিতের মুখে শুন্‌বো তা আমি ভাবিনি। তুমি পুরাণ প'ড়েছ। প্রাচীন পুরাণকাহিনী তোমার কল্পনাকে জাগ্রত ক'রেছে—এ প্রত্যক্ষ নয়, অনুমানও নয়।

নিমাই। প্রভু, অমি তো প্রমাণ ক'র্‌তে পারবো না—আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি আমার চোখের সাম্‌নে, যেমন আপনাকে দেখ্‌ছি। জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ। প্রমাণ দিয়ে তাকে ধরা যায় না ; গুরুদেব, তার কাছে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে হয়।

গঙ্গা। আচ্ছা বেশ, আমি তোমার অনুভূতির বিষয় নিয়ে কোন তর্ক ক'র্‌তে চাই নে। কিন্তু ব্যাকরণের ধাতুসংজ্ঞা পড়াতে গিয়ে তুমি কৃষ্ণপ্রসঙ্গ কেন আন ? সৃষ্টিতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুন্‌তে ছাত্রেরা তো আসিনি।

নিমাই। আপনার কথায় আমি লজ্জিত হচ্ছি। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে আর আমি অধ্যাপনা ক'র্‌তে পার্‌বো না।

গঙ্গা। অমন কথা ব'লো না নিমাই! সমগ্র নবদ্বীপের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, বহুশাস্ত্রবিৎ। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব্ কাশ্মীরীকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত ক'রে তুমি শুধু আমার নয়, নবদ্বীপের—গৌড়দেশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছ। এ কথা তোমার মুখে শোভা পায় না।

নিমাই। প্রভু, আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। ভাই সব, তোমরা আমার আশা ছাড়। আমাব মন এদিকে নেই, আমি শাস্ত্রে মন দিতে পার্‌ছি নে; আমার মন শুকিয়ে উঠছে। যদি আমায় ভালবাসেন, আশীর্ব্বাদ করুন দেব! আমাব কৃষ্ণভক্তি হোক্। কৃষ্ণ ছাড়া অন্য চিন্তা ক'র্‌তে আমি অক্ষম· কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ··।

(ভাবাবেশ)

অশরীরী সঙ্গীত-বাণী

এ আমার সই কেমন হ'ল
প্রাণের কথা কব কারে,
আমি জানি—মন জানে মোর
আর তো কেউ সই জানে না রে।
গোপনে প্রেম করা সই
ভেবেছিলাম সহজ কথা,

প্রাণে প্রাণে দেখা শোনা
জান্‌বে না কেউ গোপন ব্যথা।
সাধ-সাগরে ডুবলো যে মন
ভাস্‌লো নয়ন অশ্রুধারে,
কূলহারানো প্রেম যে আমার
কূলে কে আর থাক্‌তে পারে।

গঙ্গা। নিমাই!

নিমাই। কেন আচার্য্যদেব।

গঙ্গা। তোমার কি হয়েছিল?

নিমাই। কিছুই তো হয়নি।

গঙ্গা। শোন আশ্চর্য্য কথা—এইমাত্র এইস্থানে আমি যেন কার আবির্ভাব অনুভব ক'রেছি। স্ফুট কমলগন্ধ, বংশীধ্বনি, ভ্রমরগুঞ্জন, নূপুরনিক্কণ—সে কি শুধ্ কল্পনা? আচ্ছা, তোমরা কিছু অনুভব ক'রেছ? আমি তো কখনও কল্পনাকে প্রশ্রয় দিই নে!

নিমাই। হয় তো তিনি এসেছিলেন!

গঙ্গা। তিনি কে?

নিমাই। কৃষ্ণনাম—কৃষ্ণপ্রেম! আমি তাঁকে অনুভব করি সুরের ভিতর দিয়ে—আমার কাছে তিনি হ্লাদিনী সঙ্গীতরূপিণী!

গঙ্গা। শোন বিশ্বম্ভর, অধ্যাত্ম জ্ঞান হয় তো থাক্‌তে পারে। আমি

সাংখ্যবাদী, সংসারে এর চেয়ে বড় জ্ঞান দরকার নেই।
আমি জানি দুঃখনিবৃত্তিই মানুষের পুরুষার্থ। কিন্তু তোমার
এ মনোভাব—এতো দুঃখকে বরণ ক'রে নেওয়া !

নিমাই। সত্য প্রভু, আমার সাধনা দুঃখের সাধনা—দুঃখই আমার
সুখ। বেদনার ভিতব দিয়েই তাঁব আত্মপ্রকাশ—দেবকী,
যশোমতী, বসুদেব, নন্দ, গোপ-বালক, শ্রীরাধা—তাঁর আত্ম-
গোষ্ঠী সবাই তো দুঃখেরই সাধনা ক'রেছেন !

গঙ্গা। আমি তোমার কথা বুঝবার চেষ্টা ক'র্‌বো।

নিমাই আমাব প্রতি বড় দযা কবা হয, যদি আপনি আমার এই
সব ছাত্রদেব অধ্যয়নেব ব্যবস্থা করেন। আমি পারছি নে,
আমি চেষ্টা ক'বেছি—এখন দেখ্‌ছি আমার সাধ্যাতীত।
অথচ এদেব প্রতি আমার দায়িত্ব আছে। আমার হয়ে
আপনি এদের ভার নিন।

গঙ্গা। আচ্ছা, আমি তোমায় কথা দিচ্ছি, এদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা
হবে। আজ আমি তোমায় কিছু ব'ল্‌তে চাই নে, আমি
আরও কিছুদিন অপেক্ষা ক'র্‌তে প্রস্তুত আছি। আমি
এখন আসি।

[প্রস্থান।

নিমাই ভাই সব, তোমরা আমায় বিদায় দাও। গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ
আমাদের দূর হোক্‌। পাণ্ডিত্যের গুরুত্ব আর আমি সইতে
পাচ্ছি না ! তোমরা আমার ভাই, আমরা সবাই শ্রীহরির
পুত্র—তাঁর আশ্রিত। তোমরা সবাই আমায় আলিঙ্গন কর।

না—না—প্রণাম চাই নে। আমি সত্য ব'ল্‌ছি ভাই, আমি প্রণম্য নই। তোমরা আমার হ'য়ে শুভকামনা কর—আমি যেন কৃষ্ণপ্রেম অনুভব ক'র্‌তে পারি।

[সকলের ধীরে ধীরে প্রস্থান। নিমাই স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশ করিলেন।]

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওরা সবাই চ'লে গেল যে?

নিমাই। ওদের বিদায় দিলাম লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিদায় দিলে—কেন?

নিমাই। বিদায়-বেদনা অনুভব ক'র্‌বো ব'লে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তার মানে?

নিমাই। তার মানে তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না।

নিমাই। তবে তোমায় আমি বোঝাতে পার্‌বনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন?

নিমাই। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় লক্ষ্মী, আমি এক মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে—লোকালয়ের অসংখ্য মানুষ আমায় ডাক্‌ছে; আবার অসীম রহস্যময় সিন্ধুগর্ভ হ'তে কে যেন আমায় বাঁশরী-স্বরলহরীতে আহ্বান ক'র্‌ছে! এই দুই আহ্বানের ব্যথাই সমান ভাবে আমার অন্তরকে আঘাত কর্‌ছে—আমি কুলের জন্যও কাঁদ্‌ছি, অকূলের জন্যও কাঁদ্‌ছি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি অমন কথা ব'লো না। তোমার মুখে ওকথা শুন্‌লে আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে! আমার সুখের সংসার, শাশুড়ী আমায় মায়ের মত যত্ন করেন। এর চেয়ে বড় সুখ আর কোথায় আছে?

নিমাই। এর চেয়েও বড় সুখ আছে লক্ষ্মী! কিন্তু সে সুখ কি দুঃখ—তা জানিনে; সে লীলারস—রাধাকৃষ্ণের লীলামৃত রস! সে রসের এক কণায় যে আনন্দ আছে লক্ষ্মী, সংসারের সমস্ত সুখ এক ক'র্‌লেও তার তুলনা হয় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তো সে রস জানিনে—তুমি আমায় বল, আমি শুনি।

নিমাই। রাধাকৃষ্ণের কোন্ ভাব তোমার ভাল লাগে লক্ষ্মী?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আগে বল, তোমার কোন্ ভাব ভাল লাগে?

নিমাই। আমি আগে ব'লবো না—আগে তোমার কথা শুন্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সবচেয়ে আমার ভাল লাগে অভিসার! রাত্রি অন্ধকার—সকলকে গোপন ক'রে রাই চ'লেছেন কৃষ্ণের উদ্দেশে কুঞ্জে। পথে কোথাও কাদা, কোথাও কাঁটাবন—ভ্রুক্ষেপ নেই—আমার বড় ভাল লাগে! তার চেয়েও ভাল লাগে—

নিমাই। সেই অন্ধকারে রাই আমার চ'লেছেন! কিন্তু অন্ধকার তো ক্ষণিক, পরক্ষণেই তো কৃষ্ণচন্দ্রের উদয়; তখন অন্ধকার—পথের কষ্ট—শুধু স্মৃতি!

মন্দির তেজি সব পদচারি আওলু
নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ।

তিমির দুরন্ত পথ   লখই না পারয়ে

পদযুগে বেঢল ভুজঙ্গ ॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। এর চেয়েও ভাল লাগে শ্রীমতী যখন কৃষ্ণের কাছে মুরলী শিখ্‌ছেন। সে দিন তুমি গাইছিলে আমার বড় ভাল লেগেছিল!

কোন্ রন্ধে বাজে বাঁশী অতি অনুপম।

কোন্ রন্ধে রাধা ব'লে ডাকে আমার নাম ॥

নিমাই। রাধাকৃষ্ণের এই নিত্য রসবিলাস—এই অনুরাগ, পূর্ব্বরাগ, রূপরাগ—মধুর মধুর, অতি মধুর! কিন্তু আমি পাগল হ'য়ে যাই লক্ষ্মী, এই মিলনের পরিণতি যখন দেখি—রাধার মহাভাব রস যখন অনুভব করি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি রাসলীলার কথা ব'ল্‌ছো?

নিমাই। না, রাসলীলা নয়। মহাদুঃখ ছাড়া কে অনুভব ক'র্‌বে প্রেমের মহিমা লক্ষ্মী? আমি বলছি মহাবিরহের কথা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মহাবিরহ!

নিমাই। হাঁ লক্ষ্মী, সেই সাত্ত্বিক বিরহ—চণ্ডীদাস যার গান গেয়েছেন! রাত্রির মিলন—প্রাতের বিরহ; সে তো কতবার এলো—কতবার গেলো। তারপর অক্রূর এসে রামকৃষ্ণকে যমুনার পারে নিয়ে গেলেন—কৃষ্ণ সেই যে গেলেন আর ফির্‌লেন না! এ কথা কে তখন ভেবেছিল? তারপর—তারপর মনে কর লক্ষ্মী, সেই শূন্য কুঞ্জকাননে—ধূলিধুসরিতা আমার শ্রীমতী! পল গণনা ক'রে দিন

—প্রথম অঙ্ক—

কেটে গেল—দিন গণনা ক'রে মাস চ'লে যায়—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—যুগযুগান্ত! আমি আমার চোখের সাম্‌নে দেখ ছি, শ্রীমতী শ্রীমতী শ্রীমতী রাধার নয়নে ধারা—

অশরীরী সঙ্গীত-বাণী

রাধার নয়নে ধারা!
কৃষ্ণবিরহে মরি
শ্যাম শ্যাম সোঙরি
মানিনী একাকিনী
তন্দ্রাহারা।
শ্রাবণ নিশি কত
কাঁদিয়া কাটিল তার—
শারদ পূর্ণিমা
এল গেল কতবার,
তবু সে নিঠুর শ্যাম
আসে না যে ব্রজধাম
শ্রীমতী শ্রীপতি বিনা
হায়রে পাগল পারা।

—বিষ্ণুপ্রিয়া—

রাধাকৃষ্ণ মাঝে
শুধু রে যমুনা নদী,
আসিতে পারিত শ্যাম
আসিতে চাহিত যদি—
ধূলায় ধূসর রাই
নয়নে পলক নাই,
বিজুলী বরণী গোরা
আজিরে জ্যোতিহারা।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

[বেলা একপ্রহর অতীত হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী—চতুষ্পাঠী-
গৃহের উচ্চ বেদিকায় আচার্য্য অদ্বৈত। নিম্নে কামদেব-নাগর
ও শঙ্কর তদীয় শিষ্যদ্বয়। অদ্বৈত বেদান্তের আলোচনা
করিতে করিতে কখন্ যে গৌর-নিত্যানন্দ প্রসঙ্গে
আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি
জানিতেও পারেন নাই।]

কাম। দেখুন, আপনি ওদের অমন ক'রে প্রশ্রয় দেবেন না। কাল্‌কের ছেলে বিশ্বম্ভর—আপনার নাতির বয়সী; আপনি কিনা অবলীলাক্রমে ওদের সঙ্গে নাচ্‌তে লাগ্‌লেন!

শঙ্কর। ওরা সবাই অত্যন্ত তরলমতি। আপনার মত জ্ঞানবৃদ্ধের পক্ষে ওদের সঙ্গে মেশাই অনুচিত। আপনি অদ্বৈতবাদী, মহামহোপাধ্যায় জ্ঞানী—গৌড়দেশের যাবতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি। আপনি—আপনি যদি এই সমস্ত ছেলেমানুষী প্রশ্রয় দেন, পণ্ডিতসমাজে আমাদের মুখ-দেখানো ভার!

অদ্বৈত। তোমরা মহাভারত প'ড়েছ নিশ্চয়?

শঙ্কর। প'ড়েছি, কেন?

অদ্বৈত। আচ্ছা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যখন হয়—ভীষ্মের বয়স কত? তিনি যথেষ্ট প্রবীণ হয়েছিলেন, তাতে তো আর সন্দেহ নেই?

কাম। না—তা নেই।

অদ্বৈত। কৃষ্ণের বয়স তখন কত?

শঙ্কর। কৃষ্ণ তখন যুবক—ধরুন, তিনি অর্জ্জুনের সমবয়স্ক।

অদ্বৈত। ভীষ্ম যখন শরশয্যায়—আসন্ন মৃত্যুকে চোখের সাম্‌নে দেখে ধ্যানযোগে যেই আপন ইষ্টকে স্মরণ ক'রলেন, অমনি দেখেন, তাঁর সম্মুখে সেই নবজলধর-শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি! কুরুক্ষেত্রের সমরক্ষেত্রে জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সখা অর্জ্জুনের জীবনরক্ষার্থে যিনি আপন প্রতিজ্ঞা ভুলে রথচক্র ধ'রেছিলেন ভীষ্মেব প্রাণবিনাশের জন্য, সেই বালক কৃষ্ণের পায় মাথানত ক'র্‌তে তিনি ইতস্ততঃ করেন নি!

শঙ্কর। আপনি ব'ল্‌তে চান, কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান ভীষ্মদেব তা' বুঝেছিলেন?

অদ্বৈত। শুধু ভীষ্মদেব নয়, সে সময়ের অনেকেই বুঝেছিলেন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

কাম। আপনি কি ব'ল্‌তে চান্, জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র বিশ্বম্ভর কৃষ্ণের অবতার?

অদ্বৈত। নিশ্চয় ক'রে কোন কথা ব'লবার মত বিশ্বাসের জোর আমার নেই। ভক্তির পথ—বিশ্বাসের পথ তো আমার

নয়। আমি আজন্ম কঠোর সাধনা ক'রেছি—চলেছি শুষ্ক যুক্তির পথে জ্ঞানের চর্চ্চায়। কোন কিছুকে সহজে স্বীকার আমি করি নে!

শঙ্কর। কিন্তু এই নিমাইয়ের সম্বন্ধে আপনার যথেষ্ট দুর্ব্বলতা আছে, একথা আমি জোর গলায় ব'লবো; আর শুধু কি নিমাইয়ের? নিমাই নিতাই—ওদলের সবায়ের প্রতি আপনার দুর্ব্বলতা।

অদ্বৈত। তা' মিথ্যা ব'লনি শঙ্কর। ওদের উপর একটু স্নেহ আমার আছে, আমি অস্বীকার করি নে।

কাম। স্নেহ নয়, আপনি ওদের প্রাধান্য স্বীকার করেন। ওদের দলে গেলে আপনি নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা ক'রতে পারেন না।

অদ্বৈত। শিং-ভেঙে বাছুরের দলে বেশ মিলে মিশে যাই! সেদিন যাত্রা শুনেছিলে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে? কি কাণ্ডই ক'রলে! আমি বুড়ো মানুষ, ছিয়াত্তর বছর বয়স—আমাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজালে! শুধু তাই নয়, আসরে দাঁড়িয়ে আমাকে নাচ্‌তে হ'ল—গাইতে হ'ল! আচ্ছা, আমার কি বায়াত্তুরে ধ'রেছে! শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় ভীমরতি হ'ল!

(সীতাদেবীর প্রবেশ)

সীতা। তাতে আর সন্দেহ আছে!

অদ্বৈত। সন্দেহ নেই? তাই বটে, কি বল বড়গিন্নি? আচ্ছা, তুমি তো যাত্রা শুন্‌তে গিয়েছিলে—কি রকম মানিয়েছিল বল দেখি? একেবারে নবীনকিশোর শ্যামনটবর!

সীতা। তা' কিন্তু মানিয়েছিল—বড় চমৎকার মানিয়েছিল!

অদ্বৈত। সেইদিন থেকেই তো মাথা ঘুরিয়ে দিলে!

শঙ্কর। না, আপনি ওদের মান্‌তে পাবেন না—কেন, আপনি কম কিসে? বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদই একমাত্র সত্য। গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে যে মূর্চ্ছা যায়, বিশুদ্ধ জ্ঞান তার কি ক'রে সম্ভব! উচ্চ তত্ত্ব জান্‌বার অধিকারীই সে নয়।

অদ্বৈত। হাঁ তুমি ঠিক ব'লেছ। যথার্থ কথা, নাচন গাওন আবার কিসের ধর্ম্ম বটে? কিন্তু কি জান? কি রকম গণ্ডগোল ক'রে দেয়!

কাম। আপনি প্রতিজ্ঞা করুন ওদের দলে আর মিশ্‌বেন না। নিমাইটে পাগল, শ্রীবাস পণ্ডিতের হ'য়েছে ভীমরতি! হরিদাসের কথা তো ছেড়েই দিন, আর নিতাই তো যেমন গোঁয়ার তেমনি পাগল।

অদ্বৈত। মিথ্যে বলনি কামদেব, লক্ষ্মীছাড়া ঐ নিতাই; কি কাণ্ড ক'র্‌লে সেদিন আমার সঙ্গে, জলে ডুবিয়ে আমায় মেরে ফেলবার যোগাড়! আরে! সে যোয়ান ছোঁড়া, তার সঙ্গে আমি বুড়ো মানুষ পেরে উঠ্‌বো কেন?

সীতা। যেমন গোঁয়ারের সঙ্গে মিশ্‌তে যাও—আজকাল তো মারু ধ'রেছে শুন্‌লাম!

শঙ্কর। খবরদার ব'ল্‌ছি—আপনি মিশ্‌তে পাবেন না। আপনার কতবড় মানসম্ভ্রম, দেশশুদ্ধ লোক আপনাকে মানে চেনে—কত বড় বড় বাজাবাজড়া আপনাকে সম্মান সম্ভ্রম করে; এবযসে আপনাব কেন যে এরকম মতিগতি হ'ল তা' ব'ল্‌তে পাবিনে!

কাম। আপনি ন্যায্য কাজ যখন করেন, তখন আমরা কিছু বলি? হবিদাসকে যখন বাড়ীতে বাখেন, লোকে যে কত কথা ব'লেছিল—একঘরে পর্য্যন্ত ক'রেছিল; একথা তো তখন কেউ আমবা বলিনি যে, মুসলমানকে বাড়ীতে রাখবেন না। আপনি অদ্বৈতবাদী—হিন্দু-মুসলমানেব ভেদ আপনার জন্য নয়, সে আমবা মানি; কিন্তু একি! কতকগুলি অকাল-পক্ক ছোক্‌রা—আপনাকে তারা মান্‌বে না?

অদ্বৈত। হাঁ—হাঁ—তোমরা ঠিক ব'লেছ, খাঁটী কথা। ওদের—বিশেষ ঐ নিতাই ছোক্‌রাকে—

শঙ্কব। ও তো আপনাকে একরকম নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়!

অদ্বৈত। হাঁ—তা' ঘোরায় বইকি! আমি ওর সঙ্গে পার্‌বো কেন? একে যোয়ান—তার উপর প্রচণ্ড মাতাল। আমার দুর্দ্দশাটা একবার দেখ—আমি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, দুটো ছোঁড়া আমায় নাকের জলে চোখের জলে ক'রে তুল্‌লে! আমায় যেন পাগল পেয়ে ব'সেছে! তোমরা ঠিক ব'লেছ—কি বল বড়গিন্নি, আমি দিনকতক শান্তিপুরের বাড়ীতেই গা-ঢাকা দিই?

সীতা। অবিশ্যি মানিয়েছিল চমৎকার—কিন্তু তুমি কি ব'লে ওদের সঙ্গে যাত্রায় নাচ্‌লে!

অদ্বৈত। আরে বড়গিন্নি, নাচি কি আর ইচ্ছে ক'রে? আমায় নাচালে যে। যত নষ্টের মূল হচ্ছে ঐ নিতাই! ওযে কি না ক'র্‌তে পারে, তা' ব'ল্‌তে পারি নে। আরে আমি তো আমি, যদি ইচ্ছে ক'রে ও—তোমাকেও নাচাতে পারে! ওর কি লজ্জা সরম আছে! সমস্ত রাত ধ'রে পায়ে মাথা খুঁড়্‌বে, খাবে না—সে কাণ্ডই আলাদা! গঙ্গায় কুমীরের সঙ্গেই কুস্তী ক'র্‌লে—ভারি ডাং-পিটে! আচ্ছা যাও তুমি, রান্নাবাড়নার যোগাড় দেখ। আর ভয় নেই, আমি খুব শক্ত হব। ও ভক্তিটক্তি নয়—দিনকতক জ্ঞানচর্চ্চায় মন দিই। হাঁ, আমাদের আলোচনা হ'চ্ছিল কি?

কাম। বিদ্যা আর ব্রহ্মের স্বরূপ।

শঙ্কর। আপনি ব'ল্‌ছিলেন, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা প্রথমে এই আত্মজ্ঞান লাভ করেন। তারপর তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে এই বিদ্যা ব'লেছিলেন।

কাম। তারপর অথর্ব্বা ব'লেছিলেন অঙ্গির্‌কে, অঙ্গির্ বলেন ভরদ্বাজ-গোত্রীয় সত্যবাহকে—সত্যবাহ বলেন অঙ্গিরসকে। মহা-গৃহস্থ শৌনক অঙ্গিরসের সাম্‌নে এসে একদিন ব'ল্‌লেন—এই পর্য্যন্ত আপনি বলেছিলেন।

অদ্বৈত। এমন সময় বুঝি গৌর-নিতাইয়ের কথা ওঠে! আচ্ছা যাক্, এটা হ'চ্ছে মণ্ডুক উপনিষদের অঙ্গিরস-শৌনকসংবাদ।

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

শৌনক প্রশ্ন ক'রলেন অঙ্গিরসকে—কি প্রশ্ন? "কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" হে ভগবন্, কি জানিলে এই সমস্ত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎব্রহ্মাণ্ডের সকল কথাই জানা যায়। অঙ্গিরস ব'ল্লেন "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতিহ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ" ব্রহ্মবিদ্‌রা বলেন, দু'রকম বিদ্যা জানা দরকার—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা।

(নিত্যানন্দ ও হরিদাসের পরস্পর গলা-ধরাধরি করিয়া প্রবেশ ও নৃত্য-গীত)

উভয়ে। (সুরে) ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যেজন গৌরাঙ্গ ভজে—
সে আমার প্রাণরে।

(অদ্বৈত সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিয়া চলিলেন)

অদ্বৈত। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥"

নিতাই। (সুরে) ধন্য ন'দে বৃন্দাবন ন'দের পথের মাটীরে,
যে গৌর ছেড়ে শাস্ত্র পড়ে তার মাথায় মার চাঁটিরে!

(নিতাই অদ্বৈতের মাথায় চাঁটি মারিলেন)

কাম। আঃ, কি মাতলামো করেন মশায়! যান্!

নিতাই। থাক্‌বো ব'লে এসেছি, যাবার জন্য আসিনি।

শঙ্কর। থাক্‌তে চাও থাক—বারণ কেউ ক'র্‌ছে না। ওরকম মাত্‌লামো ক'রবেন না।

নিতাই। মাত্‌লামো ক'রবো না? বেশ তো! পয়সা খরচ ক'রে মদ খেলাম—মাত্‌লামো ক'র্‌বো না, তার মানে!

কাম। উনি আমাদের আচার্য্য—ওঁর সঙ্গে ওরকম ব্যবহার ক'রো না ব'লছি!

নিতাই। তোমাদের আচার্য্য আমাব ইয়ার। তোমাদের লজ্জা হয়, তোমরা স'রে পড় না বাবা!

কাম। আমরা স'রে প'ড়বো! আমরা ওঁর কাছে বিদ্যা শিখ্‌ছি—যাও, আমাদের পাঠের ব্যাঘাত ক'রো না।

নিতাই। তোমরা বাপু আর কারো কাছে গিয়ে পড়গে—শাস্ত্রালোচনা ওঁকে ক'র্‌তে দেওয়া হবে না।

কাম। কি, গায়ের জোর নাকি?

নিতাই। হাঁ, মন্দ কি—চলে এস? দেখি, কে ওঁর মুখ দিয়ে অং বং বার করে? চালাকি! খবরদার ভট্‌চাজ, একটী সংস্কৃত কথা মুখ দিয়ে বার ক'রেছ কি, এখানে আজ ব্রহ্মহত্যে হয়ে যাবে! হরিদাস চাচা, মুখপাতটা তারে ধরে ফেল। আমি এই ছোক্‌রা-দুটীর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া ক'রে নিই।

[হরিদাস অদ্বৈতের পায়ের ধূলি লইলেন। কামদেব ও শঙ্করের হাত ধরিয়া নিত্যানন্দ]

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

নিতাই। বাপধন—একটু অন্যত্র যাওনা বাবা! আমরা একটু ইয়ার্কি আড্ডা দেব। লেখাপড়া তো অনেক শিখেছ বাবা, আর কেন? ব্রহ্মবিদ্যাটা না হয় নাই শিখ্‌লে—খুব বেশী ক্ষতি হবে কি বাবা? ক'র্‌তে হবে তো শেষ পর্য্যন্ত দশকর্ম্ম! এই বিদ্যেতেই হবে।

অদ্বৈত। ওহে নিতাই, শোন—শোন!

নিতাই। তুমি থাম ভট চাজ, তোমায় মধ্যস্থ ক'র্‌তে হবে না।

শঙ্কর। একটা ছোক্‌রা মাতাল এসে আপনাকে বলে 'ইয়ার'! আপনাকে মাথায় চাঁটি মার্‌লে—আপনার অপমান কর্‌লে, আর আপনি চুপ করে আছেন? ওরা আপনাকে গুণ ক'রেছে। চল হে কামদেব, এখানে আমরা থাক্‌বো না।

নিতাই। এই এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের মত কথা ব'ল্‌লে! তোমাদের আচার্য্যকে নিয়ে আমরা একটু মদ খাব—একটু আনন্দ ক'রবো। তোমাদের তো আর চ'ল্‌বে না? আর যদি চলে তো না হয় গৌর ব'লে বসেই পড়।

কামদেব, শঙ্কর। আরে রাম! রাম! ছিঃ ছিঃ!—যত বেল্লিক অর্ব্বাচীন!

[কামদেব ও শঙ্করের প্রস্থান।

অদ্বৈত। তোর সঙ্গে আমি আর কথা কব না।

নিতাই। কেন—আমি কি ক'র্‌লাম বাবাঠাকুর?

অদ্বৈত। আমি তোর উপর রাগ ক'রেছি। আজ সকাল থেকেই ভাবছি কথা কবনা। তার উপর—

নিতাই। তার উপর কি ?

অদ্বৈত। তার উপর, আমার ছাত্রদের সাম্‌নে তুই আমায় মাতাল ব'ল্‌লি।

নিতাই। তাতে হ'য়েছে কি ? সত্যি কথাই ব'লেছি।

অদ্বৈত। সত্যি কথা ? আমি মদ খাই ?

নিতাই। খাওনা ? সেই সেদিন, আমি তোমার হাতে দিলাম আর তুমি ঢুক্‌ করে গিলে ফেল্‌লে ? আমার নিজের তৈরি মদ— ইয়ার্কি ! তাতেই তো তোমার ব্রহ্মজ্ঞান গোল্লায় গেল।

গান।

আমি নিতাই শুঁড়ি চোলাই করি
গৌর নামের সুধারস,
খেলে এ মদ টলে না পদ
উথ্‌লে ওঠে মনের হরষ।
দেবাসুরে তুললে সুধা
অগাধ সাগর মথন ক'রে
গৌরহরি নামের সুধা
আকাশ থেকে প'ড়লো ঝ'রে
প্রেমের নেশা একনিমিষে
জমে গেল সকল দেশে

কত লোহা সোনা হ'ল
পরশমণির পেয়ে পরশ !

নিতাই। বট্ঠাকৃরুণ, বট্ঠাকৃরুণ, বট্ঠাকৃরুণ ! বলি, কি ক'র্‌ছো ঘরের কোণে—বেরিয়ে পড় না ?

অদ্বৈত। ওরে ও নিতাই, শোন্—শোন্ !

নিতাই। পেছু ডেকোনা বল্‌ছি ভট্চাজ, আমি অন্নপূর্ণার কাছে চ'লেছি—তাঁর ভাণ্ডার দেখ্‌তে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে !

(সীতা দেবীর প্রবেশ)

নিতাই। এই যে দেবী ভক্তের স্মরণ মাত্রেই এসে হাজির !

সীতা। যে রকম জুলুমদার ভক্ত, না এসে কি নিস্তার আছে ! দরকার হলে দেবীর পা ধ'রে টেনে নিয়ে আসবে।

নিতাই। নিশ্চয়ই—পা-দুটো জোর ক'রে ধ'র্‌তে পার্লে বশ না মানেন, এমন তো কাউকে দেখি নে ! যাক্, এখন তোমার কি আছে বার কর—চিঁড়ে, মুড়কি, কলা, দই, দুধ—দোহাই জননি, বড় ক্ষিদে !

অদ্বৈত। আরে নিতাই, শোন্—শোন্।

নিতাই। কি আর শুন্‌বো ?

অদ্বৈত। তুই না অবধূত? উনি সন্নিসী! রাতদিন কুটুর কাটুর মুখ চ'ল্‌ছে—অতো খেলে তা'র সন্ন্যাস হয়? সন্ন্যাসীর খাদ্য হ'চ্ছে সপ্তাহ অন্তে একটী ফল কি তণ্ডুলকণা! .

নিতাই। শোন কথা বঠ্‌ঠাকরুণ, "চালুনি বলেন সুঁচ তুমি নাকি ছ্যাঁদা"! উনি অদ্বৈত আচার্য্য—ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মচর্য্য,—মুখে ব্রহ্ম ছাড়া কথা নেই! আর ঘরে দুটী গৃহিণী—তার উপর ব্রহ্মবিদের বয়স ছিয়াত্তর।

[মুখে কাপড় দিয়া লজ্জায় সীতাদেবীর প্রস্থান।

অদ্বৈত। তোর মুখ বড় আল্‌গা—অসভ্য কোথাকার!

নিতাই। ঢিলটি মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—আমায় ক্ষেপাতে গেলে কেন? নাও এখন ওঠ, আমার অনেক কাজ—আড্ডা দেবার সময় নেই। শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ী আজ অষ্টপ্রহরা, দেরী ক'র না—চল।

অদ্বৈত। আমি যাব না।

নিতাই। যাবে না কি রকম?

অদ্বৈত। না, যাব না। তোমাদের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। নাচন-গাওন আবার ধর্ম্ম কি?

নিতাই। ধর্ম্ম তা'হলে কি রকম অপূর্ব্ব বস্তু?

অদ্বৈত। এখানে ধর্ম্ম অর্থে মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম। ব্রহ্মকে না জানা পর্য্যন্ত মানুষের কোন ধর্ম্মই তাকে মুক্তি দিতে পারে না। ব্রহ্মবিৎ তাঁকে ধ্যানে দেখেছেন। তিনি কেমন—

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

নিতাই। একেবারে তরলং জলমিব—ব্রহ্মজ্ঞান একেবারে নগদ হাতে হাতে পাওয়া গেল! ওসব বুজরুকি ছাড় ভট্‌চাজ, তোমার আগে অনেক আচার্য্যচর্য্য অংবংসং ক'রে গেছে! অনেক ত্রিশূল, অনেক চক্র, বীজ, হুঙ্কার, হ্রীঙ্কার—যথেষ্ট হয়ে গেছে! আর কেন? চোখে দেখ—কানে শোন, কি বল চাচা?

হরিদাস। আমাকে আবার ওর মধ্যে টান কেন বাবাজি, আমি সবারই পায়ের ধুলো! তোমাদের বাদানুবাদে কি আমি যোগ দিতে পারি?

নিতাই। তুমি ভারি চালাক—তা' আর জানিনে! আমরা তর্ক ঝগড়া করি, আর তুমি সেই অবকাশে গৌরচিন্তা ক'র্‌বে মৌনী হয়ে?

অদ্বৈত। আমি গৌরাঙ্গকে অবতার ব'লে মানিনে, তোমায় স্পষ্ট কথা ব'লে দিচ্ছি; তা' তুমি রাগই কর আর যাই কর।

নিতাই। মান না?

অদ্বৈত। না—মানি নে।

নিতাই। সত্যি ব'লছো—মান না?

অদ্বৈত। হাঁ, সত্যি ব'ল্‌ছি—মানি নে!

নিতাই। তোমার ঘাড় যে সে-ই মান্‌বে! মানিনে—মানিনে, কেন তুমি মান্‌বে না? তুমি জ্ঞানী, তুমি ভক্ত, তুমি আজীবন হরিকে ডেকেছ। তোমার ডাকে তাঁর বৈকুণ্ঠের আসন টলেছিল, তাই ঠাকুর আমার মহাবিরহের অনুভূতি নিয়ে মাটীতে নেমে এলেন— আর তুমি এখন বল মানি নে! যদি না মান, তোমার হাড় ক'খানা আমি এক জায়গায় রাখ্‌বো না—এ কথা যেন মনে থাকে।

অদ্বৈত। আরে, তুই আমায় মার্‌বি না কি?

নিতাই। না মারব না, তোমায় ক্ষীরমুড়কি খেতে দেব? এতক্ষণ মারিনি, এই তোমার ভাগ্য! এদেশের উপর দিয়ে কি বিপ্লব ব'য়ে গেছে তা জান। বৌদ্ধতান্ত্রিকের কত অনাচার, শূন্য উপাসনা, নিরীশ্বরবাদ! ন'দের পণ্ডিতরা আজ যে নাস্তিক হ'য়ে শুধু সংসারধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, যে মনোভাব দেখে—চাচার মুখে শুন্‌তে পাই, তুমি নিজেই কত কেঁদেছ! আর আজ—শুভদিন যখন এল, তখন তুমিই কি না ব'লে ব'স্‌লে আমি মানি নে!

অদ্বৈত। আমি কেমন করে মান্‌বো নিতাই, আমার যে তোমার মত বিশ্বাস নেই!

নিতাই। বিশ্বাস নেই!

অদ্বৈত। না নিতাই, আমি ঘোর সংশয়বাদী! এ কথা সত্য, একদিন আমিই আশা ক'রেছিলাম—তিনি আস্‌বেন! আবার

একথাও সত্য, আজ তোমরা সবাই যখন ব'লছ তিনি এসেছেন—আমার মনে সংশয়ের আর অন্ত নেই!

নিতাই। আচ্ছা, এক কাজ কর না কেন বাবাঠাকুর?

অদ্বৈত। কি?

নিতাই। তুমি তাঁকে বাজিয়ে নাও-না? একবার পরীক্ষা করে দেখ। তুমি তো শাস্ত্রজ্ঞ, পরম পণ্ডিত,—তুমি তো আর নাস্তিক নও। শ্রীভগবান মানুষ হ'য়ে পৃথিবীতে আসেন, একথা মান তো?

অদ্বৈত। মানি আবার মানি নে!

নিতাই। ঠাকুর, তোমার ওসব চালাকি! আচ্ছা, তুমি যে ব'ল্লে নাচন-গাওন আবার ধর্ম্ম কি? তোমার ভগবান কি ব'ল্ছেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

অদ্বৈত। তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না নিতাই!

নিতাই। তা' প্রমাণের দরকারই বা কি? বলি, তুমি নিমাইকে ভালবাস তো? নাই বা হ'লো সে ভগবান—ভালবাস তো?

অদ্বৈত। তা বোধ হয় বাসি।

নিতাই। তবে তার কীর্ত্তন শুন্‌তে যাবে না কেন? তাতে যদি ধর্ম্ম না হয়, নাই হ'ল! ঐ যে তোমাদের কাণভট্ট, শুন্‌তে পাই প্রকাণ্ড পণ্ডিত! তাঁর টোলে একদিন ন্যায়ের বিচার শুন্‌তে গেলাম। একজন ব'ল্লে ঈশ্বর আছেন, একজন ব'ল্লে ঈশ্বর

নেই—তারপর তর্ক ! আরে বাপরে, কি সে তর্ক ! দেখে মনে হ'ল, ঈশ্বর যদি বা থাকেন পণ্ডিত মশায়রা তাঁকে তাড়াবেন ! ওরকম তর্কের চেয়ে তো কীর্ত্তন ভাল ? উপনিষদে তাঁকে পাওয়া যাবে না অদ্বৈত ঠাকুর, ওখানে নেই—ওখানে নেই ! যদি দেখ্ তে চাও, আমার সঙ্গে এস ।

গান

ভাবছ যেথায় নাইকো সেথায়
কোথায় কারে খোঁজরে মন !
বেদে কিংবা দরশনে
মেলেনা তার দরশন ।
যেখানে পাবেনা তারে
সেথায় খোঁজ বারে বারে
যেথায় দেখা মিলতে পারে
রইলে মুদে দু'নয়ন !
শত তীর্থ পর্য্যটনে
পাইনি কাশী বৃন্দাবনে
শ্রীবাসের শ্রীঅঙ্গনে
সে যে ধূলায় অচেতন !

অদ্বৈত। নিতাই, তোর্ সত্যি বিশ্বাস—আজ শ্রীবাসের অঙ্গনে যে নাচ্‌ছে, সে-ই একদিন ব্রজগোপীদের সঙ্গে রাসলীলা ক'রেছিল ?

নিতাই। ঠাকুর, সন্দেহ জীবের ধর্ম্ম। গোপালনন্দনকে দেখে স্বয়ং ব্রহ্মাবও একদিন সন্দেহ হ'য়েছিল—ইনিই সেই পরম পুরুষ কি না ?

অদ্বৈত। তাইই বটে ! ভাল, বিশ্বাস যখন নেই—বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই ; তবু আব একবার দেখব তোমার গৌরচাঁদকে। আমি আমার পথ ছাড়বো না। চিরদিন প্রমাণ মেনেছি—অন্তরকে বিশ্বাস করিনি, চোখের জলকে বিশ্বাস করিনি। যিনি বাক্য-মন-ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাঁকে বুঝ্‌বো কি দিয়ে ! চল যাই।

(সীতাদেবীর পুনঃ প্রবেশ)

নিতাই। বট্‌ঠাকরুণ, বুড়োকে নিয়ে চ'ল্‌লাম্ !

সীতা। সে কি, উনি যে তখন ব'ল্লেন তোমাদের বাছুরের দলে আর মিশ্‌বেন না !

নিতাই। তা'হলে গোপালনন্দনকেও পাবেন না—বাছুর যে তাঁর ভক্ত ! সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ, পার্থঃ বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা—

অদ্বৈত। নিতাই, তুই গীতা পড়েছিস্ ?

নিতাই। না, লেখাপড়াটা তোমারই একচেটে, পৈতৃক সম্পত্তি ! ছোট্‌ঠাকরুণ কোথায় গো ?

সীতা। শান্তিপুরের বাড়ীতে গেছে।

নিতাই। একদিন দুর্গাগঙ্গার 'সতীনে' কোঁদল দেখবার ইচ্ছা ছিল।

সীতা। বুড়ো শিব সে বিষয়ে খুব চালাক! দুটীকে এক জায়গায় বড় করেন না।

অদ্বৈত। আগে ঠকেছি, এখন "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ"।

সীতা। যাই হোক্, নিতাই খেতে চেয়েছে—না খাইয়ে ছাড়তে পারি নে।

নিতাই। তাইতো চাচা, খাওয়ার কথাটা তো ভুলেই গেছি! শীগগির—শীগ্‌গির! আচ্ছা, কি খেতে দেবে বলতো ঠাকরুণ?

সীতা। দুটী ভাত খাবে?

নিতাই। কি কি রেঁধেছ বল দেখি?

সীতা। মুলোবেগুনের শুক্‌তুনি, মোচার ঘণ্ট, ইঁচড়ের দাল্‌না, সোনামুগের ডাল, বড়ি ভাজা, চাল্‌তার অম্বল।

নিতাই। ঘি, দুধ, চিনি—এতো গোঁসাই বাড়ী আছেই! উপস্থিত ত্যাগ করা ঠিক নয়। চলে এস চাচা—বাবাঠাকুর, তুমিও দুটো খেয়ে নাও! তোমার বাড়ীতে আমরা খাব আর তুমি উপোস ক'র্‌বে, এটা বোধ হয় ভাল দেখায় না!

[সকলে বাড়ীর ভিতর গেলেন।

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[নবদ্বীপের পথ। অনেক লোকজন যাতায়াত করিতেছে—প্রায়শঃ পণ্ডিত ও ছাত্রগণ। তার মধ্যে অদ্বৈতের শিষ্য কামদেব ও শঙ্কর ছিলেন।]

দামোদর। ওহে শঙ্কর, নিমাই পণ্ডিতের খবর জান? আচার্য্যও নাকি যাতায়াত ক'রছেন?

কামদেব। ক'রছেন বৈকি—শুধু যাতায়াত কেন, তাঁরও বেশ মাখামাখি ভাব!

শঙ্কর। আচ্ছা, সমস্ত নবদ্বীপ কি পাগল হ'য়ে উঠল?

ভবত। সমস্ত নবদ্বীপ পাগল হ'তে যাবে কেন? পাগল যারা হবার তারাই হ'য়েছে। কি আশ্চর্য্য! বড় বড় সব ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জলের পণ্ডিত—একটা ছোঁড়াকে নিয়ে অস্থির!

দামোদর। নিমাইটেও কম পাগল নয়! অমন চমৎকার বইখানা লিখে গঙ্গার জলে ফেলে দিলে?

ভবত। হাঁ, ফেলে দিলে! তুমিও যেমন! ওসব গল্প কথা এখন ভক্তরা রটাচ্ছে। ও আবার ন্যায়ের বই কি লিখবে? ব্যাকরণ ছাড়া কিছু জানে না। সাধারণ বুদ্ধি আগে একটু ছিল—হরিনাম ক'রে সেটুকুও লোপ পেয়েছে!

দামোদর। না হে না; আমি স্বয়ং কাণভট্টের কাছে থেকে শুনেছি। কাণভট্ট শতমুখে প্রশংসা ক'রলে; বলে—যেমন যুক্তি তেমনি সিদ্ধান্ত! নিজে বল্লে "আমার দীধীতি তার কাছে লাগেনা"!

তাতেই তো নিমাই বইখানা জলে ফেলে দিয়ে ব'ল্লে— "বন্ধু আমি পাণ্ডিত্যের যশ চাই না।"

শঙ্কর। শুনেছি নাকি গঙ্গাদাস পণ্ডিতও টলমল?

ভরত। বুঝিনে ওসব—ভাই!

শঙ্কর। তবে আমরা ভাই ন'দে ছেড়ে চ'ল্লাম।

ভরত। কেন—কেন? তোমরা নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, সর্ব্ববিদ্যা অর্জ্জন ক'রে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা ক'র্ছিলে · আর তোমরা—কেন, তোমাদের বিদ্যা কি আয়ত্ত হ'য়েছে?

কামদেব। তা' নয় ভাই, তা' নয়। এক অদ্বৈত আচার্য্য ছাড়া ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যাপক নবদ্বীপে আর কে আছেন? তিনিই যখন নিমাই পণ্ডিতের দলে ভিঁড়লেন, তখন আর কার কাছে প'ড়বো?

ভরত। আচার্য্য কি সত্যিই হরিভক্ত হ'লেন?

শঙ্কর। এক রকম হওয়াই। ওদের সঙ্গে মিলে যাত্রা গাইলেন—নাচ্‌লেন! আজ সকালে আমাদের মুখের উপর নিতে এসে ব'ল্‌লে, তোদের আচার্য্য আমাদের ইয়ার—আমাদের সঙ্গে মদ খায়!

কামদেব। গুরুনিন্দা শুন্‌তে হ'ল—আমাদের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দেশত্যাগ করা উচিত! আর সাতটা দিন দেখ্‌বো, তবে আশা নেই! ঐ যে, নিমাই পণ্ডিতের কীর্ত্তনের দল বেরিয়েছে—চলহে শঙ্কর, এখানে আর থাকা নয়! আগম বাগীশের টোলটা একবার ঘুরে আসা যাক্।

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

[একদল ছাত্র চলিয়া গেল। তারপর গোপাল, চাপাল ও রামরূপ প্রবেশ করিল।]

গোপাল। ও হতচ্ছাড়াদের কথা ছেড়ে দেও খুড়ো—ওরা ম'রেছে!

রামরূপ। ম'রেছে কি রকম?

গোপাল। সে মরার বাড়া—আমি এত ক'রে বোঝাবার চেষ্টা ক'র্‌লাম, ওসব বুজরুকি; তা' একটা কথার জবাব দিলে না—কানে আঙ্গুল দিয়ে রইল—হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো!

রামরূপ। খুব আশ্চর্য্য বটে বাবাজি—জগাই, মাধাই এরকম হ'য়ে যাবে কে ভেবেছিল বল দেখি!

গোপাল। দিন দিন দলে পুষ্ট হচ্ছে। জগন্নাথ মিশ্রের বেটা এখন হ'য়েছেন—শ্রীশচীনন্দন! ভারে ভারে দই, দুধ, ছানা, চিনি, উৎকৃষ্ট ফল, কাপড়, গহনা সব আস্‌ছে প্রভুর ভোগের জন্য—আর প্রভু ফুলের মালা গলায় দিয়ে নন্দদুলাল হ'য়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন!

রামরূপ। ওঁর বুঝি রাধাভাব? নেকা!

গোপাল। আর শ্রীবাসটা হ'চ্ছে আসল গোবেচারা—মেয়েমানুষেরও অধম! ওর স্কন্ধে ভর ক'রে অষ্টপ্রহরা হ'চ্ছে—হরিবাসর হ'চ্ছে—সাতগুষ্টি মিলে ওর বাড়ী দু'বেলা গিল্‌ছে!

রামরূপ। বল কি হে!

গোপাল। জাতজন্ম আর রইলো না খুড়ো—বামুনের ছেলে মোছলমানের সঙ্গে ভাত খায়, বাড়ীর বৌ-ঝির সামনে টপ্পা খেউড় গায়! সখী আর বঁধু ছাড়া গান নেই? চালাকি

পেয়েছে বটে ?—আমরা বুঝিনে কিছু, আর এঁরাই হ'লেন ভক্ত !

রামরূপ। তুমি তো সেদিন শ্রীবাসের বাড়ীর সাম্‌নে খুব ঘটা ক'রে কালীপূজো ক'রেছিলে ?

গোপাল। তা বেটারা এমনি নাস্তিক যে একবার দোর খুল্‌লে ?

রামরূপ। আচ্ছা, বাড়ীর ভিতর কি করে ওরা ?

গোপাল। স্ত্রীলোক আর মদ্য নিয়ে ফূর্ত্তি করে নিশ্চয়ই। নইলে অত নীগ্‌গির দল পুষ্ট হয় ! তোমাকে খুড়ো একটা কাজ ক'র্‌তে হবে !

রামরূপ। কি কাজ ?

গোপাল। একটীবার ওদের দলে ভিঁড়ে ভিতরের ব্যাপারটা কি খোঁজ নিতে হবে। তুমি ওদের মত বৈষ্ণব সেজে কীর্ত্তনের দলে ঢুকে প'ড়্‌বে !

রামরূপ। ভয় করে বাবাজি, ঐ নিতাইটে ভারি গোঁয়ার ! একা পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত যদি—

গোপাল। পাগল আর কি ? শুন্‌লাম নানারকম মজা আছে ! সখী আছে, কুঞ্জ জাগায়—দস্তুর মত নকল বৃন্দাবন !

রামরূপ। গৌড়দেশের মত এমন মজার দেশ আর কোথাও পাবেনা বাবাজি !

গোপাল। বুজরুকি না ক'র্‌লে ভালমানুষের এখানে অন্ন হয় না।

রামরূপ। অদ্বৈত পণ্ডিতকে নাকি দলে নিয়েছে ?

গোপাল। তিনি হ'চ্ছেন মহাদেব !

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

রামরূপ। অদ্বৈতকে ভোলালে কি ক'রে ?

গোপাল। বুড়ো হ'লে ভীমরতি হয় না ? এ তাই। তাইতো তোমায় ব'ল্‌ছি খুড়ো—একবার স্বচক্ষে দেখে এস। তুমি যদি ঠিক্‌ঠাক খবরটা আন্‌তে পার—তখন আমি দেখে নেব।

রামরূপ কি ক'রবে তুমি ?

গোপাল। দেশছাড়া ক'রবো—চালাকি নাকি ? আমি কাজী—এমন কি, বাদশাকে পর্য্যন্ত খবর দেব। কিন্তু তার আগে সঠিক খবরটা জানা দরকার।

রামরূপ। আচ্ছা, আমি যাব ; কিন্তু লোকজন নিয়ে আশেপাশে থেকো বাবাজি, যদি মারধোর দেয়—আমি চেঁচাব !

গোপাল। খুড়ো, এত ভয় তোমার ? মারে অনেক শালা ! ঐ যে সব গাইতে গাইতে যাচ্ছে। মাঝখানে গৌরনিতাই—গা জ্বালা করে ! কিরকম ভঙ্গিমে ক'র্‌ছে দেখ্‌ছো ?

রামরূপ। বাসুঘোষ হ'য়েছে বুঝি মূল গায়েন ?

গোপাল। আর বল কেন, ঐ শালা হ'ল গাইয়ে ! "যত ছিল উলুবুনে সব হ'ল কীর্ত্তুনে।" তুমি খুড়ো একটা তিলক কেটে নাও, তারপর আস্তে আস্তে ওদের সঙ্গে শ্রীবাসের বাড়ীতে—। তোমার রাগ হ'চ্ছে না খুড়ো ?

রামরূপ। খুব হ'চ্ছে—কিন্তু বাবাজি পিছনে থেকো !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

[শ্রীবাসের বাড়ীর অঙ্গন। শ্রীশ্রীহরিবাসরের আয়োজন—তুলসীমঞ্চ। প্রদ্ধাবান ভক্ত শ্রীবাস প্রবেশ করিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ, আত্মীয়গণ ও ভৃত্যগণকে সভাপ্রস্তুত করণের উপদেশ দিতেছেন।]

শ্রীবাস। ওহে শ্রীকান্ত, কই হে—ফুলের মালা, চন্দন, অগুরু এসব কই? আলোগুলো সব জ্বেলে দেও। এখনো ধূপধুনো গঙ্গাজল দেওয়া হ'ল না? রোজই এসব আমাকে তদারক ক'রতে হবে? প্রভুর আস্‌বার সময় হ'য়ে গেল যে!

(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। আজ এখানে হরিবাসর ক'র্‌বে?

শ্রীবাস। কেন, কি হ'য়েছে?

মালিনী। তুমি তো দেখে এলে। ছেলের অবস্থা তো আমি আদৌ ভাল বুঝ্‌ছি না। আমি বলি, আজ হরিবাসর থাক্।

শ্রীবাস। ব্রাহ্মণি, তুমি কি ব'ল্‌ছ? ছেলের অসুখ দেখে তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে!

মালিনী। না—না, তুমি দেখ্‌লেনা? বাছা আমার ভাল ক'রে চোখ চাইতে পার্‌ছে না! আমার বড় ভয় ক'চ্ছে—তুমি বরং ছেলের কাছে এসে ব'স। হরিসংকীর্ত্তন আজ থাক্।

শ্রীবাস। ব্রাহ্মণি, তুমি নিজের চোখে গৌরচন্দ্রকে দেখেছ। এই নবদ্বীপে তোমার আমার মত ভাগ্যবান কেউ নেই। সর্ব্বপ্রথম আমাদেরই কাছে প্রভু আত্মপ্রকাশ ক'রেছেন।

সেই গৌরচন্দ্রের হরিসংকীর্ত্তনে তুমি আজ বাধা দেবে ছেলে কার ব্রাহ্মণি? আমারা তো গচ্ছিত ধনের অধিকারী! যাঁর জিনিস তিনি যদি ফিরিয়ে নিতে চান তুমি আমি কাছে ব'সে থেকে কি রক্ষা ক'র্ত্তে পার্ব্ব! তুমি জান, আমি কতবার তোমায় ব'লেছি একবার মাত্র হরিমন্ত্রের শক্তিতে আমি অকাল-মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। আমার আজো মনে পড়ে—গতরাত্রির স্বপ্নের মত! মহাপুরুষ এসে আমার কানে মন্ত্র দিলেন—"হরের্নামৈব কেবলম্"—আমি আচ্ছন্ন আবিষ্টের মত উঠে ব'স্লাম। সে মহাপুরুষ কে, তাও তোমায় ব'ল্ছি—যদি তোমার ছেলেকে কেউ রক্ষা ক'র্ত্তে পারেন, তিনি গৌরচন্দ্র!

মালিনী। তা'হলে হরিবাসর হবে?

শ্রীবাস। নিশ্চয়ই! যদি রক্ষা পাবার হয়, হরিনামেই রক্ষা পাবে; আর যদি সত্যই আজ তার জীবনের শেষ দিন হয়, তা' হলেই বা তার চেয়ে ভাগ্যবান্ পৃথিবীতে আর কে আছ? স্বয়ং নরদেহধারী ভগবানের মুখোচ্চারিত হরিনাম শুনতে শুন্‌তে তার জীবলীলা শেষ হবে।

মালিনী। ওকথা মুখে এনো না! গৌরহরি যদি সত্যি অবতার হন, তা'হলে নিশ্চয়ই তিনি আমার বাছাকে রক্ষা ক'র্‌বেন।

শ্রীবাস। রক্ষা তিনি তাকে নিশ্চয়ই ক'র্ব্বেন, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণি, মানুষের পার্থিব জীবন তো একমাত্র জীবন নয়—তার আধ্যাত্মিক জীবনের কল্যাণ-

কামনায় আজ যদি তার পার্থিব জীবন শেষ হয়, কখনো যেন মনে ক'র না গৌরচাঁদের কৃপা হতে আমরা বঞ্চিত! তুমি যাও, ছেলের কাছে গিয়ে ব'স।

মালিনী। তুমি এদিকে একটু কান রেখো, যেন একেবারে সংকীর্ত্তনে মেতে যেওনা! অবস্থা খারাপ দেখ্‌লে আমি তখনই তোমায় ডাক্‌তে পাঠাবো।

শ্রীবাস। ব্রাহ্মণি, তুমি কি মনে কর—আমি সমস্ত সংসারিক সুখ দুঃখ, ভয়আশঙ্কা প্রভৃতির অতীত! আজ তোমার মনে যে সংশয়, আমার মনেও তাই। আজ যে আমি সংকীর্ত্তনে মন দিতে পারবো, এ বিশ্বাস আমারও নেই! তুমি যাও মালিনি, ঐ আমার প্রভু আস্‌ছেন।

মালিনী। প্রভু, যদি তুমি সত্যই আমাদের ইষ্ট দেবতা হও—আমার একটি মাত্র ছেলে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিলাম, তুমি ওকে বাঁচাও!

[গৌরচন্দ্র, গদাধর, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, বাসুঘোষ, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি কীর্ত্তনের দল সঙ্গে ভণ্ড ভক্ত রামরূপ।]

গান।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে
গুণে মন ভোর—
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে
প্রতি অঙ্গ মোর।

হিয়ার পরশ লাগি
হিয়া মোর কান্দে
পরাণ পিরীতি লাগি
থির নাহি বান্ধে।
রূপ দেখি হিয়ার
আরতি নাহি টুটে
বল কি বলিতে পার
যত মনে উঠে।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার
লহু লহু কহে কথা পিরীতির সার।

[কীর্ত্তন শেষ হইলে গৌরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথমেই রামরূপের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; রামরূপ মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল।]

নিমাই। তুমি কে?

রামরূপ। আমি এই নদীয়াবাসী প্রভু, আপনার ভক্ত!

নিতাই। গোরাচাঁদ, আমার একটি নিবেদন আছে।

নিমাই। কি নিবেদন?

নিতাই। এই রত্নটীর সঙ্গে আমি একটু আলাপ ক'র্‌বো।

নিমাই। কেন শ্রীপাদ?

নিতাই। দিন দিন আপনার ভক্তসংখ্যা বাড়্‌ছে দেখে আমার বড় আনন্দ হ'চ্ছে প্রভু!

অদ্বৈত। আবার বুঝি ঐ ব্রাহ্মণটীকে জ্বালাবি? ঠাকুর, আপনি কিছু মনে ক'র্‌বেন না—ও ঐরকম!

নিতাই। (বামরূপের প্রতি) তারপর প্রভু, কেমন আছেন—আপনার তিনি কেমন আছেন?

বামরূপ। তিনি! তিনি আবার কে?

নিতাই। যিনি আপনার বাপন্ত না ক'রে জলগ্রহণ করেন না—যাঁর কুঞ্জে প্রতি সন্ধ্যায় আপনি চণ্ডীপাঠ করেন। তা' সহসা সেই শ্যামা মহিষমর্দ্দিনীর পূজা ছেড়ে এখানে কি মনে করে?

বামরূপ। তুমি কি ব'ল্‌ছো নিতাইদা! আর প্রভুব সাম্‌নে ওসব কি কথা ব'ল্‌ছ?

[দাসী জনান্তিকে শ্রীবাসকে ইসারায় ডাকিল। শ্রীবাস অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় সহিত অন্তঃপুরে গেলেন।]

নিতাই। তোমার তো মাত্র একটি প্রভুই আছেন জান্‌তেম। যাক্, এসেছ—এসেছ, বেশ ক'রেছ! তা' এরকম বৌরূপী সেজে এসেছ কেন খুড়ো!

রামরূপ। আঃ! কি রঙ্গ কর—ভাল লাগেনা মাইরি!

নিতাই। পরচুলটী সংগ্রহ ক'রে কোত্থেকে?

(চুল খুলিয়া লইল। সকলে হাসিতে লাগিল।)

রামরূপ। তোমাদের ভারি আস্পর্দ্ধা—হাস্‌ছো যে সব, হাস্‌ছো যে বড়!

নিতাই। সত্যি, তুমি কেন এসেছ?

রাপরূপ। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দেবনা।

নিতাই। কিন্তু কৈফিয়ৎ যে দিতে হয় রামরূপ খুড়ো! নৈলে তো এখানে স্থান হবে না। এ শ্রীহরির সভা, যাঁরা তাঁর ভক্ত—অন্তরঙ্গ, তাঁরা ছাড়া এখানে আর কেউই স্থান পায় না।

রামরূপ। স্থান পায়না—তার মানে? এই তো আমি এসেছি, কি ক'র্‌বে—আমায় তাড়িয়ে দেবে?

নিতাই। নিশ্চয়ই, তাতে আর কোন সন্দেহ আছে?

রামরূপ। মনে রেখো আমি অমনি আসিনি—কাজীর হুকুমে এসেছি।

নিতাই। তা' জানি। তা' হলে তোমাব কাজী এসে তোমায় বক্ষা করুক! ওঠ।

রামরূপ। তার মানে?

নিতাই। ওঠ—

রামরূপ। আরে?

নিতাই। পথ দেখ না স্যাঙাৎ!

রামরূপ। কি রকম?

নিতাই। এই যে যাবার পথ—ঐ সদর দরজা।

রামরূপ। আরে নিতাইদা, তুমি কিনা—

নিতাই। হাঁ আমি কিনা—আপনি এখন আস্‌তে আজ্ঞা করুন দেখি!

রামরূপ। নিমাই, তুমি কিছু ব'ল্‌ছো না!

নিমাই। তুমি চুরি ক'রে এদের সঙ্গে ঢুকে প'ড়লে কেন?

রামরূপ। বেশ ক'রেছি, আমার খুসী! তোমরা যা ক'র্‌তে পার কর।

নিতাই। তাই নাকি? আচ্ছা। ওঠ, তোমার জন্যে কীর্ত্তন বন্ধ আছে, ওঠ।

রামরূপ। দেখ, আমি এখনো রাগিনি তাই! রাগলে কিন্তু—

নিতাই। আমি জানি লঙ্কাকাণ্ড হবে। তা' রাগবার দরকার কি তোমার! এমনি, বেশ মানে মানে বিদায় হও না—দাদা!

রামরূপ। তোমার ভারি বাড় বেড়েছে! ওঃ, ভারি আমার রেড়ো বামুন কিনা? তুই তো শত্যিক জাতের অন্ন খেয়ে বেড়াস্—তুই আবার বামুন কিসের?

নিতাই। তা' খাই! মা-লক্ষ্মীর অন্ন যখন যেখানে জোঠে, খেয়ে নিই! এখন তুমি যাবে কি না?

রামরূপ। নিমাই, তুমি কিছু ব'ল্‌লে না? তোমারই আস্কারা পেয়ে ঐ রেড়ো ভূতের এত আস্পর্দ্ধা হ'য়েছে! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি—কিন্তু এর ফল তোমাদের ভুগ্‌তে হবে!

নিতাই। কি ফল?

রামরূপ। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি অভিসম্পাত কচ্ছি—

(শ্রীবাসের পুনঃ প্রবেশ)

শ্রীবাস। আহা-হা, কর কি—কর কি!

নিমাই। পণ্ডিত, চুপ্ কর। কি ব'ল্‌তে চাও ব্রাহ্মণ, কি শাপ দিতে চাও—দাও।

রামরূপ। গুমরে তোমরা আর কেউ চোখে কানে দেখ্‌তে পাওনা। কিন্তু আমি শাপ দিচ্ছি—এগুমর তোমাদের থাক্‌বেনা!

শোন বিশ্বম্ভর, ন'দের বামুন হ'য়ে তুমি যখন ঐ জাত হারাণো অবধূত দিয়ে ন'দের বামুনকে অপমান ক'রিয়েছ, তখন নিশ্চয়ই জেনো তোমার ন'দের বসতি উঠেছে! সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার ক'র্‌বে মনে ক'রেছ? সে গুড়ে বালি প'ড়্‌বে! কাঁদতে কাঁদতে তোমাকে ন'দে ছাড়া হ'তে হবে! আর শুধু তুমি একা নও—যারা এখানে আছে, তাদের সবাইকে চোখের জল ফেল্‌তে হবে!

নিমাই। তোমার অভিশাপ ফ'ল্‌বে তো ঠাকুর? ঠিক ফ'ল্‌বে?

ব্যামরূপ। যখন ফ'ল্‌বে, তখন বুঝ্‌তে পারবে।

[প্রস্থান।

নিমাই। কিন্তু এতো তোমার অভিশাপ নয় ব্রাহ্মণ, এযে আমারই প্রাণের কামনা!

অদ্বৈত। লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়া! কি ক'রলি বল্‌ দেখি? ব্রাহ্মণ রাগ ক'রে চ'লে গেল! অমন ক'রে ওর প্রাণে আঘাত দিতে হয়!

নিতাই। তা' আমায় গাল দিলে না কেন? একের দোষে আরের দণ্ড—এ কোন্‌দিশে বিচার!

অদ্বৈত। ওরা গ্রামভারি লোক, মাছি মেরে হাত কাল করে না। তোমার মত অবধূতকে ওরা গ্রাহ্যই করে না!

নিতাই। তাই তো বাবাঠাকুর, সত্যিই আমি অপরাধী! আমার কান্না পাচ্ছে! আমি এই তোমার পায়ের ধুলো নিচ্ছি—কানমলা খাচ্ছি—

অদ্বৈত। তা' আমার পায়ের ধুলো নিলে কি হবে! রামরূপকে ডেকে আনি—তার পায়ের ধুলো নে।

নিতাই। তা' বুঝি আর পারিনে—খুব পারি। কিন্তু কেন নেব? বেশ ক'রেছি—ও আমায় রেড়োভূত ব'ল্লে কেন? নিমাই! ভাই, বলনা সত্যি ওর কথা খাটবে?

নিমাই। ব্রাহ্মণের বাক্য কখনো মিথ্যা হয়?

নিতাই। ওঃ, ভারিতো বামুন—কলির বামুন!

নিমাই। আমরা সবাই তো কলির ব্রাহ্মণ!

নিতাই। সংসারের সুখ তুমি পাবে না?

নিমাই। আমি তো কোনদিন সংসারের সুখ চাইনি!

নিতাই। কিন্তু তোমার সংসারে তো সুখের অভাব নেই—তোমার কৌশল্যার মত জননী, সীতার মত বধূ ঘরে!

নিমাই। সীতা আমার ঘরে কেন? ঐ যে আমাদের সীতাপতি শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য!

অদ্বৈত। আর উনি যদুপতি—স্বয়ং। সঙ্গিনী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া!

নিমাই। যাক্ সে কথা; কিন্তু ভাই, সত্যিই যাঁর জননী কৌশল্যা আর বধূ সীতা—মনে ক'রে দেখ দেখি, তিনিই কি সংসারের সুখ পেয়েছিলেন!

নিতাই। তুমি আপনি কাঁদবে, তাঁদের কাঁদাবে?

নিমাই। যদি পারি—শ্রীপাদ—যদি পারি, এর চেয়ে বড় কামনা আমার নেই!

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

[শ্রীগৌরাঙ্গ কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিলেন। তারপর যেন কোন সুদূরের বংশীধ্বনি শুনিয়া উন্মনা হইলেন! মৃদু যন্ত্র-সঙ্গীত—শ্রীগৌরাঙ্গ ধ্যান-মৌন। ভাবাবিষ্ট হইয়া সহসা অদ্বৈত আচার্য্য উঠিলেন।
প্রাঙ্গণের একদিকে ফুলের মালা ও তুলসীপত্র সজ্জিত ছিল—তাহা আনিয়া ধ্যানমৌন গৌরচন্দ্রের চরণে কুসুমার্ঘ্য দিলেন।]

অদ্বৈত। একি, একি! এ কোন্ রূপে তুমি আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালে! জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর সুঠাম দেহ, কোটীকন্দর্পের লাবণ্য দিয়ে কে তোমায় অভিষেক ক'রেছে! হে সুন্দর, পরম সুন্দর! তুমি কে?

নিমাই। তুমি দিবানিশি যাঁকে ডাক—যাঁকে দেখ্‌তে চাও!

অদ্বৈত। তুমি সে-ই?

নিমাই। হাঁ, আমি সে-ই?

অদ্বৈত। তুমি সত্য এসেছ?

নিমাই। সত্য এসেছি।

অদ্বৈত। কিন্তু আমি যে জ্ঞান বুদ্ধি তর্কের দ্বারা তোমার এ রূপকে আয়ত্ত ক'র্‌তে পারছিনা!

নিমাই। আমি জ্ঞান—বুদ্ধি—তর্কের অতীত!

অদ্বৈত। এখন তুমি কেন এলে!

নিমাই। তোমারই ইচ্ছায়—তুমি যে আমায় ডেকেছিলে!

অদ্বৈত। আমি তোমায় ডেকেছিলাম, তাই এসেছ! আমার প্রতি তোমার এত করুণা—দয়াময়!

নিমাই। তুমি আমার পরম প্রিয়।

অদ্বৈত। কিন্তু শাস্ত্রে তো এ সময় তোমার আসবার কথা ছিল না।

নিমাই। শাস্ত্র আমার অধীন—আমি শাস্ত্রাধীন নই। আমি সর্ব্ব-শাস্ত্রের অতীত!

অদ্বৈত। তুমি আমায় প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়ে দাও, আমার অহঙ্কার ভেঙ্গে দাও—আমার সংশয় দূর কর। তোমার এই অনিন্দ্য-সুন্দর অপার্থিব মূর্ত্তি আমি চোখ দিয়ে দেখেছি, তোমার মুখে হরিনাম পীযুসধারা পান ক'রেছি—তবু আবার কেন তোমায় জীব বোধ হয়! এ সংশয়ের হাত থেকে আমায় মুক্তি দাও প্রভু!

নিমাই। সংশয় মানুষের ধর্ম্ম—জ্ঞানীর ধর্ম্ম। তুমি জ্ঞানী!

অদ্বৈত। আমি জ্ঞান চাইনা—জ্ঞানের গরিমা চাইনা—আমায় ভাসিয়ে দাও প্রভু! একি—একি!

(শ্রীগৌরাঙ্গ ভাবাবেশে অদ্বৈতকে স্পর্শ করিলেন)

অদ্বৈত। আমি বৈকুণ্ঠে, না গোলকে, না বৃন্দাবনে! আমি কোথায়?

মধুরং মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ,
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

নিমাই। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) আচার্য্য একি! আমার পায়ের তলায় প'ড়ে!

অদ্বৈত। আমি আমার ইষ্টদেবতার পূজা ক'র্‌ছি!

নিমাই। কি ক'র্‌ছেন আপনি! ছিঃ, এতো বড় অন্যায়! আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না আচার্য্য! আপনার পায়ে পড়ি। দেখ পণ্ডিত দেখ—আচার্য্যের আচরণ দেখ! ওঁর কি জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়েছে সব?

অদ্বৈত। আমার দুঃখ যে এখনো জ্ঞানবুদ্ধি আছে!

নিতাই। কেন, তোমার আবার হ'ল কি?

(অদ্বৈত একদৃষ্টে গৌরাঙ্গের দিকে চাহিয়া রহিলেন)

নিতাই। এইরে, বুড়ো বুঝি' ক্ষেপ্‌লো! আহা-হা! আমি যে বড় রাণীর আঁচলের গেরো থেকে খুলে এনেছি। অঞ্চলের নিধি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তো ভালয় ভালয়!

অদ্বৈত। ওরে নিতাই, শোন্।

(নিতাই গান ধরিলেন)

নিতাই। (তখন) অতি অপরূপ তিমিরে রঙ্গ!

অদ্বৈত। শোন্ না?

নিতাই। তোমার কথা শুন্‌বো, না গান ধ'র্‌বো? ধরো বাসু খুড়ো—

(নিতাই ও বাসুঘোষ গান ধরিলেন)

গান।

(তখন) অতি অপরূপ তিমিরে রঙ্গ,

রাই বাহিরিল করি রঙ্গ ভঙ্গ।

(রাই ধনী বেরুল রে

আমার গজগামিনী বেরুলরে

মদন মোহন মন মোহিনী)

বেরুল রে—

বারণ নাহি মানে।

রাই হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়

নীল নিচোল উড়িছে গায়

গায়ের বসন ভিতিছে ঘামে

কেমনে দাঁড়াবে শ্যামের বামে।

(যেতে যেতে ঢ'লে পড়ে)

হংসিনীগামিনী রাই

রাই সমান পদে সমান চলে

(অমনি) সমান পিঠে বেণী দোলে

রাই যাইতে যাইতে পুছে

কেলিকুঞ্জবন নিকুঞ্জ কানন

আর কতদূরে আছে।

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

[কীর্ত্তনের মধ্যে দাসী আসিয়া শ্রীবাসকে পুনরায় ইঙ্গিত করিল। উৎকণ্ঠিত শ্রীবাস মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন দ্বারের নিকট মালিনী; তাঁহার দুই চোখ দিয়া অজস্র অশ্রুপাত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্রীবাসের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—
শ্রীবাস নিকটে গেলেন।]

শ্রীবাস। মালিনী—তবে কি ?

মালিনী। তুমি একবার এসে শেষ দেখা দেখে যাও!

(শ্রীবাস ও মালিনী বাড়ীর ভিতর গেলেন ও ফিরিয়া আসিলেন)

শ্রীবাস। যা' হবার হ'য়েছে মালিনী! স্বয়ং নারায়ণ আমার আঙিনায় নৃত্য ক'রছেন। তাঁর কণ্ঠের মধুর হরিনাম শুনতে শুনতে—সে ইহলোক ত্যাগ ক'রেছে! মুক্তি কৈবল্য গোলক—তার হস্তামলক!

মালিনী। কিন্তু আমার যে মায়ের প্রাণ—আমি যে আর চুপ ক'রে থাকতে পারছিনে!

শ্রীবাস। আমারও কি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে ইচ্ছা ক'রছে না মালিনী! কিন্তু এখন কেঁদে প্রভুর সমাধির মহা আনন্দ ভেঙ্গে দিয়ো না! যদি থাকতে না পার "কৃষ্ণ—কৃষ্ণ" ব'লে কাঁদ—তোমার আত্মিক শোক ব্রজধামের আধ্যাত্মিক শোকে পরিণত কর মালিনী! তোমার মাকে বারণ কর মালিনী! বালকবালিকা, আত্মীয়স্বজন—যে যেখানে

আছে, কিছুক্ষণের জন্য শোক দমন করুক্। আমি নিজে প্রভুর সঙ্গে মহাসংকীর্ত্তনে যোগ দিয়ে এ শোক ভুল্‌বো।

(শ্রীবাস উন্মত্তবৎ কীর্ত্তনের প্রার্থনায় যোগ দিলেন। যথাসময়ে গান শেষ হইল।)

নিমাই। পণ্ডিত, তোমার মুখে এ কিসের চিহ্ন ? আনন্দ না বিষাদ !

শ্রীবাস। তুমি যখন আমার সাম্‌নে—আমার আঙিনায়, তখন বিষাদ কেমন ক'রে স্থান পাবে এখানে ! আমার সব ব্যথা যে তোমার পায়ে আত্মনিবেদন ক'রে ধন্য হ'য়েছে প্রভু ! আর তো তাদের মালিন্য নেই !

নিমাই। আমি বুঝ্‌তে পারুছিনে। কিন্তু পণ্ডিত, তুমি আমার পূজনীয়—পিতৃতুল্য পিতৃব্য ; অমন কথা তুমি মুখে এনো না !

শ্রীবাস। তোমার যখন সেই ইচ্ছা, তাই হবে। তুমি আবার কীর্ত্তন কর—আনন্দের হাট ব'সে যাক্ শ্রীবাসের এই ক্ষুদ্র আঙিনায় !

নিমাই। শ্রীপাদ !

নিতাই। কি ব'ল্‌ছ ?

নিমাই। আমার প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে, আমি যেন কার কান্নার ধ্বনি অনুভব ক'রুছি—আমার প্রাণের স্রোতে ! আজ আমার মা-যশোদার—মা-দেবকীর দুঃখ মনে প'ড়্‌ছে ! বুঝি আমার কোন্ আপন জন ননীচোরা গোপাল হারিয়েছে ! কে গো, তুমি কে গো ?

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

(মালিনী ছুটিয়া আসিয়া গৌরাঙ্গচরণে মূর্চ্ছিতা হইলেন)

মালিনী। বাবা, বাবা!

(গৌরাঙ্গ তাঁর হাত ধরিয়া তুলিলেন)

নিমাই। একি! মা জননি, তুমি—তুমি এমন ভাবে! কি হ'য়েছে মা?

(অশ্রুসজল চোখে নারায়ণী প্রবেশ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের হাত ধরিলেন)

নারায়ণী। তুমি এস!

নিমাই। কি হয়েছে নারায়ণী?

নারায়ণী। ভাই আর কথা কইছে না!

নিমাই। তোমার ভাই?

নারায়ণী। হাঁ, একটু আগে তোমার গান শুন্‌ছিল—তারপর আর চোখ চেয়ে দেখ্‌ছেও না—মুখে কথাও ব'ল্‌ছে না!

নিমাই। সে কি, তোমার ভাইয়ের কি অসুখ ছিল?

নারায়ণী। হাঁ, বড় কঠিন অসুখ। তুমি দেখ্‌বে এস!

(নারায়ণী নিমায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল)

অদ্বৈত। শ্রীবাস, কি শুনছি এসব?

শ্রীবাস। যা' শুনছেন সবই সত্য।

অদ্বৈত। তোমার একমাত্র পুত্র মৃত?

শ্রীবাস। হাঁ আচার্য্য!

অদ্বৈত। আর তুমি ধীর, স্থির, সংযত ?

শ্রীবাস। কই প্রভু, আমি তো সংযত হ'তে পারিনি। ব্রাহ্মণীকে বুঝিয়েছিলাম, কে কার পুত্র-কন্যা ? নিজে বুঝ্‌তে পারিনি, আপনি হয় তো লক্ষ্য করেন নি—কিন্তু আজ্‌কের সংকীর্ত্তনে —হরি, হরি, ব'লে আমি যত অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেছি, আর কোনদিন কোন কারণে তত অশ্রু আমার চোখ দিয়ে ঝরেনি।

(গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, মালিনী ও নারায়ণীর পুনঃ প্রবেশ)

নিমাই। পণ্ডিত, তুমি আমার কাছে পুত্রশোক গোপন ক'রেছিলে ? তোমার মত বন্ধু আমি কোথায় পাব ? এমন বন্ধুকে কেমন ক'রে ছেড়ে যাব ?

(সকলে গৌরাঙ্গের প্রতি চাহিলেন)

মালিনী। বাবা, আমার কি হবে ? আমি শূন্য ঘরে কেমন ক'রে থাক্‌বো ! আর যে আমার মা ব'লে ডাক্‌বার কেউ রইলো না !

নিমাই। মা, ওঠ ! তোমার স্বামী আজ ভক্তিডোরে শ্রীনন্দনন্দনকে বেঁধেছেন। বৈষ্ণবের নিজের কোন স্বতন্ত্র দুঃখ নেই। আমি তোমায় চিরদিন মা ব'লে ডাক্‌বো ! আজ তুমি কাঁদ, আমি তোমায় কাঁদতে বারণ করি নে ! মানুষের কোন দুঃখইতো নিষ্ফল নয় মা !

নারায়ণী। আমার ভাই আর কথা কইবে না?

নিমাই। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব!

নারায়ণী। তুমি তাকে বাঁচাতে পার না?

নিমাই। আমি কেমন ক'রে বাঁচাব—নারায়ণী?

নারায়ণী। তবে জ্যেঠামশায় বলেন, তুমি সব পার। তুমি ঠাকুর!

নিমাই। (কথা কহিতে পারিলেন না)

নারায়ণী। এই যে তোমায় দেখে ভাই একবার কথা ব'ল্লে, আবার তখনি চুপ ক'র্‌লো! তবে কি ভাই আমার ম'রে গেছে—আর আস্‌বে না?

নিমাই। নারায়ণী!

নারায়ণী। আমার বড় কান্না পাচ্ছে—বড় প্রাণ কেমন ক'চ্ছে!

শ্রীবাস। না—না, তোমায় আমি আমার ক্ষুদ্র পারিবারিক শোকের জন্য কাঁদতে দেব না! তুমি যাঁর জন্য কাঁদ—শ্রীরাধিকা যাঁর জন্য কেঁদেছেন, তাঁরই জন্য কাঁদ্‌বে! বাসুদেব, নিত্যানন্দ, প্রভুর শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত কর!

সকলে। গান।

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া

নয়নে লুকায়ে থোব

বঁধুহে নয়নে লুকায়ে থো'ব।

প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া

হৃদয়ে তুলিয়া লব।

নারায়ণী (আত্মহারা)।

শিশুকাল হ'তে আন নাহি চিতে
ও পদ করেছি সার
ধনজন মন জীবন মরণ
তুমি যে গলার হার।

সকলে।

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া
নয়নে লুকায়ে থো'ব।

নারায়ণী (আত্মহারা)।

পিরীতি রসেতে ঢালি তনুমন
দিয়াছি তোমার পায়
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি
মন আন নাহি চায়।

তৃতীয় অঙ্ক।

[শচীদেবীর বাড়ীর প্রাঙ্গণ। প্রাতঃকাল। বিষ্ণুপ্রিয়া ও নিমাই ঘরের বাহিরে আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।]

নিমাই। মহাভাবের কথা শুন্‌লে। এইবার তোমায় ব'লবো কিশোরী-তত্ত্বের কথা!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিশোরী-তত্ত্ব?

নিমাই। হাঁ, কিশোরী-তত্ত্বই তো বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব—'কামগন্ধ নাহি তায়'!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কথা শুন্‌তে শুন্‌তে কখন্ ভোর হ'য়েছে জান্‌তেও পারিনি।

নিমাই। এইবার তুমি ঘরের কাজকর্ম্ম করগে—আমি আসি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি কোথায় যাবে?

নিমাই। তোমায় তো ব'লেছি, তিনি আজ কাঞ্চননগরে যাবেন। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বেশী দেরী হবে না তো?

নিমাই। না, দেরী কেন হবে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবু, কতক্ষণ পরে আস্‌বে?

নিমাই এত আকুল প্রশ্ন কেন লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। একদণ্ড তোমায় চোখের আড়ালে রাখ্‌তে ভয় হয়।

নিমাই। ক্ষুদ্র ভয়, ক্ষুদ্র আশঙ্কা তোমায় ছাড়্‌তে হবে লক্ষ্মী! এখন আমি আসি।

[নিমাই চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে ঘরের কাজে মন দিলেন। বাহির হইতে শ্রীবাস ও নিত্যানন্দ আসিলেন।]

নিতাই। বসো খুড়ো, আমি খবরটা নিয়ে আসি। ঐ যে বৌমা, কাজ-কর্ম্ম ক'রছেন।

(নিতাই বাড়ীর ভিতর ঘুরিয়া আসিলেন)

কোথায় বেরিয়েছে, এখন বাড়ী নেই। আমরা ব'স্‌বো না বৌমা, তুমি কাজকর্ম্ম করগে! কি ব'লছিলে খুড়ো?

শ্রীবাস। সেদিন প্রভু আমায় ওকথা কেন ব'ললেন—"এমন বন্ধুকে ছেড়ে আমি কেমন ক'রে থাক্‌বো?" তবে কি আমাদের ছেড়ে যাওয়ার সঙ্কল্প ওঁর মনে উদয় হ'য়েছে?

নিতাই। কথাটা তুমি লক্ষ্য ক'রেছ খুড়ো? তার উপর, ঐ রামরূপটা কি না পৈতে ছিঁড়ে শাপ দিলে!

শ্রীবাস। এদিকে নবদ্বীপের সামাজিকেরা সবাই যেন উঠে প'ড়ে লেগে গেছে!

নিতাই। কেন, কীর্ত্তনবন্ধের জন্য?

শ্রীবাস। হাঁ, সেইদিন থেকে দিন দিন আমার আশঙ্কার অন্ত নেই শ্রীপাদ!

নিতাই। চল, বাবাঠাকুরের কাছে যাই—তাঁকে তো পণ্ডিতরা সবাই খাতির করে।

শ্রীবাস। আগে খাতির ক'র্ত্ত—আমাদের দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে বিদ্রূপ আরম্ভ ক'রেছে!

নিতাই। মা, স্ত্রী আর আমাদের সবাইকে নিয়ে এমন সংসার পাতিয়েছে শ্রীবাস খুড়ো! যে, আজ আমার মনে হ'চ্ছে, সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে এখানে সংসারী হই!

শ্রীবাস। আচ্ছা, চল একবার গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফুল ও চন্দন লইয়া সদ্যস্নাতা নারায়ণী প্রবেশ করিলেন)

নারায়ণী। কই গো, কোথায় গেলে?

(বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরের ভিতর ছিলেন, বাহিরে আসিলেন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে রে, নারাণী আমায় ডাক্‌ছিস্?

নারায়ণী। এস, এইখানে ব'স। তোমার নাওয়া হ'য়েছে তো? নাও ব'স।

(হাত ধরিয়া বসাইলেন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি ক'র্‌বি তুই ?

নারায়ণী। (কানে কানে) তোমার পা পূজো ক'র্‌বো—ফুল চন্দন সব এনেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, তোর হ'ল কি ?

নারায়ণী। সে অনেক কথা !

বিষ্ণুপ্রিয়া। হাঁরে, তোদের বাড়ী সমস্ত রাত ধ'রে কি হয় রে ?

নারায়ণী। তোমার বরের বুঝি বাড়ী আস্‌তে রোজ রাত পুইয়ে যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যায়ই তো।

নারায়ণী। তাই বুঝি' তোমার রাগ হ'য়েছে !

বিষ্ণুপ্রিয়া। হবে না ?

নারায়ণী। রাগ কেন হয় ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আগে তোর বর হোক্—সে বাড়ী আস্‌তে দেরী ক'র্‌লে তখন তোরও রাগ হবে !

নারায়ণী। আমার আবার বর হবে কি গো, আমার যে বর আছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। দুর পোড়ারমুখি, তুই স্বয়ংবরা হ'য়েছিস্‌ নাকি ?

নারায়ণী। হাঁ, হ'য়েছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে তোর বর ?

নারায়ণী। ব'ল্‌বো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ইসারায় ইঙ্গিতে বল্‌।

নারায়ণী। না, তাও ব'ল্‌বো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, ব'ল্‌বিনে কেন ?

নারায়ণী। না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কিন্তু বুঝ্তে পেরেছি!

নারায়ণী। পেরেছ? তুমি মানুষের মনের কথা বুঝ্তে পার না কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোর মনের কথা বুঝেছি।

নারায়ণী। তা' হ'লে আজ থেকে তুমি আমার "মনের কথা"। তোমার সঙ্গে "মনের কথা" পাতালেম্!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচ্ছা ভাই "মনের কথা"! তোর বর দেখা হ'লে তোকে কি বলে?

নারায়ণী। কিছু বলে না, শুধু হাসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুই বেশ আছিস নারায়ণি!

নারায়ণী। তুমি কেমন ক'রে জানলে—আমি বেশ আছি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ভাবে ভঙ্গিতে বুঝতে পাচ্ছি, তুই আমার চেয়ে সুখী। তোর হারাবার ভয় নেই!

নারায়ণী। তোমার মত বেঁধে রাখ্বার দুরাকাঙ্ক্ষাও তো নেই আমার। আমি শুধু দেখতে পেলেই খুসী।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সেই জন্যই বুঝি এসেছিস্?

নারায়ণী। না—তোমায় দেখ্তে এসেছি, তোমার পা-পূজো ক'র্তে এসেছি। তা'হলে ব'স গো এয়োরাণী, ভাগ্যধরী, স্বামী-সোহাগী! আসনে ব'স।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার পা-পূজো ক'র্বি কেন?

নারায়ণী। তুমি যে আমার প্রিয়ের প্রিয়, তাইতো তোমায় ভালবাসি!

গান।

আমি তোমায় ভালবাসি!
ওগো আমার প্রিয়ের প্রিয়,
চন্দ্র বদন তব কৌমুদী রুচি হাসি।
সুন্দর তুমি সখী সুন্দরী শিরোমণি
তব যৌবন শোভা জিনি সৌদামিনী
(ওগো) চঞ্চলগতি চরণা রাগারুণ বরণা!
অঙ্গ, সঙ্গ তব রঙ্গ অপাঙ্গ।
ভ্রূভঙ্গ সখি, শত অনঙ্গনাশী।

নারায়ণী। আমি চ'ল্লাম ভাই, তোমার শাশুড়ী আর মাস্‌শাশুড়ী আস্‌ছেন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুই রোজ একবার ক'রে আস্‌বি আমার কাছে?

নারায়ণী। হাঁ, আস্‌বো—তোমার মনের কথা শুন্‌বো, আমার মনের কথা তোমায় বল্‌বো।

(শচী ও সর্ব্বজায়ার প্রবেশ)

শচী। বউমা, অদ্বৈত এখানে খেতে চেয়েছেন। তুমি কিছু রাঁধবে, আমি কিছু রাঁধবো, তোমার মাসীও কিছু রাঁধবে। তুমি একটু রান্নাঘরের দিকে যাও মা!

—তৃতীয় অঙ্ক—

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচার্য্য আমার হাতে খাবেন তো মা ?

শচী। তোমারই হাতে খাওয়ার জন্য তাঁর আগ্রহ বেশী !

(বিষ্ণুপ্রিয়া চলিয়া গেলেন)

শচী। নারাণি, তোর জেঠাই-মা কেমন আছে রে ?

নারায়ণী। তোমার ছেলে গিয়ে মা ব'লে ডাকে, তাই আজকাল আর কাঁদে না।

শচী। তাকে বলিস্, তোমার সই ডেকেছে।

নারায়ণী। জেঠাই-মা বুঝি তোমার সই ? বারে ! তোমার বৌএর সঙ্গে আমি যে "মনের কথা" পাতিয়েছি।

[নারায়ণীর প্রস্থান।

শচী। তাই নাকি ? তা' বেশ হ'য়েছে !…মেয়েটা যেন কেমন নেলাক্ষেপা !

সর্ব্বজয়া। সেই ছেলেটা ম'রে যাওয়ার পর থেকে কি রকম যেন পাগল পাগল ভাব ! ছেলেটা-অন্ত প্রাণ ছিল !

শচী। সেদিন ওর মা কত কাঁদ্‌লে ! বলে, দিদি ! বরাতে যে কি আছে ! ঐ পাগল মেয়ে, ওকে কে বিয়ে ক'র্‌বে ?

সর্ব্বজয়া। তাতো বটেই, মার প্রাণে কি শান্তি আছে !…কি কথা ব'ল্‌বে ব'ল্‌ছিলে দিদি ?

শচী। বলি বোন্, বলি। সেইজন্যই তো বৌমাকে পাঠিয়েদিলাম। ক'দিন বেশ ছিল ! সংকীর্ত্তনে মেতে ছিল, তারপর

জগাই মাধাইএর ব্যাপার নিয়ে খুব উত্তেজনায় ছিল—আবার যেন একটু অন্য রকম ভাব দেখ্‌ছি !

সর্ব্বজয়া। অন্য রকম ভাব আবার কি দেখ্‌লে ?

শচী। সেদিন এক সন্ন্যাসী এসেছিল, তাকে কত যত্ন ক'রে খাওয়ালে দাওয়ালে .

সর্ব্বজয়া। তাতে আর দোষ কি ?

শচী। শুধু সে জন্য নয়, তারপর অনেকক্ষণ ধ'রে গোপনে কি কথা ব'ল্লে। আমার অবস্থা জানিস্ তো জয়া, পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরাই ! আমি শুধু ভাবছি, সন্ন্যিসীর সঙ্গে অত কি কথা !

সর্ব্বজয়া। তুমি দিদি, বড্ড বেশী ভাব।

শচী। জয়া, তুই তো আজ আমায় নতুন দেখ্‌ছিস্‌নে। তুষের আগুনে তিল তিল ক'রে পুড়ে, তবেই না আজ মনের এই অবস্থা হ'য়েছে !

সর্ব্বজয়া। সংসারে থাকৃতে গেলে পোড় তো সবাইকেই খেতে হয় দিদি !

শচী। আচ্ছা, চন্দ্রশেখর কি বলে ?

সর্ব্বজয়া। কি জানি দিদি, ওদের কারো কথা আমি বুঝ্‌তে পারিনে ! ও যেমন শ্রীবাস পণ্ডিত, তেমনি নিতাই—তেমনি অদ্বৈত বুড়ো আর তেমনি তোমার ভগ্নীপতি !

শচী। সবাই মিলে আমার মাথাটা খেলে ! আমার বিশ্বরূপ আর তোমার লোকনাথ—অদ্বৈতই তো এদের ঘরবাসী হ'তে দিল না !

সর্ব্বজয়া। তোমার ভগ্নীপতিও ঐ দলে। কি জানি দিদি, বুঝিনে কিছু! আর কিছু অন্য ভাব এর মধ্যে দেখেছ?

শচী। ক'দিন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক অবস্থায় "অক্রূর, এসেছ তুমি?" এই কথাটা ব'ল্‌তো; তারই কয়েকদিন পরে ঐ সন্নিসীটে এল। তারপর থেকে আর ওসব কথা বলে না।

সর্ব্বজয়া। সন্নিসীর নাম কি জান?

শচী। শুনেছি, কেশব ভারতী।

সর্ব্বজয়া। কেশব ভারতী!

শচী। নাম শুনেছ?

সর্ব্বজয়া। হাঁ, তোমার ভগ্নীপতি জানেন। কাঞ্চননগরে থাকেন শুনেছি।

শচী। আচ্ছা, যদি নারায়ণের অবতারই হবে, তবে আর সংসারে থাকৃতে দোষ কি? ভজন-সাধন—এসব তো আর নারায়ণের দরকার হয় না?

সর্ব্বজয়া। মাঝে মাঝে যে সব কথা বলে, তাতে তো আর মানুষ ব'লে মনে হয় না! নৈলে, অমন অমন সব পণ্ডিত—তারাই বা এমন ছেলেমানুষি ক'রবে কেন?

শচী। আমি তো ভগবান চাইনি জয়া, আমি চাই ছেলে! সাধারণ সংসারী মানুষ—মাকে দেখবে, স্ত্রীকে দেখবে, সংসার-ধর্ম্ম ক'রবে!

সর্ব্বজয়া। চেয়েছ কি না চেয়েছ, তাই বা কেমন ক'রে জানবে? ভগবান যদি এসেই থাকেন—তিনি কি অমনিই এসেছেন

তুমি মনে কর দিদি! নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে ঐ কামনা ক'রেছিলে!

শচী। ছেলে যদি আমার ভগবানই হয়, তা' হ'লে ভগবানের মা হবার মত শক্তি তো আমার থাকা চাই? কিন্তু আমি যে সাধারণ মেয়েমানুষের মতই দুর্ব্বল!

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই। মা, তুমি ভেবোনা—আমি তোমার অনুমতি না নিয়ে যাব না।

শচী। নিমাই!

নিমাই। হাঁ মা, আমি সত্যি কথা ব'ল্‌ছি—তুমি যখন অনুমতি দেবে তখন আমি যাব, তার আগে যাব না।

শচী। হাঁ নিমাই, তুই কি ব'ল্‌ছিস্? তোর কথা শুনে যে আমার বুক কেঁপে ওঠে! জয়া শুন্‌লে?

নিমাই। মাসীমা! তোমায় আজ রাঁধ্‌তে হবে, জান তো? শোন, আমি তোমাদের রান্না ভাগ ক'রে দিই। মা তুমি মোচার ঘণ্ট আর শাক, মাসীমা তুমি নারিকেল-কুমড়ী—

সর্ব্বজয়া। আর বৌমা? ঐ দেখ, বেটী শুন্‌বার জন্য লুকিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে!

নিমাই। ওঁকে তো আর ছোটখাট অন্ন রাঁধ্‌তে দেওয়া যায় না, উনি হ'লেন বিষ্ণুপ্রিয়া! সুতরাং উনি পরম অন্ন রাঁধুন। কি বল মাসীমা, মা-মাসীর চেয়ে বৌয়ের সম্মান

একটু বেশী করাই দরকার? মা, তুমি কথা ক'চ্ছ না যে?

শচী। তুমি যে কি ব'ল্‌লে বাবা—আমি তাই ভাবছি!

নিমাই। কি ব'ল্‌লাম আমি?

শচী। আমার অনুমতি না নিয়ে—

নিমাই। ঠিকই তো, তোমার অনুমতি না নিয়ে কোথাও যাব না।

শচী। তবে কি তোমার কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে আছে?

নিমাই। যদি কখনো কোথাও যাই!

শচী। কোথায় তুমি যাবে?

নিমাই। তা' কি ক'রে ব'লবো!

সর্ব্বজয়া। আহা দিদি, তুমিও তো কম পাগল নও! পুরুষমানুষ বাড়ীর বার হবে না? তা' ব'ল্‌ছে তো, যখন যেখানে যাবে তোমায় ব'লে যাবে।

নিমাই। যাও মা, তুমি নেয়ে এস। মাসীমা, মাকে দেখো।

সর্ব্বজয়া। চল দিদি, গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে আসি।

[শচী ও সর্ব্বজয়ার প্রস্থান।

নিমাই। লক্ষ্মী!

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমায় ডাক্‌লে?

নিমাই। হাঁ, এস—আমার কাছে এস।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমায় কিছু ব'ল্‌বে ?

নিমাই। প্রাণে বড় আঘাত পেয়েছি লক্ষ্মী !

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি আঘাত ?

নিমাই। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা আমায় ভণ্ড বলে! বলে, আমি অশাস্ত্রীয় – অসামাজিক আচরণ ক'র্‌ছি !

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার কোন্ আচরণ তাঁদের কাছে অসামাজিক ?

নিমাই। তা' জানি নে ; তবে শুনে এলাম, রাজার কাছে নালিশ ক'রবার মন্ত্রণা চ'ল্‌ছে আমার বিরুদ্ধে—আমার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেমন ক'রে বাইরের অসংখ্য লোক এসে তোমায় আমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে—আমি বুঝ্‌তেও পারিনে !

নিমাই। কিন্তু আমার অন্তর যে তোমারই কাছে পড়ে আছে ! তাই তো বাইরের আঘাত খেয়ে ছুটে এসেছি লক্ষ্মী, তোমারই প্রাণের দ্বারে !

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি যদি আমার কাছে ব'সে হরিকথা কইতে !

নিমাই। তাও তো পার্‌ছি নে লক্ষ্মী! সব ছেড়ে দিয়ে যদি তোমায় ধ'রতে পার্ত্তেম ! আমার বুঝি একুল ওকুল দু'কুল যায় !

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কি ক'র্‌বো—আমি কত ছোট ! এই ছোট সংসারের ভিতর—ছোটখাট গৃহকর্ম্মের মাঝে যদি কোন দিন তোমায় একা পেতাম !

—তৃতীয় অঙ্ক—

(নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের প্রবেশ)

নিতাই। বাবাঠাকুর! শীগ্ গির এস, এগিয়ে এস—যুগলমূর্ত্তি দেখ্ বে এস!

অদ্বৈত। কই—কই?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওমা, কি লজ্জা! (ঘোমটা দিলেন)

নিতাই। বৌমা, যেওনা—শোন, কথা আছে।

অদ্বৈত। কৈ নিতাই, আমার ভাগ্যে তো যুগলরূপ দেখা হ'ল না!

নিতাই। তুমি বাবাঠাকুর, আজন্ম চিরকাল জ্ঞানচর্চ্চা ক'রে এলে—আর আজ দেখ্ বো ব'ল্লেই অমনি যুগল দেখ্ বে? কিছুদিন আমাদের সংসঙ্গে রসচর্চ্চা কর, তবে তো হবে। বৌমা, এই বুড়োটাকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'র্ল্লাম - তুমি এঁকে দেখো। উনি গৌরাঙ্গ-অবতারের গুহ্য রসতত্ত্ব জান্তে চান। তুমি না জানালে সে তো কেউ জান্তে পারে না! মৌন রইলে মা লক্ষ্মী! বেশ, বেশ—তা' হ'লেই হ'ল! মৌনং সম্মতিলক্ষণম্।

নিমাই। একি আচার্য্য, আপনি এসেছেন! আসুন আসুন—আমার পরম সৌভাগ্য! লক্ষ্মী, এস আমরা আচার্য্যের পায়ের ধুলো নিই। (উভয়ের তথাকরণ)

নিমাই। এবার যাও—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য নিয়ে এস।

অদ্বৈত। আজ আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রব।

নিমাই। আমার সঙ্গে?

অদ্বৈত। হাঁ, তোমার সঙ্গে। নিতাই, শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর - এদের কথা ছেড়ে দাও, আমি জানি এদের তুমি চিরদিন ভালবাস। কিন্তু, আমি কি জগাই-মাধাইএর চেয়েও বেশী পাপী!

নিমাই। আচার্য্য, আপনি আমায় অন্যায় দোষ দিচ্ছেন! আমি ধর্ম্ম জানি নে, তত্ত্ব জানি নে, শাস্ত্র জানি নে, পাপপুণ্য জানি নে—আমি শ্রীহরির সেবক! আমি শুধু হরিনাম গান করি!

নিতাই। আর তুমি বল, নাচনগাওন আবার ধর্ম্মটা কিসের?

অদ্বৈত। আমি কি আপনি বলি নাকি? কে ওকথা আমার মুখ দিযে বার ক'রেছিল!

নিতাই। তোমার মত গুমুরে আর পৃথিবীতে আছে! গৌরাঙ্গই তো বারবার তোমার কাছে গেছেন, তুমি একবার এসেছিলে গৌরচন্দ্রের কাছে? হক্ কথা বল বাবাঠাকুর, শুধু শুধু রাগ ক'র্‌লেই তো হয় না! এই আজ এসেছ—এরই মধ্যে মনটা কত নরম হ'য়েছে দেখ্‌ছো? তারপর মায়ের হাতের অন্ন খাও, বৌমার হাতের পরমান্ন খাও—একেবারে চিত্তশুদ্ধি! রাগ ক'রো না বাবা, তোমার মনের প্যাঁচটা একবার ভেবে দেখ দেখি! তুমি কিনা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হ'য়ে বৈদিকের বাড়ী খাব, এই অভিমানে মহাপ্রসাদ পেতে এলে না! বলি, আমিও তো সদ্ব্রাহ্মণ—আমি কেন তোমাদের পাঁচদোরে খেয়ে বেড়াই? তোমার ঐ প্যাঁচোয়া বারেন্দ্র-বুদ্ধিটা একটু সরল ক'র্‌তে হবে বাবা!

নিমাই। আহা-হা, কি ব'লছো আচার্য্যকে!

নিতাই। আমি সত্যি কথা ব'লেছি কিনা উনি মনে মনে বুঝে দেখুন। এস ভাই, আমরা একটু রান্নাঘরে মায়ের কাছে যাই। আচার্য্য একটু বৌমার সঙ্গে কথা কইবেন। বৌমা, এই নাবালক বৃদ্ধটাকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'র্‌লাম—তুমি এঁকে একটু জ্ঞান দাও। (অদ্বৈতের প্রতি) একবার ভাল ক'বে মা ব'লে ডাক দেখি? রাতদিন কেবল ছোটরাণী বড়রাণী। কতদিন মা-নাম মুখ দিয়ে বেরোয়নি, বোধকরি মা বলা ভুলেই গেছ!

[উভয়ের প্রস্থান।

অদ্বৈত। নিতাই কড়াকথা বলে বটে, কিন্তু বড় হক্ কথা বলে! দেখেছো বৌমা, ওর কথায় রাগ হয় না!

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—তা' হয় না।

অদ্বৈত। ভাতে ঘা' দিয়ে গালাগালি দেয় বটে, কিন্তু বেশ মিষ্টি ভাষায়!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা'হলে বলুন, ওঁর গাল আপনার বেশ ভাল লাগে!

অদ্বৈত। আর শুধুই কি গাল? মাঝে মাঝে বেশ দু'এক ঘা চড়-চাপড়ও চলে! তোমার কর্ত্তাটীও কম নন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বলেন কি! আপনাকে? আপনি জ্ঞানবৃদ্ধ দেশপূজ্য আচার্য্য!

অদ্বৈত। তবু তো আমার কিছু হ'ল না মা! জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত গৌর-নিত্যানন্দের প্রেমপরশ পেল—আর আমি যে আচার্য্য সেই আচার্য্য!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচার্য্য, আপনার এদশা কেন?

অদ্বৈত। আমি সবার চেয়ে বয়সে বড়, আর খানকতক পুঁথি প'ড়েছি ব'লে! আমি তরুর মত সহিষ্ণু হ'তে পেরেছি, কিন্তু কৈ—এখনো তো তৃণের মত নীচ হ'তে পারি নি মা! তাই তো নিতাই হাল ছেড়ে দিয়ে তোমার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচ্ছা, আপনারা কি সবাই পাগল হ'য়েছেন? কি ব'লছেন এ সব?

অদ্বৈত। আমি আর কৈ পাগল হ'লাম মা! পাগল হ'তে পার্‌লে তো বেঁচে যেতাম!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার শাশুড়ী কিন্তু আপনার নামেই সব চেয়ে দোষ দেন।

অদ্বৈত। কেন—কেন, আমি কি ক'রেছি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আপনি নিজে পাগল হননি' বটে, কিন্তু পাগল ক'রেছেন আপনি!

অদ্বৈত। সে কি মা, আমি নিরীহ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার শাশুড়ী বলেন, আপনি আমার ভাসুরকে গৃহত্যাগী ক'রেছেন—আবার আমার স্বামীকে ঘরছাড়া ক'রবার চেষ্টায় আছেন!

অদ্বৈত। তোমার ভাসুর বিশ্বরূপ? তাকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ক'রেছি

আমি ? সে চ'লে যাওয়ায় আমি অন্নজল ছেড়েছিলাম—তা' জান ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তো নিজে কিছু জানি নে—তাঁর যা' ধারণা, তাই আমি আপনাকে শোনাচ্ছি ; তবে আমার স্বামীর মাথা যে আপনি খারাপ ক'রছেন, তাতে আমার একবিন্দুও সংশয় নেই !

অদ্বৈত। সে কি গো !

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওপাড়ার শ্রীবাস পণ্ডিত আর আপনি, এই দুই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।

অদ্বৈত। কেমন ক'রে বল ? শুধু তো দোষ দিলেই হয় না—প্রমাণ চাই !

বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীবাস পণ্ডিত ওঁকে বিষ্ণুখাটে বসিয়ে বাতাস ক'রতে লাগ্‌লেন, বাড়ীর সবাইকে ডেকে ব'ল্লেন—এই আমার ইষ্টদেব। তারপর পূজো, আরতি—কিছুই বাকী রইলো না !

অদ্বৈত। আর আমি ? আমি তো ওসব কিছুই করিনি !

বিষ্ণুপ্রিয়া। করেন নি ? আমার অজানা কিছুই নেই জান্‌বেন। আপনি ত কম নন ! দেখা হ'তেই আপনি "তৎ ত্বমসি" ব'লে হুঙ্কার ক'রে উঠ্‌লেন। তারপর আর একদিন চন্দন তুলসী গঙ্গাজল নিয়ে নারায়ণপূজোর মন্ত্র প'ড়ে পা-পূজো ক'রলেন। এর পরেও যদি সংসারসুখে তাঁর মন না যায়, তার জন্য কে দায়ী আচার্য্য ?

অদ্বৈত। বারে—এতো বেশ উল্‌টো চাপ!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি আপনাকে স্পষ্ট কথা ব'লে দিচ্ছি, যা' ক'রেছেন—ক'রেছেন; আর ওরকম ক'র্‌বেন না। আমি স্বামী নিয়ে সংসারধর্ম্ম ক'র্‌তে চাই।

অদ্বৈত। তিনি যদি সংসার না করেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তা'হলে বুঝবো, আপনারাই তাঁকে সংসার ক'র্‌তে দিলেন না—বিশেষ আপনি। আপনি বসুন আচার্য্য, আমার এখনও অনেক গৃহকাজ বাকী আছে। আমার মিনতি আচার্য্য, আমার স্বামীকে আপনারা এমনভাবে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবেন না!

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

অদ্বৈত। বেশ লোকের কাছে পাঠিয়েছিলে গৌরাঙ্গপ্রেমের রসতত্ব বুঝ্‌তে!

নিতাই। বকুনি খেয়েছ তো? তাতে আর হ'য়েছে কি!

অদ্বৈত। না—হয়নি' কিছু; তবে ভাবছি, মা লক্ষ্মী যা ব'ল্‌লেন—তা' সত্যি না মিথ্যে!

নিতাই। পরে ভেবোএখন, আপাততঃ আহারাদি ক'রবে এস! মা অন্নপূর্ণা তোমার জন্য অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে নিয়ে ব'সে আছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

—তৃতীয় অঙ্ক—

(গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্রীবাস প্রবেশ করিলেন)

গঙ্গাদাস। কৈ গো—কোথায় সব ?

শ্রীবাস। বোধহয় বাড়ীর ভিতর আহারাদি ক'রছেন। এস আমরা একটু অপেক্ষা করি। কিন্তু তুমি ঠিক জান ?

গঙ্গাদাস। জানি বৈ কি! নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা নিমাইকেই দোষ দিচ্ছে!

শ্রীবাস। নিমাইয়ের দোষ কি ?

গঙ্গাদাস। তাঁরা ব'লছেন, চীৎকার ক'রে সঙ্কীর্ত্তনের দরকার কি ? সহরময় রাষ্ট্র, রাজা সৈন্য পাঠাচ্ছেন – বৈষ্ণবদের ধ'রে নিয়ে যাবে।

শ্রীবাস। যাক্, সে তো পরের কথা ; আপাততঃ সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ ?

গঙ্গাদাস। হাঁ, বন্ধ।

শ্রীবাস। কিন্তু চাঁদ মিঞা তো ওরকম খামখেয়ালী ছিল না!

গঙ্গাদাস। এ তোমার ঐ গোপাল-চাপালের দলের কাজ। জগাইমাধাই ভক্ত হওয়ায় ওদেরই তো সব চেয়ে অসুবিধা হ'য়েছে কি না ?

শ্রীবাস। নিজেরা অত্যাচার ক'রে খুসী হ'লনা, শেষ পর্য্যন্ত ভিন্নধর্ম্মীর সাহায্য নিচ্ছে!

গঙ্গাদাস। তারা ব'লবে, রাজার সাহায্য নিচ্ছি।

শ্রীবাস। তুমি কি বল, এ অত্যাচার সহ্য করা উচিত ?

গঙ্গাদাস। উচিত তো নয়, কিন্তু ক'রবে কি ? যদি সৈন্য আসে ? হরি-নাম ক'রতে গিয়ে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাবে ?

শ্রীবাস। দেখি, এঁরা আসুন—কি বলেন। ঐ যে সব আসছেন।

(অদ্বৈত, নিমাই ও নিত্যানন্দের প্রবেশ)

অদ্বৈত। জগজ্জননীর হস্তের রন্ধন—তার উপর চর্ব্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার!

গঙ্গাদাস। কি আশ্চর্য্য! আচার্য্য কি মিশ্রগৃহে আহার ক'র্লেন নাকি? আপনার বরেন্দ্রভূমির কৌলীন্যে বৈদিক অন্ন সহ্য হবে তো?

অদ্বৈত। কে—গঙ্গাদাস নাকি? এই যে, শ্রীবাসও আছ! আমার জাত নিয়ে টানাটানি, আর তোমরা বুঝি' সাক্ষী হবার জন্য হাজির!

গঙ্গাদাস। আজ্ঞে না, সে জন্য আসিনি। শোন নিমাই, নবদ্বীপের হিন্দু-অধিবাসীরা অভিযোগ ক'রেছে—উচ্চকণ্ঠে নগরসংকীর্ত্তন নিষেধ।

নিতাই। নগরসংকীর্ত্তন নিষেধ!

গঙ্গাদাস। হাঁ নিতাই!

নিমাই। নবদ্বীপের সামাজিকেরা কি বলেন?

শ্রীবাস। তাঁদের অভিযোগের ফলেই তো এই নিষেধাজ্ঞা।

নিতাই। তা'হলে নবদ্বীপে হরিনাম লোপ হোক্!

নিমাই। না, এরা আমায় নবদ্বীপে বাস ক'র্‌তে দেবে না। শোন শ্রীপাদ! তুমি এই মুহূর্ত্তে বাসুদেব, মুরারি, নরহরি প্রভৃতি সবাইকে সংবাদ দাও, তাঁরা যেন নবদ্বীপে যেখানে যত খোল,

করতাল, কীর্ত্তনীয়া আছে—সবাইকে সঙ্গে নিয়ে অতি সত্বর এইখানে আসেন। আজ নবদ্বীপে মহা হরিসংকীর্ত্তন—হরিনামের উন্মত্ত প্লাবন! আপনারা প্রস্তুত হোন। আমি মা আব বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিয়ে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

(শচীদেবীর প্রবেশ)

শচী। হঁ্যা নিমাই, শুন্ছি নাকি নবাব সৈন্য পাঠিয়েছে! কেন বাবা, তুমি এমন দুঃসাহসের কাজ ক'র্‌তে যাচ্ছ?

নিমাই। মা, আমি তো কোন দুঃসাহসের কাজ ক'র্‌ছি নে। আমি রোজ যেমন নগরকীর্ত্তনে বার হই, আজও তেমনই যাব; তবে আজ কাজীর বাড়ীতে।

শচী। তবে ওরা যে ব'ল্‌লে—ফৌজ পল্‌টন আস্‌ছে?

নিমাই। যার যা' অস্ত্র মা! ওদের অস্ত্র ওরা যোগাড় রাখ্‌বে। আমার অস্ত্র আমার রসনায়—নামসংকীর্ত্তনে। তুমি ভেবোনা মা, কোন ভয় নেই।

শচী। তোমার জন্য তো নয় বাবা, সঙ্গে এক দঙ্গল গোঁয়ারগোবিন্দ লোক—কি জানি, একটা গণ্ডগোল যদি বাধিয়ে বসে!

নিমাই। কোন ভয় নেই মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

শচী। হরি তোমায় রক্ষা করুন।

[শচীদেবীর প্রস্থান।

(নিমাই গমনোদ্যত, হাসিতে হাসিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। শোন—শোন, বড় মজা হয়েছে! আচার্য্য আজ—

নিমাই। শুন্‌বার সময় নেই এখন।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন, কি হ'য়েছে?

নিমাই। ঐ—শুন্‌তে পাচ্ছনা?

(নেপথ্যে খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল)

বিষ্ণুপ্রিয়া। পাষণ্ডদলনে চ'লেছ? আর কটা পাষণ্ড আছে নবদ্বীপে? সব-কটাকে একদিনে উদ্ধার ক'রে দাও, আমি বাঁচি! আজকের পাষণ্ডটা কে?

নিমাই। চাঁদ কাজী নগরসংকীর্ত্তন বন্ধ ক'র্ব্বার নিষেধাজ্ঞা প্রচার ক'রেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে সে তো আমার পরম মিত্র! এমন দিন কি কখনো আস্‌বে, যখন নগরসংকীর্ত্তন থাক্‌বে না, হরিবাসর থাক্‌বে না, পাতকীউদ্ধার থাক্‌বে না—কোন কাজ থাক্‌বে না!

নিমাই। শুধু তুমি আর আমি—এই কি তোমার কামনা! কি দেখ্‌ছো ওদিকে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঐ দেখ, কত লোক! কাতারে কাতারে অসংখ্য লোক আস্‌ছে, তোমার হরিসংকীর্ত্তনে যোগ দেবার জন্য। কি আশ্চর্য্য, এ যে লোকে-লোকারণ্য!

নিমাই। তা'হলে আমি আসি লক্ষ্মী, আর দেরী ক'র্‌বো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এস, আমি তোমায় বীরবেশে সাজিয়ে দেব।

নিমাই। বাইরে কীর্ত্তনীয়ারা অসহিষ্ণু হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না—হবে না, এস আমার সঙ্গে।

[বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে ভিতরে লইয়া গেলেন। কীর্ত্তনের দল আসিল ; খোল-করতাল-বাদ্য ও নৃত্যগীত। পরে সুসজ্জিত নিমাই আসিলেন। উন্মত্ত দল চলিল।]

গানের ধুয়া

যব্ হরি আয়ব গোকুলপুর্।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয় তুর্॥

[সংকীর্ত্তনের দল চলিয়া গেলে বিষ্ণুপ্রিয়া আত্মহারা হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং আপনার অজ্ঞাতসারে সঙ্গীতের তালে তালে তাঁহার সর্ব্ব দেহ ও মন নাচিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর তাঁহার দেহ হইতে স্বেদ, কম্প, পুলক ও অশ্রু নির্গত হইল। ভাবাবিষ্টের মত তাঁহার দেহ অবশ হইয়া আসিল।]

চতুর্থ অঙ্ক।

[শচীদেবীর বাড়ী। বাড়ীর ভিতর হইতে নিত্যানন্দ ও বাহির হইতে অদ্বৈত প্রবেশ করিলেন।]

নিতাই। এস—এস, বাবাঠাকুর এস !

অদ্বৈত। ভালই হ'ল নিতাই, যাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল।

নিতাই। তুমি আবার যাবে কোথায় ?

অদ্বৈত। আমি শান্তিপুরে যাচ্ছি।

নিতাই। এত তাড়াতাড়ি শান্তিপুরে যাবে কেন ?

অদ্বৈত। আমায় সাধনা ক'র্‌তে হবে নিতাই !

নিতাই। কি সাধনা ?

অদ্বৈত। তুমি আমায় যে মন্ত্র দিয়েছ, সেই মন্ত্রসাধনা।

নিতাই। আমি আবার তোমায় কি মন্ত্র দিলাম !

অদ্বৈত। তুমি দিয়েছ, মন্ত্রও আমি পেয়েছি। তবে এখন সাধনা আবশ্যক। তোমার কাছে যা' সহজ, আমার কাছে যে তা' জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা।

নিতাই। কেমন ক'রে পেলে ?

অদ্বৈত। সেদিন তোমার সঙ্গে নগরকীর্ত্তনে।

নিতাই। কোন্ দিন, যেদিন কাজীর বাড়ী কীর্ত্তন হয় ?

অদ্বৈত। হাঁ নিতাই।

নিতাই। সেদিন যে ঠাকুর দর্পহারীরূপে দেখা দিয়েছিলেন।

অদ্বৈত। দর্পহারী!

নিতাই। নিশ্চয়ই! নৈলে তোমার ওবিদ্যার দর্প অদ্বৈত আচার্য্য, আর কেউ হরণ ক'রতে পারতো! আর বিদ্যা ও ব্রহ্মের স্বরূপ ছাত্রদের পড়াবে?

অদ্বৈত। কাজীর কি হ'লো?

নিতাই। সে তো তুমি নিজের চোখেই দেখে এলে।

অদ্বৈত। না, আমি কিছুই দেখিনি। সেদিন আমাতে আমি ছিলাম না।

নিতাই। এখন কি ভাব্ছ?

অদ্বৈত। এখন ভাবছি নিতাই, ততঃ কিম্! এর পর কে তাকে এই ক্ষুদ্র নবদ্বীপে বেঁধে রাখ্বে?

নিতাই। না—না—না বাবাঠাকুর, ওই প্রশ্নটা ছাড়। ওই প্রশ্নটা তুমি ক'রো না; ও আমি চিন্তা ক'রতে পারি নে! কেন, তোমরা কি বর্ত্তমান নিয়ে থাকতে পার না? ভবিষ্যতের কথা কি না ভাবলেই নয়!

অদ্বৈত। তোমার মত যে স্রোতে ভাসতে পারি নি নিতাই! থাক্ ভবিষ্যতের কথা। তারপর, কি ব'ললেন চাঁদ মিঞাকে গৌরহরি?

নিতাই তুমি তো সঙ্গে ছিলে—তোমার কিছুই মনে নেই?

অদ্বৈত। না।

নিতাই। আরো তুমি বল, তুমি বেদান্তবাদী! এইবার তোমার চালাকি ধ'রেছি বাবাঠাকুর! তুমি নাচ ভাল, কেবল মাঝে মাঝে এলোপাকে তেহাই মার!

অদ্বৈত তারপর কি হ'ল চাঁদ মিঞার?

নিতাই। জগাইমাধায়ের যা হ'য়েছিল। আশ্চর্য্য ব্যাপার বাবা-ঠাকুর! আমরা জান্‌তেম্ নবদ্বীপ আমাদের বিরোধী। কথাটা যে মিথ্যা, তাও নয়; কিন্তু কি ক'রে যে সম্ভব হ'ল,—সেদিনকার সেই শোভাযাত্রায় অন্ততঃ একলক্ষ লোক যোগ দিয়েছিল। প্রত্যেকের হাতে একটা ক'রে জ্বলন্ত মশাল। সেই লক্ষ কণ্ঠের হরিধ্বনি শুনে, কাজী মনে ক'রেছিল, তার বাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে তাকে মেরে ফেল্‌বে। যারা সঙ্গে গিয়েছিল, তাদের অনেকেরই ঐ রকম ধারণা ছিল।

অদ্বৈত। গৌরচরিত্রের বৈশিষ্ট্য তারা কেমন ক'রে জান্‌বে? তারা তো আর তোর মত গৌরাঙ্গময় নয়!

নিতাই। ঠাকুর সবাইকে ডেকে ব'ল্লেন, তোমরা বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে হরিধ্বনি কর, আমি চাঁদ মিঞার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। আমরা কয়জন ঠাকুরের সঙ্গে ভিতরে গিয়েছিলাম।

অদ্বৈত। গৌরাঙ্গ কি ব'ল্লেন চাঁদ মিঞাকে?

নিতাই। ব'ল্লেন—কাজী সাহেব, আমরা আপনার বাড়ীতে অভ্যাগত, আর আপনি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছেন? কাজী তো লজ্জায় অধোবদন! তবে কাজীও খুব বুদ্ধিমান, তখনই গৌরাঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্লে—ব'ল্লে, তোমার

মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, গ্রামসম্পর্কে আমার চাচা হ'তেন। সেই সম্পর্কে আমি তোমার মামা।

অদ্বৈত। কাজী নাকি যে সব পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়েছিল সংকীর্ত্তন ভেঙ্গে দিতে, তারা সব সংকীর্ত্তনের কাছে এসেই হরি হরি বলে নাচ্‌তে আরম্ভ ক'রেছিল ?

নিতাই। নিশ্চয়ই, তাতেই কাজী বুঝতে পারলে, এ ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ব্যাপার! এতে মানুষের বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। তবে কাজীকেও খুব ভাল লোক ব'লতে হবে। সে চুপি চুপি সব কথা ব'ল্‌লে,—আমার কি দোষ বল ? তোমাদের হিঁদুরা এসে যদি বলে চেঁচিয়ে হরিনাম করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তুমি যদি এদের শাসন না কর, আমরা নবাবের কাছে নালিশ ক'র্‌বো !

অদ্বৈত। সে তো সত্যি কথা। সে বেচারা কি ক'র্‌বে বল ?

নিতাই। আজ কিন্তু চাঁদ মিঞা পরম ভক্ত! তুমি কি আজই শান্তিপুর যাচ্ছ ?

অদ্বৈত। হাঁ নিতাই। ছেলেরা বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'র্‌ছে ! কিন্তু গৌরচাঁদ কোথায়, একবার দেখা না ক'রে তো যেতে পারি নে ?

নিতাই। ঐ যে আস্‌ছে।

(নিমাই প্রবেশ করিলেন)

নিমাই। আচার্য্য কি সত্যই যাবেন ?

অদ্বৈত। হাঁ বাবা, এখনো সংসার আছে—স্ত্রীপুত্র আছে!

নিতাই। সাংখ্য-বেদান্তও আছে।

অদ্বৈত। তাও আছে বৈকি। কারও হাত তো এড়াবার উপায় নেই একেবারে! তা বাবাজি, যাবার আগে একবার যুগলরূপটা?

নিমাই। ছিঃ! আচার্য্য, আপনি যদি ঐ রকম কথা ব'লেন, তা'হলে আমি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা ক'র্‌বো!

অদ্বৈত। তুমি আমাকেই বারবার ভোলাতে চাও। তবে বাবা, ম'র্‌বার আগে তোমরা দু'জন একবার আমায় দেখা দিও।

নিমাই। আপনার শান্তিপুরের বাড়ীটা আমার ভাল লাগে। আমরা শীগ গির একবার যাব।

নিতাই। আচ্ছা বাবাঠাকুর, তা'হলে যাওয়ার আগে একটু পায়ের ধুলো।

(দুইজন পায়ের ধূলা লইলেন)

অদ্বৈত। যাক্, কৃষ্ণের ইচ্ছা। আমি আর বাধা দেবো না।

নিতাই। ঠিক ব'লেছ বাবাঠাকুর, কৃষ্ণের ইচ্ছা। তুমি আমাদের থাকের নও। আমি ভুল ক'রেছিলাম। রসতত্ত্ব তোমার জন্য নয়, তুমি বাৎসল্য রসের অধিকারী—বসুদেব, নন্দ, দশরথের মত।

[অদ্বৈতের প্রস্থান।

নিতাই। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে নিমাই!

নিমাই। কি কথা ভাই!

নিতাই। তুমি বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে কেন? তিনি তো যেতে চান্‌নি।

নিমাই। তোমায় সত্যি কথা ব'ল্‌বো?

নিতাই। সত্যি কথাই তো শুন্‌তে চাচ্ছি। যে বৌমা তোমার ক্ষণিক বিরহ সইতে পারেন না, তাঁকে তুমি জোর ক'রে বাপের বাড়ী পাঠিয়েছ।

নিমাই। কিন্তু বিরহ যে সইতেই হবে শ্রীপাদ! আমি নিজে প্রস্তুত হ'চ্ছি, বিষ্ণুপ্রিয়াকেও প্রস্তুত ক'র্‌ছি—যা' অবশ্যম্ভাবী তার জন্য।

নিতাই। অবশ্যম্ভাবী কি?

নিমাই। বিরহ। বিরহ ব্যতীত মিলন পূর্ণাঙ্গ হয়না। মহাবিরহেই শ্রীরাধিকা। সতীবিরহে যোগীশ্বর মহাদেব। বিষ্ণুপ্রিয়াকে আমি এতো ভালবাসি যে, ক্ষুদ্র মিলন দিয়ে আর তাঁকে বাঁধা সম্ভব হবে না!

নিতাই। তোমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

নিমাই। বুঝ্‌তে পার্‌ছ না ব'লোনা! বল, বুঝ্‌তে চাও না।

নিতাই। তবে তাই—বুঝ্‌তে চাই না!

নিমাই। সে ব্রাহ্মণ ঠিকই ব'লেছিল শ্রীপাদ! সংসারসুখ আমার ভাগ্যে নেই।

নিতাই। তুমি সে ব্রাহ্মণের নাম আমার কাছে ক'রো না। আমি তার নাম সইতে পার্‌রি না। তার যা ক্ষমতা তা' তো

ক'রেছে। তারই ফলে চাঁদকাজী আজ আমাদের বন্ধু! আর সে কি ক'রবে?

নিমাই। সে কথা নয় শ্রীপাদ, তবে আমায় যেতে হবে! তোমাদের নিয়ে, মাকে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে আমার এ নদীয়ার বাস —এ বড় সুখের, বড় আনন্দের! তবু আমাকে এ সুখ ছাড়তে হবে!

নিতাই। কেন ছাড়্তে হবে? ঐ হতভাগাটার কথায়?

নিমাই। তোমরা আমায় ভালবাস; তাই সব কথা শুনেও শোন না। তুমি জান, কতলোক আমায় ঈর্ষ্যা ক'রে—আমায় ভণ্ড বলে। আমি যদি সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করি, তাদের প্রাণ তো কখনই গ'ল্‌বে না!

নিতাই। পাষণ্ডের প্রাণ তুমি কি ক'রে গলাবে?

নিমাই। জগাই-মাধাইএর প্রাণ তুমি কি ক'রে গ'লিয়েছিলে?

নিতাই। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায়!

নিমাই। কৃষ্ণের ইচ্ছায় আমি পৃথিবীতে এসেছি—কৃষ্ণের ইচ্ছায় হরিনামপ্রচার। কিন্তু হরিনামের বীজ তুমি কোথায় বপন ক'রবে—চারিদিক ঊষর মরুপ্রান্তর! সমস্ত নদীয়াবাসীর চোখের জলে এ মরুভূমিকে উর্ব্বর ক'রতে হবে। আমি কাঁদ্‌বো, তুমি কাঁদ্‌বে—মা-বিষ্ণুপ্রিয়া সবাই কাঁদ্‌বে! সেই বিপুল অশ্রুপ্লাবনে নবদ্বীপের মালিন্য যখন কেটে যাবে—

—চতুর্থ অঙ্ক-

(শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

শচী। নিমাই !

নিমাই। কি মা !

শচী। কি কথা ব'ল্‌ছিলে ?

নিমাই। আমি ব'ছিলাম, কৃষ্ণ যাকে কৃপা করেন, সে আপনি কাঁদে — যারা তার প্রিয়জন তাদেরও কাঁদায় !

শচী। কেন বাবা ?

নিমাই। কৃষ্ণের ইচ্ছা !

শচী। এই দেখ বাবা, বৌমা আপনি এসেছেন।

নিতাই। বেশ হ'য়েছে মা ! ওঁরা নৈলে কি সংসার মানায় ? এ'কদিন বাড়ী যেন একেবারে অন্ধকার হ'য়েছিল ! (বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি) বৌমা, বাপের বাড়ী থেকে কি খাবার এনেছ, একবার বার কর তো বাছা !

শচা তা' তুমি আমার মাকে ঠকাতে পারবে না, ওকথা ব'লে। চিঁড়ে, নারকেলের নাড়ু, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, বেহান মেয়ের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

নিতাই। শ্বশুরবাড়ী গেলে রোজ এই সব খাওয়ায় মা ?

শচী। শাশুড়ী থাক্‌লে খাওয়ায় বৈকি !

নিতাই। তুমি যে লোভ দেখালে মা, তাতে আমার একটা বিয়ে ক'র্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে। ভাল একটী শাশুড়ী পাইতো বিয়ে করি।

নিমাই শাশুড়ী বিয়ে ক'র্‌বে কি গো !

নিতাই ওই হ'ল—যে বাড়ীতে শাশুড়ী আছে, সেই বাড়ীর মেয়ে। বৌমা, দু'খান ক্ষীরের ছাঁচ, চারটে নাড়ু, দু'খানা চন্দ্রপুলি এনে দাও তো মা! আমি হাতে ক'রে খাবো আর পাড়ায় পাড়ায় বেড়াব।

(বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরের মধ্যে গমন)

শচী। সে কি!

নিতাই। তোমরা মায়ে-পোয়ে তারে কথা কও না। আমি এক-জায়গায় ব'সে যদি লক্ষ্মী ছেলেটীর মত খেতে না পারি! মাঝে মাঝে আমার বালক হ'তে সাধ যায়।

শচী। তা' বাপু, তুমি তো বালকই আছ!

নিতাই সে তো তোমার চোখে! বাইরের আর পাঁচজন সে আবদারে যে কান দেয় না মা! এই যে, দেখি বৌমা!

(বিষ্ণুপ্রিয়া খাবার আনিলেন—নিতাই খাবার লইলেন)

নিতাই। আমার ওবাড়ীর মায়ের কাছে গিয়ে, আমি এই খেতে খেতে আবার খাবার আদায় ক'রবো।

শচী। চেয়ে না খেলে বুঝি' তোমার পেট ভরে না নিতাই!

নিতাই। ঠিক ব'লেছ মা! ভিক্ষে মাগার অভ্যাস আর ঘুচ্‌লো না!

[নিতায়ের প্রস্থান।

—চতুর্থ অঙ্ক—

শচী। বৌমা, তুমি তোমার ওবাড়ীর মাসীমার সঙ্গে দেখা ক'রে এস। আর তাকে ব'লো সন্ধ্যের পর আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে, বেশী দেরী ক'রো না যেন!

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

[নিমাই অনেকক্ষণ চঞ্চল হইয়া পরিভ্রমণ করিলেন, পরে স্থির হইয়া একস্থানে দাঁড়াইলেন।]

শচী। কি ভাব্‌ছ বাবা?

নিমাই। অনেক কথা মা! আমার বড় দুঃখ!

শচী। তোমার কি দুঃখ?

নিমাই। তুমি আমায় অনুমতি দাও, আমি বৃন্দাবন যাব।

শচী। তোমার মধুর হরিসংকীর্ত্তনে এই নবদ্বীপই তো বৃন্দাবন হ'য়েছে। তবে তোমার বৃন্দাবন যাবার কি প্রয়োজন বাবা?

নিমাই। নবদ্বীপ বৃন্দাবন হ'য়েছে অমন কথা ব'লো না মা! আমি শুনেছি, বৃন্দাবনের পশুপক্ষীও কৃষ্ণনাম ছাড়া অন্য নাম জানে না। আর নবদ্বীপে এমন নরনারী এখনো অসংখ্য আছে, যারা কৃষ্ণনাম শুন্‌লে কানে আঙ্গুল দেয়! আমি বৃন্দাবনে যাব।

শচী। বাবা! এই বুড়ো বয়সে আমার বুকে তুমি শেলাঘাত ক'র্‌বে!

নিমাই। মা! তুমি যদি কাঁদ, আমার যাওয়া হবে না। তুমি স্বচ্ছন্দ মনে যদি অনুমতি দাও, তবেই আমি যেতে পারি।

শচী। বাবা, তুমি কি আমায় এমনি পাষাণী ব'লে মনে কর! আমি স্বচ্ছন্দ মনে তোমায় বিদায় দেব!

নিমাই। তোমার মত স্নেহময়ী মা আর কারোও নেই, তাকি আমি জানি নে? আমার মনের অবস্থা শুন্‌লে তুমি আমায় দয়া ক'র্‌বে। মা, রাত্রিদিন আমি কানের কাছে শ্যামের বাঁশরীধ্বনি শুন্‌ছি—তিনি আমায় ডাক্‌ছেন। এ ডাক্ যে শুনেছে, সে তো আর ঘরে থাকে না মা!

শচী। বাবা, আমি যে বড় আশা ক'রেছিলাম ছেলে বৌ নিয়ে সংসারী হব! আমার স্বামীর ভিটেয় তোমাদের দু'জনকে রাজা-রাজ্যেশ্বরী দেখ্‌বো!

নিমাই। আমারো তো কম সাধ ছিল না! তোমার মত মাকে, বিষ্ণুপ্রিয়ার মত স্ত্রীকে—নিতাই, শ্রীবাস, অদ্বৈতের মত বন্ধুগণকে ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা মা?

শচী। তবে কেন যেতে চাও?

নিমাই। কৃষ্ণের ইচ্ছা। কামনা আমারও কম নেই মা! তবে মানুষের সহস্র কামনার চেয়ে যে শ্রীনন্দনন্দনের ইচ্ছা বড়!

অশরীরী সঙ্গীতবাণী

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঁয়ায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে।

হরি, হরি, কো ইহ দৈব দুরাশা।
সিন্ধু নিকটে যদি, কণ্ঠ শুকায়ব
কো দূর করব পিপাসা।
চন্দন তরু যব, সৌরভ ছোড়ব
শশধর বরিখব আগি,—
চিন্তামণি যব, নিজগুণ ছোড়ব
কিএ মোর করম অভাগী!
শ্রাবণ মাহ ঘন, বিন্দু না বরখিব
সুরতরু বাঁঝ কি ছন্দে
গিরিধর সেবি, ঠাম নাহি পাওব
বিদ্যাপতি রহু ধন্ধে।

(গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিমাই ভাবাবিষ্ট, শচীমাতার মোহাবেশ)

শচী। কে তুমি, আমার নিমাইকে আচ্ছন্ন ক'রে দাঁড়ালে?

নিমাই। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—আমারই মধ্য দিয়ে কৃষ্ণকে জানা যায়।

শচী। তুমি কি জন্য এসেছ?

নিমাই। হরিনামপ্রচারের জন্য।

শচী। কি নিমিত্ত?

নিমাই। কলিযুগে হরিনাম জীবের একমাত্র আশ্রয়।

শচী। তুমি সংসারে থাক্‌বে না ?

নিমাই। আমি তো সংসারের নই। বিশুদ্ধ কৃষ্ণচৈতন্যকে সংসারে বাঁধা যায় না।

শচী। নিমাই আর তুমি কি অভিন্ন ?

নিমাই। নিমাই আমার জীবরূপ।

শচী। আমার কাছে তুমি কি চাও ?

নিমাই। নিমাইয়ের জন্য সন্ন্যাসের অনুমতি-ভিক্ষা।

শচী। আমি অনুমতি না দিলে ?

নিমাই। নিমাইয়ের যাওয়া হবে না।

শচী। আমি যে বড় অভাগিনী !

নিমাই। না—তুমি ভাগ্যবতী।

শচী। আমায় কি ব'ল্‌তে হবে ?

নিমাই। তুমি বল—"নিমাই, আমি মনের সুখে অনুমতি দিচ্ছি"।

শচী। নিমাই, আমি মনের সুখে অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে ?

নিমাই। যিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁর জন্য তোমার ভাবনা কি ?

শচী। (নিদ্রোত্থিতের মত) নিমাই, নিমাই !

নিমাই। (সহজ অবস্থায়) কেন মা !

শচী। আমি তন্দ্রাবস্থায় তোমায় কিছু ব'লেছি ?

নিমাই। তুমি আমায় বৃন্দাবনে যাবার অনুমতি দিয়েছ। মা, তোমার কৃপায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে !

শচী। আমি অনুমতি দিয়েছি ?

নিমাই। স্বচ্ছন্দ মনে অনুমতি দিয়েছ।

শচী। কি ক'রে এ অসম্ভব কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুলো! এ কোন্ দেবতার ছলনা!

নিমাই। দেবতার ছলনা নয় মা, কৃষ্ণের ইচ্ছা।

শচী। কেন কৃষ্ণ, কেন তুমি আমার মুখ দিয়ে অমন কথা বার ক'রে নিলে? আমি অমনুতি না দিলে নিমাই তো কখনো যেতে পারুতো না। মা হ'য়ে আমি একি ক'রুলাম! নিমাই—নিমাই! তুমি কোথায়? আমি যে আর তোমায় দেখ্তে পাচ্ছি নে!

নিমাই। মা, তুমি কি পাগল হ'লে? কি ব'লুছো? এই তো আমি তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে!

শচী। কিছুক্ষণ আগে তুমি ছিলে না। তোমার মতন—কিন্তু সে তো তুমি নও! বৌমা, বৌমা!

(বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ)

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন মা!

শচী। এদিকে এস। নিমাইয়ের হাত জোর ক'রে ধর। ধর—আমি তোমায় ব'লুছি। লজ্জা ক'রো না মা! যদি ওকে সংসারে রাখ্তে চাও, জোর ক'রে ধ'রে রাখ। আমি পারুবো না মা, আমার দ্বারা হবে না!

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা, তুমি অমন ক'রো না। তুমি অমন ক'রুলে আমার প্রাণে আতঙ্ক হয়! বাপের বাড়ী আমি থাক্তে পারুলেম না। কত লোকে কত কথা বলে!

শচী। কি কথা বলে, কারা বলে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সবাই ব'লছে, চারিদিকে কানাঘুষো চ'লছে—উনি নাকি তোমার আর আমার বুকে শেলাঘাত ক'রবেন! তাইতো মা, আমি চলে এলাম।

শচী। আমি তোমার হাতে আমার ছেলেকে স'পে দিলাম। তুমি মা, আমার নিমাইকে ঘরবাসী কর। আমি কাউকে রাখ্‌তে পারিনি। যাকে আঁচলে বাঁধ্‌তে গেছি—সেই-আমার আঁচল ছিঁড়ে পালিয়েছে। আমি আর বাঁধ্‌তে যাব না। তুমি পার ভাল; না পার, আমি আর কি ক'রবো। আজ আমার একে একে অনেক কথাই মনে প'ড়ছে। বৌমা! তোমায় আমি কি ব'লবো, সংসারে কেউ যেন সন্তান গর্ভে না ধরে!

(সর্ব্বজয়ার প্রবেশ)

সর্ব্বজয়া। দিদি, ওকি ক'রছ! নিমাইকে বোমাকে ধ'রে অমন ক'রে কাঁদ্‌ছো কেন ?

নিমাই। মাসীমা এসেছ ? মাকে সঙ্গে ক'রে একটু বেড়িয়ে আন-না তোমাদের ওধার থেকে ?

সর্ব্বজয়া। কি হ'য়েছে নিমাই ?

নিমাই। আমি ব'লেছি বৃন্দাবন যাব। তাতে কি হ'য়েছে মাসীমা! লোকে বিদেশ যায় না ? তা' ছাড়া আমি কিছু এখনি যাচ্ছি নে। লোকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে যে কত কাজে যায়!

সর্ব্বজয়া। তা'তো বটেই।

নিমাই। লোকে বাণিজ্য ক'র্‌তে, টাকা রোজগার ক'র্‌তে দেশ-বিদেশ যায়; আর আমি যদি ধর্ম্মের জন্য যাই, তবে সেইই কি সব চেয়ে দোষের হ'ল মাসীমা?

সর্ব্বজয়া। তা' কেন হবে বাবা? এস দিদি, আমার সঙ্গে।

শচী। চল্‌ জয়া।

[শচী ও সর্ব্বজয়ার প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মাকে কি ব'লেছিলে?

নিমাই। বৃন্দাবনে যাবার জন্য মায়ের অনুমতি চেয়েছিলাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বৃন্দাবন কেন যেতে চাও?

নিমাই। বৈষ্ণব মাত্রই তো বৃন্দাবন ভালবাসে। বৃন্দাবন যে বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি সত্যি যাবে বৃন্দাবনে?

নিমাই। আমার বড় যাবার ইচ্ছা! কিন্তু মা আমায় তোমার হাতে স'পে দিয়েছেন, তুমি মত না দিলে কেমন ক'রে যাব!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন—এখানে তোমার এত ভক্ত, এত কীর্ত্তন! প্রতিদিন নতুন নতুন পাষণ্ডদলন ক'রছো, এখানে তোমার অভাব কি?

নিমাই। বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ এখন নাই, অথচ বৃন্দাবনের প্রতি অণু-পরমাণু রাধাকৃষ্ণময়! এই মহাবিরহ আর মহামিলন

একসঙ্গে কেমন ক'রে সম্ভব হ'য়েছে, তাই দেখ্‌তে সাধ হয়—
শুধু ধ্যানে নয়, প্রত্যক্ষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। লোকে যা ব'লছে তা'হলে তা সত্য ?

নিমাই। লোকে কি ব'লছে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সে আমি মুখ দিয়ে ব'লতে পারবো না! তোমার দাদা যা হ'য়েছিলেন, তুমিও নাকি—

নিমাই! আমাকে সত্যই যেতে হবে। আমায় না হারালে কেউ আমায় সম্পূর্ণভাবে পায় না। তোমায় আমায় মিলন এখনো অপূর্ণ লক্ষ্মী! নিজের জীবনে এ সত্য তুমি একদিন বুঝ্‌বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার জন্যই তো গৃহত্যাগ! তা' আমি জানি। কিন্তু তার দরকার কি? তুমি সংসারে থাক, আমি বাপের বাড়ীতেই থাক্‌বো। কখনো তোমার চোখের সাম্‌নে আস্‌বো না।

নিমাই। তোমার কথা সত্য নয়। যদি কখনো গৃহত্যাগ ক'র্‌তে পারি—জেনো, সে বৈরাগ্যে নয়—পরম অনুরাগে! আজ আমি তোমায় ঠিক বোঝাতে পার্‌বো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি বুঝ্‌তে চাইনে—কখনো বুঝ্‌ব না।

নিমাই। যাক্, মা তো তোমার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছেন। এখন আমি কি ক'র্‌বো বল ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। এইখানে ব'স।

নিমাই। তারপর, কি ক'র্‌তে হবে!

—চতুর্থ অঙ্ক—

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার নজরবন্দী থাক্‌তে হবে।

নিমাই। তাই থাক্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। যখন যেখানে যাবে, যা' ক'র্‌বে—আমার অনুমতি নিতে হবে।

নিমাই। কোথাও যাব না, কিছুই ক'র্‌বো না। শুধু রাতদিন তোমার সাম্‌নে ব'সে ব'সে ঐ চাঁদমুখ দেখ্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এত সুখ কি সহ্য হ'বে! রাতের পর রাত আমার বিরহে কাট্‌লো—তারপর একেবারে অষ্টপ্রহর মিলন!

নিমাই। তুমি যখন ব'লেছ চোখে চোখে আমায় রাখতে চাও, তখন আমি চোখে চোখেই থাক্‌বো। আমি তোমায় কত ভালবাসি, একবার তোমায় দেখাব!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমায় আর ভালবাসা দেখাতে হ'বে না। আমি এমনিই খুসী আছি।

নিমাই। না, তোমার সঙ্গে আমি নিবিড় প্রেম ক'র্‌বো। পূর্ণিমার রাত্রে যখন সমস্ত নবদ্বীপ ঘুমন্ত, তখন তোমায় নিয়ে গঙ্গা-তীরে বেড়াব। প্রতি সন্ধ্যায় ফুলের মালা গাঁথবো; তোমার গলায় পরাব, খোপায় পরাব—তোমায় ফুলরাণী সাজাব! তারপর চাঁদের দিকে মুখ ফিরিয়ে একদৃষ্টে ঐ মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌বো। আর মাঝে মাঝে একবার—

বিষ্ণুপ্রিয়া। যাও!

নিমাই। "যাও" কি ব'ল্‌তে আছে! ব'ল্‌তে হয় "এস"।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ছিঃ, তুমি কি যে বল? ঐ কথা ছাড়া মুখে আর কথা নেই!

নিমাই। ও কথা শুনলে তুমি কষ্ট পাও?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকি তুমি জান না?

নিমাই। তবে ওকথা আর ব'লবো না, তোমার মনে কষ্ট দেব না—আর কৃষ্ণ ব'লে কাঁদবো না। আজ থেকে 'বিষ্ণুপ্রিয়া'-নাম জপ ক'রবো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আর অতোয় কাজ নেই—ঢের হ'য়েছে!

নিমাই। না, তুমি দেখে নিও। বিষ্ণুপ্রিয়াকে জানা-ই কি সহজ কথা! কত জন্মজন্ম সাধনা ক'রলে তবে তোমায় জানা যায়। তুমিই কি আমায় কম কাঁদিয়েছ, কম কাঁদাবে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। অবাক্ ক'রলে! আমি আবার তোমায় কবে কাঁদালেম?

নিমাই। আমি যে এতদিন ধ'রে এত কেঁদেছি, সেকি সবই শ্রীহরির জন্য! তোমার সাধনায় চোখের জল পড়েনি? তোমার সাধনা ক'রেছিলাম ব'লেই তো তোমার হাতে মা আমাকে স'পে দিতে পেরেছেন। যখন রাধা ব'লে কেঁদেছি, সে কার প্রেম স্মরণ ক'রে লক্ষ্মী! কে আমার সমস্ত চৈতন্যকে রাধাময় ক'রে তুলেছিল! তুমিও কম নও, জেনো?

বিষ্ণুপ্রিয়া। বেশ লোক তো যা হোক্!

নিমাই। আমার সাক্ষী আছে—শুধু কথা কই না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। থাক্, সাক্ষী ডাক্‌তে হবেনা আর!

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

নিমাই। ঐ দেখ, না ডাক্‌তেই সাক্ষী হাজির।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আঃ, চুপ্ করনা!

নিমাই। কেন চুপ্ ক'র্‌বো? তুমি কাঁদাতে পার আর আমি ব'ল্‌তে পারি নে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। একেই বলে আকাশে আঁক্‌ষি দিয়ে ঝগড়া বাধানো!

নিমাই। আচ্ছা শ্রীপাদ, তুমিই বল না?

নিতাই। কি ব'ল্‌বো?

নিমাই। আমি রাধা রাধা ব'লে যত কেঁদেছি, তার সব কান্নাই কি রাধাকৃষ্ণের জন্য, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য এক বিন্দুও নয়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই কি আমি ব'ল্‌ছি!

নিমাই। কাঁদ্‌তে আমায় কে শেখালে? কে আমার মনের বাধা ঘুচিয়ে দিলে? তুমি তো সব জান শ্রীপাদ!

নিতাই। জানি বৈকি!

গান

(এবার) কঠিন বাঁধনে হরি প'ড়েছ বাঁধা!
চতুরে চতুরে প্রেম
নয় এ গোয়ালিনী রাধা।

মথুরায় হেসেছিলে
কুবুজারে ল'য়ে বামে,
শত বরষ রাই আমার
কেঁদেছিলেন ব্রজধামে !
রাধার সে ধার শুধ্‌তে গোরার
এবার সারা জনম কাঁদা।
বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নে ভাই,
রাই বিরহের তত্ত্বসাধা।

পঞ্চম অঙ্ক

[শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়ন কক্ষ। শ্রীগৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়া। শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফুলের অলঙ্কারে সাজাইতেছেন।]

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ যে বড় আদর ?

নিমাই। আমি তো তোমায় ব'লেছিলাম, তোমায় কত ভালবাসি! তুমি বিশ্বাস করনি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বিশ্বাস কেন ক'র্‌বো না ?

নিমাই। তুমি ভেবেছিলে—আমি ভালবাস্‌তে জানি নে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ও কথা আমি কোন দিন ভাবিনি, তবে আগেকার কথা মনে ক'র্‌তে গেলেও আমার প্রাণে ভয় হয়। রাতের পর রাত তুমি হরিনাম সংকীর্ত্তনে কাটিয়ে দেছ। সকালে যখন বাড়ীতে এলে—আধ-তন্দ্রা আধ-জাগরণ!

নিমাই। তা'হলে তোমার হাতের গুণ আছে ব'ল্‌তে হবে। যে দিন থেকে মা তোমার হাতে স'পে দিলেন, তারপর থেকে আমি তোমারই একান্ত!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তবে সন্দেহ হয়—সেই তুমি কেমন ক'রে এমন হ'লে! মাঝে মাঝে ভয়ও হয়।

নিমাই। মা আজকাল খুব খুসী ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। খুব খুসী! তবু ভয় কারও ঘোচেনি।

নিমাই। কিসের ভয়?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিসের ভয়, সে কি তুমি জাননা?

নিমাই। লক্ষ্মী, আজ আমার একটি কথা রাখ্‌বে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি কথা?

নিমাই। যদি রাখ তো বলি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। রাখ্‌বো - বল।

নিমাই। একটা গান গাইতে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কুলবধূ, আমি কি ক'রে গান গাইব?

নিমাই। আমি কি আর তোমায় জোরে গাইতে ব'ল্‌ছি! এই আমার কোলের কাছ্‌টীতে ব'সে, আস্তে আস্তে—শুধু আমারই জন্য।

বিষ্ণুপ্রিয়া। আচ্ছা গাইব।

নিমাই। এমন ভাবে গাওয়া চাই—আমি যেন সে সুর কখনো না ভুলি। আর এই ফুলের গহনাগুলিকে রোজ জল দিয়ে তাজা রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কেন?

নিমাই। আমি অনেক যত্নে এফুল সংগ্রহ ক'রেছি, চয়ন ক'রেছি—মালা গেঁথেছি। এ আমার অন্তরের অনুরাগ, যেন শুকিয়ে না যায়!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি এ সব কথা কেন ব'ল্‌ছ?

নিমাই। মানুষের ক্ষুদ্র ভালবাসাকে অমর করা যায় কি না আমি তাই ভাবছি লক্ষ্মী! তুমি গাও।

বিষ্ণুপ্রিয়ার গান।

তোমার রূপে মন ম'জেছে
নয়ন ভোরে তোমায় দেখি !
তবু দেখার সাধ মিটেনা
পলক জানে আমার আঁখি।
(বঁধুহে) ধরা দিতে এত কেন ভয়,
বুকের মাঝে রেখে তোমায়
পাইনি মনে হয় ;
(আমি) কেমন ক'রে রাখ্‌বো ধ'রে
নীল আকাশের উদাস পাখী !

নিমাই। এ গান তুমি কেন গাইলে !

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার ভাল লাগলো না ?

নিমাই। গান শুনে আমার কান্না আসছে! এ যে আমারই অন্তরের গান। "আমি কেমন ক'রে রাখ্‌বো ধ'রে নীল আকাশের উদাস পাখী!" আমি ভেবেছিলাম আজকের রাতে শুধু আনন্দ ক'র্‌বো। তুমি কান্নার সুর কেন গাইলে লক্ষ্মী !

বিষ্ণুপ্রিয়া। অত বিচার ক'রে গাইনি। মনে এল—গাইলেম।

নিমাই। তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ, কেন বল দেখি ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুমি সাজিয়ে দিয়েছ ব'লে। নিজের হাতের রচনা সবাইয়ের ভাল লাগে।

নিমাই। তুমি ব'লতে চাও—তুমি আমার হাতের রচনা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আজ আমি একেবারেই তোমারই হাতের রচনা ! বালিকা-কালে কি ছিলাম মনে নেই। তারপর, যেদিন গঙ্গার ঘাটে প্রথম তোমায় দেখি—

নিমাই। সে দিন থেকেই আমায় ভালবেসেছ ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকে ভালবাসা ব'লে কি না জানি না। তবে রোজ গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরী ক'রে আমি পুজো ক'রতাম—এই কামনায় যে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হোক্ !

নিমাই। তারপর, বিয়ে যখন হ'য়ে গেল ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রথম দিনকতক খুব আমোদ হ'য়েছিল।

নিমাই। তবে ফুলশয্যার রাতে কথা কওনি যে বড় ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তখন একে ছেলেমানুষ, তার উপর নতুন বিয়ের লজ্জা !

নিমাই। তারপর যখন আবিষ্কার ক'রলে আমি পাগল, তখন তোমার কি মনে হ'য়েছিল ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তোমায় পাগল ভাবিনি। তবে তোমার কান্না দেখলে আমারও কান্না পেত। কিন্তু যখন থেকে পাঁচজনে মিলে তোমায় দেবতা ক'রে তুললে, তখনি সত্যি ভয় হ'ল ; তাদের উপর রাগও হ'ল!

নিমাই। ভয় কেন ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। ভেবেছিলাম, তুমি দেবতা হ'লে আমি আর তোমার নাগাল পাব না।

নিমাই। কিন্তু নারী তো স্বামীকেই দেবতা ব'লে মানে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। সে যে তার নিজেরই হাতের তৈরী দেবতা। আমি আমার প্রিয়কে ভালবাসার জোরে দেবতা ক'র্‌তে পারি। সে দেবতা একান্ত আমারই। সেই দেবতা ছাড়া আর কোন দেবতাকে নারী তো বুঝ্‌তে পারে না। পতিই নারীর সর্ব্বস্ব—একমাত্র দেবতা।

নিমাই। আজ আর আমার প্রতি তোমার কোন অভিযোগ নেই লক্ষ্মী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। অভিযোগ আমি তো কোন দিনই ক'রিনি।

নিমাই। মুখে অভিযোগ করনি সত্য, কিন্তু মনে তোমার নিশ্চয় সংশয় ছিল—হয় তো বা আমি তোমায় ভালবাসিনে!

বিষ্ণুপ্রিয়া। মুখ ফুটে না ব'ল্‌লেও অন্তরের ভালবাসা অন্তর দিয়েই বোঝা যায়। তুমি তো আমায় উপেক্ষা করনি কোন দিন। আজ আমি অনুভব ক'র্‌ছি, আমার নারীজন্ম সার্থক! আমি তোমায় ভালবেসেছি, তুমিও আমায় ভালবেসেছ। তুমি পরম পণ্ডিত, পরম জ্ঞানী, পরম ভক্ত—হয় তো বা তুমি স্বয়ং নারায়ণ! তবু তুমি এই নারীকে ভালবেসেছ। তুমি আমায় লক্ষ্মী ব'লে ডাক, আমি কখনো কখনো মনে করি—আমিই সেই বৈকুণ্ঠবাসিনী। এখন তুমি রাধা রাধা ব'লে কাঁদ্‌লে আমি মনে করি, তুমি আমার জন্য কাঁদ্‌ছ।

নিমাই। তোমার কথা সত্য। তুমি যেমন তোমার প্রিয়কে দেবতা ক'রেছ, আমিও তেমনি আমার দেবতাকে আমার প্রিয়ের মধ্যেই দেখেছি লক্ষী! মুখের দিকে চেয়ে কি দেখ ছো?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমাকেই দেখছি—আর ভাব ছি তোমাকে এত কাছে পেয়েও তো তোমায় ধরা যায় না! তুমি যেন সেই নীল আকাশের উদাস পাখী!

নিমাই। আমাদের কথা আজ বারবার কেবলই গম্ভীর রহস্যপূর্ণ হ'য়ে উঠ্ ছে! কিন্তু আমি তো এসব আলোচনা ক'র্‌তে চাইনে, আমি তোমায় নিয়ে আজ আনন্দ ক'র্‌তে চাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। অনেক রাত হ'য়েছে; ঘুমুবেনা তুমি?

নিমাই। অতি আনন্দে চোখে আমার ঘুম নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া। এত আনন্দ কেন আজ!

নিমাই। আমার ভালবাসা তুমি বুঝ্ তে পেরেছ, তাতেই আমার আনন্দ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু আমার যে বড় ঘুম পেয়েছে। আমি আর চোখ চাইতে পাচ্ছি না।

নিমাই। বেশতো, তুমি এইখানে—আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোও। চাঁদের আলোয় আমি তোমার ঘুমন্ত মুখের শোভা দেখি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু তুমি যেন বেশীক্ষণ জেগে থেকো না—তোমার অসুখ ক'র্‌বে। (শয়ন করিলেন) তোমার কোল আর এই চাঁদের আলো—আমার মনে হ'চ্ছে, এ বুঝি সত্যি নয়! আমি যেন কোন্ রূপকথার রাজকন্যা, তুমি সোনার কাঠি দিয়ে আমায়

বাঁচিয়েছিলে, এই ঘুমের ভিতর দিয়ে আমি বুঝি আবার কোন্ মৃত্যুলোকে গিয়ে পৌঁছাব!

নিমাই। লক্ষ্মী, কথা ব'ল্তে ব'ল্তেই ঘুমিয়ে প'ড়লে! কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু—আজ যে আমার কেবলই তোমার সঙ্গে কথা ব'ল্তে ইচ্ছে ক'র্ছে। (বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপে ডুবিলেন) তখন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চ'লে গেছে—ভুলেও তোমার মুখের পানে চাইনি, তোমার সঙ্গে কথা কইনি। আজ কেন দেখার সাধ মেটেনা—কথা কওয়ার সাধ মেটেনা! আজ স্বীকার ক'র্ছি প্রিয়ে, আমি শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি—বহুবার, বহুরূপে! তুমি কখনো রাধা, কখনো কৃষ্ণ, কখনো লক্ষ্মী, কখনো বিষ্ণুপ্রিয়া হ'য়ে আমার সাম্নে দাঁড়িয়েছ! তোমার মুখচন্দ্রের প্রতি আমার লুব্ধ লোচন-চকোর আজ পলকহারা হ'য়ে চেয়ে আছে। পৃথিবীর সমস্ত লোককে ডেকে আমার ব'ল্তে ইচ্ছা ক'র্ছে—আমি ভালবাসি—ভালবাসি! (কৃষ্ণের সঙ্কেত বাঁশী শুনিলেন) একি—কে বাঁশী বাজায়! তুমি—তুমি? তুমি কে আমায় ডাক্‌ছ বাঁশীতে?

অশরীরী সঙ্গীত বাণী

শ্যামের বাঁশরী ওই বাজে,
ওই বাজে—ওই বাজে!

কত রন্ধ্রে কত ধ্বনি,
কত রাগ রাগিনী,
রাই ধনী কানে শুনি
চকিতে চমকি উঠে
স্বপনের মাঝে।
বাঁশী বাজে—বাজে—বাজে।
ডাকে আয়—আয়—আয়
ওই যে দাঁড়ায়ে শ্যামরায়!
কুঞ্জ দুয়ারে ফিরে চায়,
সঘনে ডাকিছে রাধিকায়।
গৃহকোণে আনমনে
অভিসার সাজে
রাই সাজে বাঁশী বাজে।

নিমাই। শ্রীরাধিকার মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে আমাকেও যেতে হবে! তাই কি শ্যাম, এই বাঁশরী-ধ্বনি? থাকুন বিষ্ণুপ্রিয়া, কাঁদুন শচীমাতা, ভাসুন নয়নাশ্রুনীরে নবদ্বীপের প্রিয় বন্ধুগণ। হরি আমায় সঙ্কেত ক'রেছেন—আর তো আমার ঘরে থাকা চলে না। বুঝি এমনই অবস্থায় রাই আমার কেঁদে ব'লে ছিলেন—

"গোকুল নগর মাঝে আর কত নারী আছে
তাহে কেন না পড়ল বাধা ;
নিরমল কুল খানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা !"

অশরীরী সঙ্গীত-বাণী

রাই সাজে, বাঁশী বাজে !
মেঘ যামিনী অতি ঘন আঁধিয়ার
ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার ॥
ঝলকত দামিনী দশদিশ আপি
নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি,
বারি বরিখত ঝর ঝর, থরতর মেহ,
পাওল সুবদনী সঙ্কেত গেহ ॥

নিমাই। এম্‌নি ক'রেই কি তুমি কৃষ্ণকে কিনেছিলে, রাসরসেশ্বরী ? প্রিয়ে, আমি যাই। আমি শ্যামের বাঁশী শুনেছি, দূর অভিসারে আমি চ'লেছি। জানি না, আমার সে মানসবৃন্দাবন কোথায়, কত দূরে—বাইরে কি অন্তরে ! তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো প্রিয়তমে, বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছায় তুমি ঘুমিয়েছ ! তুমি

জেগে থাক্‌লে শ্যাম বোধ হয় আমায় ডাক্‌তে সাহসী হ'তেন না। মা, তোমার কাছেও তো বিদায় নেবার সময় নেই—অন্তরে বাহিরে ঘন ঘন বাঁশরীনিঃস্বন! আমি জানি—তুমি কাঁদ্‌বে, জ্ঞান হারাবে, ধূলায় লোটাবে; বিষ্ণুপ্রিয়া হাহাকারে মূর্চ্ছা যাবে! তাই কাঁদ, বিরহ-অশ্রুধারে নবদ্বীপ ভেসে যাক্! শ্রীপাদ, শ্রীবাস, অদ্বৈত, গদাধর, নরহরি, হরিদাস, জগাই, মাধাই, বাসুদেব, মুরারি, ঈশান, চন্দ্রশেখর—তোমরা আমার মাকে দেখো, আমার প্রিয়াকে দেখো। সবাইকে বুঝিয়ে ব'লো, আমি শ্যামের বাঁশী শুনেছি—কুলহারাণো বাঁশী! নবদ্বীপ—প্রিয়তম জন্মভূমি, তোমায় নমস্কার! ভাগিরথি—ত্রিতাপনাশিনী মা আমার, তোমায় নমস্কার! প্রিয়তমে, এই শেষ তোমার মুখের পানে চাওয়া! আমার শেষ আলিঙ্গন—শেষ চুম্বন তোমার অঙ্গে রেখে গেলাম। তুমি আমায় ক্ষমা ক'রো! কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রাধা রাধা রাধা রাধা রাধা! জয় গোপীজনবল্লভ, গোপীজনবল্লভ, গোপীজনবল্লভ!

[নিষ্ক্রমণ।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (স্বপ্নে) ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, তুমি আমায় অমন ক'রে লজ্জা দিয়ো না। চারিদিকে গুরুজন—তারি মাঝে তুমি আমায় চুম্বন ক'র্‌লে! ওই দেখ মা, ভাসুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, অদ্বৈত আচার্য্য—সবাই তোমার নির্লজ্জভাব দেখে হাস্‌ছে। একি, একি!

তোমার একি বেশ ! কোথায় তোমার মাথার শোভা সেই কুঞ্চিত কেশকলাপ ? তোমার পরিধান গৈরিক বসন— তোমায় দেখে সবাই কাঁদ্‌ছে কেন ? শোন, শোন—একি, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি ! স্বপ্ন—নিশ্চয় স্বপ্ন, কিন্তু দারুণ দুঃস্বপ্ন ! দুর্গা দুর্গা দুর্গা ! শোন শোন—আমার কথা শোন ! আমি বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। আমার সঙ্গে দু'টো কথা কও ! তুমিও ঘুমিয়েছ বুঝি ! কই, কই—কোথায় তুমি ? বিছানায় নেই তো ! দোর খুলে বুঝি বাইরে গেছ ? (উঠিলেন ও বাহিরে গেলেন) কি হ'ল—কোথায় গেলে ! তুমি কি আমায় ছলনা ক'র্‌বার জন্য লুকিয়ে আছ ? আমি—আমি—আমার বড় শঙ্কা হ'চ্ছে, আমার বুক কাঁপছে ! তুমি এস, আর আমায় ভয় দেখিও না। কি করি, কোথায় খুঁজি ! তবে কি, তবে কি— না, তাও কি সম্ভব ? সম্ভব নয়ই বা কেন। মাকে ডাকি— মা, মা, মা !

শচী। (অন্তরাল হইতে) বৌমা, বৌমা—কি হ'য়েছে !

বিষ্ণুপ্রিয়া মা, তুমি একবার এদিকে এস !

(শচীদেবীর প্রবেশ)

শচী। বৌমা, তুমি—তুমি—একলা ! আমার নিমাই ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি তো কিছু জানিনে মা, ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম ; ঘুম থেকে উঠে দেখি—আমার পাশে নেই, ঘরের দোর খোলা !

শচী। কি—কি ব'লে! নিমাই ঘরে নেই! তবে—তবে কি হবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। সেইজন্যই তো তোমায় ডাক্‌ছি মা, তুমি একবার ডেকে দেখ। আমি যে জোরে কথা কইতে পারিনে মা!

শচী। হাঁ—তাইতো, চল্‌ মা। তুই আমার সঙ্গে আয়—আমরা দু'জনে খোঁজ করি। কি জানি কোথায় গেল! আমি জোরে ডাক্‌ব—তাহ'লে, তাহ'লে শুন্‌তে পাবে নিশ্চয়ই! নিমাই, নিমাই, নিমাই! তুই আমার সঙ্গে আয়, আমি রাস্তায় গিয়ে আরও জোরে ডাক্‌ব—নিমাই, নিমাই, নিমাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

(দুইদিক হইতে নিত্যানন্দ ও শ্রীবাসের প্রবেশ)

শ্রীবাস। কেও—শ্রীপাদ?

নিতাই। পণ্ডিত, তুমি—তুমিও শুন্‌তে পেয়েছ?

শ্রীবাস। হাঁ শুনেছি, ঐ শোন আবার!

নিতাই। একি মর্ম্মভেদী 'নিমাই' 'নিমাই' আহ্বান! নিদ্রাচ্ছন্ন নবদ্বীপ কি নিমায়ের নাম উচ্চারণ ক'রে হাহাকার ক'র্‌ছে! বুঝ্‌তে পেরেছ কি, এ হাহাকার কিসের?

শ্রীবাস। বুঝেছি শ্রীপাদ, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমি যা' ভেবেছি তাই হ'য়েছে। দেখ্‌তে পাচ্ছনা—শূন্য শয্যা?

নিতাই। ও কার ক্রন্দন ?

শ্রীবাস। মা জননীর। নিশ্চয়ই তিনি বৌমার সঙ্গে রাস্তায় পাগলের মত 'নিমাই' 'নিমাই' ক'রে ডাক্‌ছেন!

নিতাই। শয্যা শূন্য, গৃহ শূন্য—বাড়ীতে জনপ্রাণী নেই! নিশ্চয়ই প্রভু আমাদের ফাঁকি দিয়েছেন! কাল রাত্রে একসঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা ক'য়েছি—বৌমার নাম উল্লেখ ক'রে কত রসিকতা ক'র্‌লেন। এমন প্রফুল্ল তাঁকে আর কখনো দেখিনি।

শ্রীবাস। কিন্তু শ্রীপাদ, আর তো এখানে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত আমাদের চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হয় না। চল আমরা মাকে ফিরিয়ে আনি।

নিতাই। চল যাই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে কি ব'ল্‌বো—কি কথায় প্রবোধ দেব ?

[উভয়ের প্রস্থান।

[একদল লোক প্রবেশ করিল ও চলিয়া গেল। একজন পুরুষ ও দু জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ।]

প্রথমা। ওঃ, এমন সর্ব্বনাশ কি মানুষের হয়! ওরা বাড়ীতে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে না বুঝি ?

দ্বিতীয়া। না, এই তো আমি নিজের চোখে দেখে এলাম। শাশুড়ী-বৌ পাগলের মত ছুটে গেছে গঙ্গার ধার পর্য্যন্ত। বৌকে ব'লছে—আমি 'নিমাই' ব'লে ডাকি। বৌমা, তুমিও ডাক—

যা-খুসী তাই ব'লে ডাক। আমার কথায় যদি না আসে, তোমার কথায় আস্‌বে। কথা শুনে আমারই দু'চোখ ফেটে জল এল মা! আমি আর থাক্‌তে পার্‌লেম না।

প্রথমা। সর্ব্বজয়া জান্‌তে পেরেছে?

দ্বিতীয়া। তা' আর পারেনি! এইবার বুঝি নিয়ে আস্‌ছে। ওগো, তুমি একটু এগিয়ে দেখনা একবার!

পুরুষ। নিতাইদা যখন গেছে, ধ'রে ত আন্‌বেই।

দ্বিতীয়া। আহা, ছুঁড়ীর কি বরাত গা! দুখের মেয়ে!

(শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া সহ নিত্যানন্দ, শ্রীবাস ও অন্যান্য সকলের প্রবেশ)

শচী। ওরে, তোরা আর আমায় ঘরে নিয়ে যাস্‌নে—ঘর আমার ভেঙ্গে গেছে! আর তো আমি চার চালের নীচে মাথা গলাতে পার্‌বো না। মা, তোমার হাতে হাতে সঁপে দিলাম, তবু রাখ্‌তে পার্‌লে না মা!

নিতাই। মা, তোমার পায়ে পড়ি মা! আমার কথা রাখ—ঘরে এস।

শচী। নিমাই—নিমাই! ও বাবা, আমি কি ক'রে ঘরে যাব! ওঘরে যে আমার রাবণের চিতে জল্‌ছে! ওই ঘর থেকে বার ক'রে, একে একে আটটা সোনার পদ্ম আমি যে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি!

বিষ্ণুপ্রিয়া। ও মা, মা!

নিতাই। বৌমা, তুমি যদি একটু স্থির না হও তো তোমার শাশুড়ীকে বাঁচাবে কি ক'রে? মা, মা!

শচী। কে—কে, তুই কে? এখনো আমায় মা মা ব'লে ডাক্‌ছিস্?

নিতাই। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না মা, আমিও যে তোমার ছেলে! নিমাই নিতাই—আমরা দুইভাই । কোথায় যাবে? তুমি স্থির হও মা, আমি নিজে সমস্ত দেশ খুঁজে তাকে বার ক'র্‌বো।

শচী তুমি কি নিতাই আমার কান্না শুন্‌তে পেয়েছিলে বুঝি?

নিতাই তোমার কান্না তো আমি একা শুনিনি মা! ন'দের সমস্ত লোক আজ তোমার কান্না শুন্‌তে পেয়েছে। এই দেখ না মা—সবাই তোমার বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে। ঐ যে নরহরি, বাসুঘোষ, মুরারি—ঐ ওখানে এককোণে দাঁড়িয়ে গদাধর কাঁদ্‌ছে! ঐ শ্রীবাস, হরিদাস, বিজয়, পুণ্ডরীক—ঐ দেখ মা, উঠোনের মাঝখানে জগাই মাধাই ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদ্‌ছে। কালই সকালে শান্তিপুরে অদ্বৈত খবর পাবেন। এত ভক্তের চোখে ধুলো দিয়ে সে কোথায় পালাবে? তার সাধ্য কি? আমি নিজে ন'দের সমস্ত লোক সঙ্গে নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াব। তুমি কি মনে কর, সে লুকিয়ে থাক্‌তে পার্‌বে? তাকে ধরা দিতেই হবে!

শচী। তাকে ধ'র্‌তে পার্‌বে নিতাই?

নিতাই। নিশ্চয় ধ'র্‌তে পার্‌বো। কিন্তু তার আগে তুমি স্থির হও। তোমায় স্থির না ক'রে তো কোথাও যেতে পার্‌ছি না মা!

শচী। আমার জন্য ভেবো না, আমি স্থির থাক্‌ব। তুমি যাও বাবা, তাকে খুঁজে বার ক'রো।

নিতাই। এদের সবাইকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। বৌমা, তুমি রইলে—মাকে দেখো! মা, যদি তোমার হারানিধিকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারি, তবেই নবদ্বীপে ফির্‌বো। যদি তাকে খুঁজে না পাই, আমি অন্নজল ত্যাগ ক'র্‌বো। আর হরি ব'লে ডাক্‌বো না—গোরানাম আর মুখেও আন্‌বো না!

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কাটোয়ার পথ। অনেক গ্রামবাসী ও নিত্যানন্দ]

নিতাই। ওগো, শোন—শোন! গৌরবর্ণ এক ব্রাহ্মণের ছেলেকে এই পথে যেতে দেখেছ? মুখে তার সদাই হরি হরি ধ্বনি—নয়ন-জলে চাঁদবদন ভেসে যাচ্ছে!

লোকটা গৌরাঙ্গের রূপ দেখিয়া পাগল হইয়াছে। সে নিত্যানন্দের কথার উত্তর দিল গানে]

গান।

আমি দেখেছিরে তায়
গৌর বরণ সন্ন্যাসী এক এসেছে হেথায়।
(তার) হরি ব'ল্‌তে নয়ন ঝরে
আপনি কেঁদে কাঁদায় পরে
রূপে ভুবন পাগল করে
আপন মনে গায়
বলে—"কোথায় শ্যামরায়?"
হেরিয়ে গগন-ঘেরা
নব জলধর,
মেঘেরে ডাকিয়ে বলে
"হে মুরলীধর!
দেখা যদি নাহি দিবে
কেন গো বাজালে বাঁশী,
তুমি কি জান না নাথ
আমি চরণের দাসী!"

(কথা) বলিতে বলিতে কাঁদে
ধূলিতে মুরছা যায়—
কুঞ্চিত চারুকেশ
মাথায় নাহিক তার,
মুণ্ডিত মস্তক—
অঙ্গে কৌপীন সার!
পথে শত নরনারী
সে বেশ দেখিতে নারি
কাঁদিয়া লুটায়!

নিতাই। এ নিশ্চয়ই আমার প্রাণের গোরা! ব'ল্‌তে পার ভাই, কোথায় তার দেখা পাব?

লোক। এই যে গঙ্গার ধারে—তুমি আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

—পঞ্চম অঙ্ক—

তৃতীয় দৃশ্য

[অদ্বৈতের বাড়ী। অদ্বৈত ও সীতা]

অদ্বৈত। ব্রাহ্মণি, নবদ্বীপ থেকে আর কোন খবর আসেনি?

সীতা। খবর কে পাঠাবে বল? ছেলেরা নবদ্বীপে গিয়েছিল। নবদ্বীপে পুরুষ মানুষ কেউ ঘরে নেই। সবাই গোরা-চাঁদের খোঁজে ঘর ছেড়ে দেশ দেশান্তরে বেরিয়ে প'ড়েছে!

অদ্বৈত। মা আর বৌমার খবর নিয়েছিল?

সীতা। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া আর ওঠেনি; আজ তিন দিন ধরাসনে প'ড়ে আছে—স্নান করেনি, খায়নি। শুন্‌লাম, বৈষ্ণব আর অবৈষ্ণবে আজ আর কোন প্রভেদ নেই—হা গোরা, হা হা গোরা ব'লে সবাই কাঁদ্‌ছে!

অদ্বৈত। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি এইবার; পাষণ্ডদলনের জন্যই সে ঘর ছেড়েছে। নইলে তার গৃহত্যাগের কি দরকার ছিল! শত অনুনয়, শত আবেদন, অজস্র অশ্রুবর্ষণ, অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্ত্তন যা' কর্‌তে পারেনি—আজ তাই সম্ভব হ'য়েছে। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে আজ তারা বুঝ্‌বে, কি রত্ন নবদ্বীপ হারিয়েছে! এতদিন তাদের গৌরাঙ্গকে পাওয়া হয় নি—আজ যথার্থ পাবে।

সীতা। শুন্‌লাম, আমরা এখান থেকে যে কাপড় পাঠিয়েছিলাম—যাবার সময় বাবার পরণে সেই কাপড় ছিল।

অদ্বৈত। ব্রাহ্মণি, সে আমায় বাপের মতনই শ্রদ্ধা ক'র্‌ত। আজ তোমায় ব'ল্‌ছি—কতবার তাকে দেখেছি, শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী—একেবারে আমার ইষ্টমূর্ত্তি! প্রথম যেদিন দেখা হয়, আমি মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম! কিন্তু পারতপক্ষে আমায় পায়ে হাত দিতে দেয়নি। বৌমাটীও তাই—সেবার আমায় কত তিরস্কার ক'র্‌লেন। এই তো নরলীলা ব্রাহ্মণি—আর লীলা কাকে বলে!

সীতা। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, যেখানে আছে—একবার ছুটে গিয়ে চাঁদ-মুখ দেখে আসি!

অদ্বৈত। দেখ গৃহিণি, সবাই তার খোঁজে গেল - জরায় জর্জ্জরিত হ'য়ে আমিই কেবল ঘরের কোণে ব'সে রইলাম। আমি ভগবানের কাছে নিজের জন্য কখনো কিছু চাইনি - কোনও কামনার দ্বারা আমার পূজাকে কলুষিত ক'রিনি কোনদিন। আজ যদি ভগবান আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আমায় বর চাইতে বলেন, আমি ব'লি - "প্রভু, অন্ততঃ একটী দিনের জন্য আমায় যুবকের শক্তি দাও—আমি প্রাণগৌরাঙ্গের অন্বেষণে যাব।"

সীতা। আজ তিন দিন তুমি পূজা-আহ্নিক কিছুই ক'রনি।

অদ্বৈত। কিন্তু সে ব'লেছিল, আর একবার আস্‌বে! মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ততঃ আর একটীবার তাকে দেখা চাই। আচ্ছা, চল-না ব্রাহ্মণি, তুমি আর আমি! আর তো হাঁট্‌তে পার্‌বো না! বুক ভেঙেছে, হাঁটু ভেঙেছে—না, হাঁটা আর চলে না!

আমরা দু'জন যদি নৌকো ক'রে নবদ্বীপে যাই—শচী-বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে আসি! আহা! বিশ্বরূপ যখন ঘর ছেড়ে চ'লে যায়, তখন আমি নবদ্বীপে।

সীতা। সেই অবধিই দুই বোন এক রকম জ্যান্তে মরা।

অদ্বৈত। তাই চল, একবার দেখে আসি। গৌরহারা নবদ্বীপের মূর্ত্তি কেমন হ'য়েছে তাও একবার দেখা দরকার। আমি তোমায় ব'লছি ব্রাহ্মণি, তুমি দেখে নিও—এইবার নবদ্বীপ গৌবাঙ্গময় দ্বিতীয় বৃন্দাবন! চল, আমরা এখনই রওনা হই।

(নেপথ্যে নিত্যানন্দ)

নিতাই। বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর!

অদ্বৈত। বাইরে কে আমায ডাক্‌লে না ব্রাহ্মণি, বাবাঠাকুর ব'লে?

সীতা। তোমায় ওনামে তো নিতাই ছাড়া আর কেউ ডাকে না!

অদ্বৈত। কে রে, নিতাই নাকি—এসেছিস্ তুই!

[নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গকে লইয়া প্রবেশ করিলেন]

নিতাই। একা আসিনি বাবাঠাকুর, তুমি যার জন্ত কাঁদ্‌ছ তাকেও সঙ্গে এনেছি।

অদ্বৈত। সে এসেছে? কই দেখি, দেখি একবার মুখখানা - দেখি। ব্রাহ্মণি, দেখ দেখ —নতুন রূপ নতুন বেশ!

নিতাই। তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কে বল দেখি?

নিমাই। আমি জানি।

অদ্বৈত। তাহ'লে আমায় ভোলনি দয়াময়!

নিমাই। তোমার কাছেই সকলের আগে আস্‌তে হ'ল। তুমি ডাক্‌লে ব'লে বোধ হয় বৃন্দাবন যাওয়া হ'ল না!

অদ্বৈত। তোমায় না দেখে যদি ম'রতাম, তবেই কি তুমি খুসী হ'তে?

নিতাই। তুমি অদ্বৈত—লীলাসহচর; তুমি ম'র্‌বে কি গো বাবাঠাকুর!

সীতা। কিন্তু বাবা, একটা কথা—বুড়ো মায়ের বুকে শেলাঘাত কেন ক'র্‌লে?

নিমাই। মা, আমি নরাধম। আমি তাঁর সন্তানের যোগ্য নই। সংসারের সমস্ত মায়ের কাছেই আমি ক্ষমা চাইছি। মা, তোমরা সবাই আমায় ক্ষমা কর—আশীর্ব্বাদ কর, যেন মাতৃকোপানলে না পড়ি! শ্রীপাদ, আমার প্রাণ মায়ের জন্য কেঁদে উঠ্‌ছে। আমার তো আর নবদ্বীপে যাবার উপায় নেই। তুমি আমার মাকে এখানে নিয়ে এস— আমি তাঁর পায়ে ক্ষমা চাইব। আমি বুঝেছি—তাঁর মনে কষ্ট দিয়েছি ব'লে কৃষ্ণ আমায় কৃপা করেন নি, আমার বৃন্দাবন-দর্শন হ'ল না।

অদ্বৈত। যাও নিতাই, এই দণ্ডে যাও—মাকে আমার নিয়ে এস। ব'লো, আমরা সবাই তাঁর সন্তান। দয়া ক'রে অধমের ঘরে যেন পায়ের ধুলো দেন। আমার দেহ অশক্ত, নইলে আমিই যেতাম।

নিতাই। আর আমার বৌমা?

নিমাই। তাঁর কথা আর ব'লো না—তাঁর নাম আর শুনিয়ো না শ্রীপাদ! আমি যে সন্ন্যাসী!

(নিতাই কিছু দূর গিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, পরে সঙ্কেতে সীতাদেবীকে ডাকিলেন)

নিতাই। মা অন্নপূর্ণা, একটী যে নিবেদন আছে মা!

সীতা কি নিবেদন বাবা?

নিতাই। প্রভু তো আমার একা আসেন নি! নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যকে দর্শন ক'রবার জন্য শত শত উৎসুক ভক্ত তোমার ঘরের বাইরে। প্রসাদের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে যে মা অন্নপূর্ণা!

সীতা। বেশ তো—ব্যবস্থা হবে।

(নিতাই চলিয়া গেলেন)

অদ্বৈত। (নিমাইয়ের হাত ধরিয়া) আজ আমার সে দিনকার সেই গান মনে প'ড়্‌ছে—

যব্ হরি আওব গোকুলপুর্
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর্।

(সীতা ও অদ্বৈত শ্রীগৌরাঙ্গকে ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন)

চতুর্থ দৃশ্য

[নবদ্বীপ—শ্রীধাম। গৃহাভ্যন্তরে ধূলিশয্যায় শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া।
নিতাই প্রবেশ করিলেন]

নিতাই। মা, মা!

শচী। কে নিমাই, ঘরে এলি বাপ!

নিতাই। মা, চেয়ে দেখ—আমি নিমাই নই, আমি তোমার অধম সন্তান নিতাই।

শচী। নিতাই, ফিরে এসেছ এতদিনে? ঐ দেখ নিতাই, আমার সোনার কমল ধুলোয় গড়াগড়ি যায়!

নিতাই। মা, তোমার হারানিধি ফিরে পেয়েছি।

শচী। আন্‌তে পেরেছ তাকে! সে কোথায়—কত দূরে?

নিতাই। শান্তিপুরে—অদ্বৈতের বাড়ীতে। আমি তোমায় নিতে এসেছি মা।

শচী। বাড়ী এল না?

নিতাই। সন্ন্যাসীর যে বাড়ীতে আস্‌তে নেই মা!

শচী। তাহ'লে বাবা আমার সন্ন্যাসী হ'য়েছে?

নিতাই। হাঁ, মা!

শচী। সন্ন্যাসীর বেশ ধ'রেছে?

নিতাই। হাঁ, মা!

শচী। মাথায় সে কোঁকড়ান চুল আর নেই?—মাথা মুড়িয়েছে? দেহে অন্য বেশভূষা নেই?—কৌপীন প'রেছে?

নিতাই। হাঁ জননি! তুমি আমার সঙ্গে চল।

শচী। না নিতাই, আমি যাব না। আমার বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'য়েছিল—এর মুখ দেখে সে দুঃখ ভুলেছিলাম। আজ নিমাইয়ের গায়ে গৈরিক কৌপীন দেখ্‌লে, আমার একসঙ্গে দুই শোক উথ্‌লে উঠ্‌বে! তুমি যাও নিতাই, সে যদি মাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে, আমিও তাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বো।

নিতাই। তুমি তো জান—সন্ন্যাসীর মা ব'লে ডাক্‌তে নেই। কিন্তু নিমাইয়ের মা মা ব'লে কত কান্না! আমার দুটী হাত ধ'রে ব'ল্লে—শ্রীপাদ, তুমি দয়া ক'রে আমার মাকে নিয়ে এস।

শচী। আমার নাম ক'রে কাঁদ্‌লে? নিষ্ঠুর আমায় আজও ভোলেনি?

নিতাই। তোমায় ভুল্‌বে?—তাও কি সম্ভব মা! চল মা আমার সঙ্গে; তোমার নিমাই তোমায় ডেকেছে।

শচী। তবে চল বৌমা, ওঠ; নিমাই ডেকেছে।

নিতাই। মা, তোমায় যে একা যেতে হবে!

শচী। কেন?- বৌমা? বৌমা যাবে না?

নিতাই। মাগো, সন্ন্যাসীর যে নারীমুখ দেখা নিষেধ! যদি চারিচক্ষে মিলন হয়, আমার গৌর গুণমণি যে স্বধর্মে পতিত হবে মা!

শচী। তাহ'লে আমার যাওয়া হবে না নিতাই! আমারই মত দুঃখী অভাগিনী—ওকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পার্‌বো

না। আমি তোমায় ব'ল্‌ছি নিতাই, আমার গর্ভের সন্তান থেকে ঐ পরের মেয়ে আজ আমার বেশী আপনার।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (এতক্ষণ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন) মা, তুমি যাও—আমি যাব না। আমার যাওয়ার আবশ্যক হবে না। আমি বিরহের ভিতর দিয়েই তাঁকে পাব। সংসারে বিরহই তাঁর সাধনা ছিল—আজ আমারও সাধনা বিরহ! তুমি অভিমান ক'রো না মা—আমার একবিন্দু অভিমান নেই। আমি জানি, তিনি আমায় ভালবাসেন। আমি জানি, বৈরাগ্যে নয়—প্রেমেই তিনি আমায় ত্যাগ ক'রেছেন! তুমি যাও মা, সে চাঁদমুখ দেখে এস। তিনি কুশলে আছেন জান্‌লেই আমি সুখী হব।

নিতাই। বৌমা, তুমি আমার মা হবারই যোগ্য বটে! যদি কখনো গৌরাঙ্গকে জগৎ বুঝ্‌তে পারে—বিষ্ণুপ্রিয়াকেও বুঝ্‌বে। এস মা!

[বিষ্ণুপ্রিয়া শচীর পদধূলি লইলেন। শচী চিবুক ও মস্তক স্পর্শ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। শচী ও নিতাই ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অনেকক্ষণ একা দাঁড়াইয়া রহিলেন। শুষ্ক ফুলের মালা শ্রীগৌরাঙ্গের পরিত্যক্ত শয্যায় ছড়ানো ছিল। সেইখানে স্বামীর পাদুকা-দুখানি যত্নে রাখিলেন। ফুলের ভূষায় উহাকে সাজাইলেন। তখন ধীরে ধীরে নারায়ণী প্রবেশ করিলেন]

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে ?—নারায়ণী ?

নারায়ণী। হাঁ আমি। তুমি বুঝি' যাওনি ?

বিষ্ণুপ্রিয়া। না।

নারায়ণী। নবদ্বীপের সবাই গেছে—শুধু তোমার আর আমার সেখানে স্থান নেই!

বিষ্ণুপ্রিয়া। (মৃদু হাসিয়া) স্থান কেন থাক্‌বে না ?

নারায়ণী। তিনি যে সন্ন্যাসী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। কে বলে তিনি সন্ন্যাসী ? আমি জানি, তিনি সন্ন্যাসী নন! তিনি বিরহী, কৃষ্ণবিরহী—বিষ্ণুপ্রিয়াবিরহী। আজ আমি আমার সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে অনুভব ক'রছি, আমার বিরহ আশ্রয় ক'রেই তাঁর কৃষ্ণবিরহের স্ফুরণ হ'চ্ছে!

(নারায়ণী বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণবন্দনা করিলেন)

নারায়ণী। সেইজন্যই তো তোমার পা-পূজো করি—তুমি ভাগ্যবতী! আমার যে একুল ওকুল দুকুল গেছে—আমি যে গৌর-কলঙ্কিনী!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমার এত প্রেম—তুমি কেন কলঙ্কিনী হবে! প্রেম কি কলঙ্কের বস্তু ?

নারায়ণী। সংসারের লোকের কাছে। ব'লেছি তো—তুমি ভাগ্যবতী! তুমি গৌরাঙ্গের সহধর্ম্মিণী, তুমি তাঁকে পেয়েছ। তোমার সংসার আছে, ধর্ম্ম আছে। আমার তো কেউ নেই—কিছু নেই! আমার গোরাচাঁদ ন'দে ছেড়ে চলে গেছে। ঘরে

বাইরে কোথাও তো আর আমার ঠাঁই নেই! গোরা নাম ছাড়া আর আমার সম্বল কিছু নেই!

বিষ্ণুপ্রিয়া। তুই আমার কাছে থাক্‌বি?

নারায়ণী। কি ক'রবো তোমার কাছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তাঁর নাম—তাঁর গুণগান আমায় শোনাবি। তুই কাঁদ্‌বি, আমি কাঁদ্‌ব!

নারায়ণী। কিন্তু আমার দুঃখ আর তোমার দুঃখ তো এক নয়। আমি কলঙ্কিনী! তুমি কি আমায় রাখ্‌তে পার্‌বে?

গান

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে,
এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে।
তুমি আপন ঘরে থাক ধরম লইয়া,
এদেশে না রব মুই যাইব চলিয়া।
গোরা-মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে,
গোরা-গুণযশ কাণে পরিব কুণ্ডলে।
গোরা-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিয়া,
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। নারায়ণি! তুই যে কলঙ্কের গান গাইলি, সেতো সহজ কলঙ্ক নয়—শ্রীরাধিকা এই কলঙ্কসাগরে ডুবেছিলেন। সংসারের সমস্ত ধর্ম্মের চেয়ে এ কলঙ্ক যে অনেক বড়। আমি তোকে ছাড়বো না—তুই আমার কান্নার সহচরী।

(বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নারায়ণীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে লইয়া গেলেন)

ক্রোড়াঙ্ক

[শান্তিপুর। অদ্বৈতের বাড়ীর সম্মুখ—প্রান্তর। লোকারণ্য—দলে দলে লোক আসা যাওয়া করিতেছে।]

প্রথম পুরুষ। বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলে ?

দ্বিতীয় পুরুষ। ভয়ানক ভিঁড়—যাবার উপায় নেই ! শুনেছি, একটু পরে প্রভু এসে সবাইকে দেখা দেবেন।

তৃতীয় পুরুষ। ওঁর বাড়ী থেকে নাকি মা-ঠাকুরুণ এসেছেন ?

জনৈক প্রৌঢ়া। তা' আর আস্‌বে না গা—মার প্রাণ তো ? অমন ছেলে যার সন্নিসী হয়, সে কেমন ক'রে প্রাণ ধ'রে ঘরে থাক্‌বে !

[একদল লোক বলিয়া উঠিল—"গৌরপ্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল" ; সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল বাজিয়া উঠিল।]

প্রথম পুরুষ। ঐ আস্‌ছেন—ঐ আস্‌ছেন !

প্রৌঢ়া। কই বাবা, কই সে চাঁদমুখ ? আহা, বাছা আমার ! আহা, ঐ বুঝি শচীমা !

জনৈক যুবতি। আর বৌ ?—বৌ কোথায় ? শুনেছি অমন সুন্দরী হয় না !

প্রৌঢ়া। সন্নিসী হ'য়েছে, আর কি বৌয়ের মুখ চাইবে ? তার এ জন্মের মত হ'য়ে গেল !

যুবতি। কি সুন্দর চোখের চাউনি! বুঝি' কিছু ব'ল্‌বেন। তোমরা একটু চুপ ক'রনা গা।

[সেদিন নবদ্বীপে আর লোক ছিলনা। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, জগাই, মাধাই, শ্রীঅদ্বৈত, শচীমা, মালিনী, সর্ব্বজয়া প্রভৃতি বেষ্টিত হইয়া নিমাই প্রবেশ করিলেন।]

নিমাই। মা—মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার ক্ষমা না পেলে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেও তো আমি কৃষ্ণকে পাব না!

শচী। বাবা, আমি আশীর্ব্বাদ ক'রুছি—তোমার সন্ন্যাসজীবন সার্থক হোক্! যেমন ক'রে হোক্, আমার দিন কেটে যাবে।

নিমাই (নিত্যানন্দের প্রতি) শ্রীপাদ, এইবার তোমার ক্ষেত্র প্রস্তুত। তুমি মহামন্ত্র প্রচার কর!

[শ্রীগৌরাঙ্গ শচীমাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। শচীমাতা আর একবার মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন।]

নিত্যানন্দ। মা ওঠ, এইবার ঘরে চল; বাড়ীতে বৌমা একা আছেন।

শচী' বাবা, আমি কেমন ক'রে ঘরে ফিরে যাব!

নিত্যানন্দ। মা, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ? কৃষ্ণ ব'লেছিলেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"। তোমার গৌরাঙ্গ আর মুহূর্ত্তের জন্যও নবদ্বীপ ছাড়া নয়। তোমার অন্তরে

গৌরাঙ্গ, বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে গৌরাঙ্গ—নবদ্বীপের প্রতি নরনারীর হৃদয়ে গৌরাঙ্গ !

সমবেত-সঙ্গীত

ন'দে এবার হ'ল বৃন্দাবন !
ঘর ছেড়ে গিয়েছে চ'লে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাণধন।
পশুপাখী নরনারী
সবাই ফেলে আঁখিবারি
(আবার) অন্ধ হ'ল শচীমাতা
যশোমতী ব্রজে যেমন।
বিষ্ণুপ্রিয়া নারী ঘরে,
রূপে ভুবন আলো করে,
তবু গোরা জীবের তরে,
ত্যাজ্য করে আপন জন।
কেঁদে কবি কহে বাণী,
মরম-ভাঙা এই কাহিনী,
অনুরাগে যোগী গোরা—
এরস জানে রসিক সুজন ॥

যবনিকা

পরিশিষ্ট

[তৃতীয় অঙ্কের শেষে এই পরিবর্ত্তিত অংশ অভিনয় হয়।]

(গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও শ্রীবাস)

গঙ্গাদাস। কই গো—কোথায় সব ?

শ্রীবাস। বোধ হয় আহারাদি ক'রতে বাড়ীর ভিতর গেছেন। এস আমরা একটু অপেক্ষা করি। আচ্ছা, তুমি ঠিক জান ?

গঙ্গাদাস। জানি বৈকি। সামাজিকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা চ'লেছে —উচ্চকণ্ঠে হরিসংকীর্ত্তন তাঁরা সহ্য ক'রবেন না।

শ্রীবাস। কেন, তাঁদের আপত্তি কিসের ?

গঙ্গাদাস। রামরূপ আর গোপাল-চাপাল এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। জগাই-মাধাই ভক্ত হওয়ায় ওদেরই তো অসুবিধা হ'য়েছে সব চেয়ে বেশী !

শ্রীবাস। তাহ'লে হরিনাম বন্ধ হবে নবদ্বীপে ? যিনি নামপ্রচারের জন্য ধরাতলে এসেছেন, তাঁকেই হরিনাম প্রচার ক'রতে দেবে না ? তুমি কি বল, এ আমাদের সহ্য করা উচিত ?

গঙ্গাদাস। উচিত তো নয়—কিন্তু ক'রবে কি ? হরিনাম ক'রতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত কি একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে ব'সবে ?

শ্রীবাস। শোন গঙ্গাদাস, আমি জানি—হরিনাম মহামন্ত্র ; আমি জানি—তৃণের মত নীচ আর তরুর মত সহিষ্ণু হয়ে হরিনাম কীর্ত্তন ক'রতে হয়। কিন্তু হরিনামকীর্ত্তনই যেখানে নিষেধ, সেখানকার বিধান কি—তাতো আমি জানি নে !

গঙ্গাদাস। পাণ্ডিত্যের অভিমানকে যারা বড় ব'লে মনে করে, রসকে তারা চিরদিনই অশ্রদ্ধা ক'রেছে। আমিও তো ঐ দলেই ছিলাম শ্রীবাস! তবে আজ আমি নিশ্চয়ই জানি, ওরা পারবে না—পারবে না, বাধা দিতে পারবে না—যতই চেষ্টা করুক! পাণ্ডিত্যের গণ্ডী কতটুকু? তার বাইরে যে নিদ্রিত জন-নারায়ণ র'য়েছেন—তাঁর অন্তর যে স্পর্শ করে নিমাইয়ের মধুর কণ্ঠের মধুর হরিনাম!

শ্রীবাস। এই যে সব আস্‌ছেন—এই দিকে!

(অদ্বৈত, নিত্যানন্দ ও নিমাই প্রবেশ করিলেন)

অদ্বৈত। জগজ্জননীর হস্তের রন্ধন—তার উপর চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়—আহার!

গঙ্গাদাস। কি আশ্চর্য্য, আচার্য্য মহাশয় মিশ্রগৃহে অন্নাহার ক'রলেন নাকি? আপনার বরেন্দ্র-ভূমির কৌলীন্যে বৈদিক অন্ন সহ্য হবে তো?

অদ্বৈত। কে, গঙ্গাদাস নাকি? এই যে শ্রীবাসও এসেছ। আমার জাত নিয়ে টানাটানি—আর তোমরা বুঝি সাক্ষী হ'তে হাজির হ'লে?

গঙ্গাদাস। আজ্ঞে না, সেজন্য আসিনি—অন্য কথা আছে। শোন নিমাই, নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ উচ্চকণ্ঠে নগরসংকীর্ত্তনের বিরোধী। তোমার নগরসংকীর্ত্তন বন্ধের জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তাঁরা রাজার সাহায্য নেবেন।

—পরিশিষ্ট—

নিমাই। (অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন) তাঁরা কি ক'র্তে বলেন ?

গঙ্গাদাস। নিভৃতে হরিসাধনা তুমি ক'র্তে চাও, ক'র্তে পার; তাতে তাঁদের আপত্তি নেই—কিন্তু উচ্চকণ্ঠে নামকীর্ত্তন ক'র্তে পাবে না।

নিতাই। তাহ'লে নবদ্বীপে হরিনাম লোপ হোক্ !

নিমাই। না—এরা আমায় নবদ্বীপে বাস ক'র্তে দেবে না। নামকীর্ত্তন বৈষ্ণবের স্বধর্ম্ম। আমি সব পারি কিন্তু আমার স্বধর্ম্ম থেকে আমি বিচ্যুত হ'তে পারি নে। আমি যতদিন নবদ্বীপে থাক্‌বো, প্রতিদিন নগরসংকীর্ত্তন আমায় ক'র্তে হবে। আমি কাউকে আঘাত দিতে চাইনে; কিন্তু যে ধর্ম্মে আমার আত্মবিকাশ, আত্মপ্রতিষ্ঠা—কোন বাধার ভয়ে সে ধর্ম্ম আমি ত্যাগ ক'র্বো না। শ্রীপাদ !

নিতাই। কেন, নিমাই ?

নিমাই। তুমি যাও—এই মুহূর্ত্তে। এই নবদ্বীপনগরে যেখানে যত খোল-করতাল—কীর্ত্তনীয়া আছেন, সবাইকে খবর দাও। তাঁরা যেন অবিলম্বে এইখানে সমবেত হন। আজ নবদ্বীপে মহা-হরিসংকীর্ত্তন—হরিনামের উন্মত্ত প্লাবন ! ধূর্জ্জটীর জটাজাল ছিন্ন ক'রে ভাগীরথী যেমন একদিন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে ভাসিয়েছিলেন—ঠিক তেমনি ক'রে শ্রীপাদ, মহানামের মহা বন্যায় আমি নিজে ভাসতে চাই—নবদ্বীপকে ভাসাতে চাই। যাও শ্রীপাদ !

[নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(শচীমাতার প্রবেশ)

শচী। বাবা নিমাই, একি শুনছি ?

নিমাই। কি শুনছো মা ?

শচী। সমগ্র নবদ্বীপ নাকি তোমার বিরোধী, তাঁরা নাকি কীর্ত্তন বন্ধ ক'রতে চান ?

নিমাই। কিছু আশ্চর্য্য নয় মা !

শচী। তবে তুমি এত লোক নিয়ে কীর্ত্তনে যাচ্ছ কেন বাবা ? যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় !

নিমাই। না মা, তুমি ভয় ক'রো না মা ! কিছু ভাবনা নেই। আজ বৈষ্ণবের আত্মপ্রতিষ্ঠা !

শচী। তোমার জন্য তো নয় বাবা, সঙ্গে একদঙ্গল গোঁযার-গোবিন্দ লোক !

নিমাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার আশীর্ব্বাদে কোন অমঙ্গল হবে না। যারা বৈষ্ণব—তারা নিজের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে, যারা বৈষ্ণব নয়—তারা আমার সঙ্গ ছাড়বে। আজ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। আমি আসি মা !

শচী ! হরি তোমায় রক্ষা করুন।

(শচীমাতার প্রস্থান এবং বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রবেশ)

পরিচয়

প্রয়োগশিল্পী	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
সুরশিল্পী	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
মঞ্চশিল্পী	শ্রীসত্যেন্দ্র সেন
ঐ সহকারী	শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায
হারমোনিয়ম-বাদক	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য
নৃত্যশিক্ষক	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
বংশীবাদক	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী
সঙ্গতি ও খোলবাদক	শ্রীশশাঙ্কশেখর চতুর্ব্বেদী শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়
বেহালাবাদক	শ্রীললিতমোহন বসাক, কুমার কনক নারায়ণ ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ দাস
স্মারক	শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ
চিত্রশিল্পী	শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চসজ্জাকর	শ্রীভূতনাথ দাস

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ

পুরুষ

শ্রীগৌরাঙ্গ	শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী
নিত্যানন্দ	শ্রীনৃপেশনাথ রায়
অদ্বৈত আচার্য্য	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীবাস	শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
গঙ্গাদাস	শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)
কামদেব নাগর	শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী
শঙ্কর	শ্রীকুসুমকুমার গোস্বামী
রামরূপ	শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দে
গোপাল-চাপাল	শ্রীমণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
হরিদাস	কুমার কনক নারায়ণ
মুকুন্দ	শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষাল
সঞ্জয়	শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃতীয় ছাত্র	শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস
চতুর্থ ছাত্র	শ্রীভূপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
দামোদর	শ্রীমোহিতমোহন ভড়
ভরত	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
জনৈক পাগল	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
সেবক	শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
ভৃত্যদ্বয়	শ্রীতারকনাথ দে ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস

কীর্ত্তনীয়াগণ

বাসুদেব (মূলগায়ন)	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক)
মুরারি, গদাধর, নরহরি,	শ্রীহরেন্দ্রমোহন রায়
চন্দ্রশেখর, বিজয়, পুণ্ডরীক,	শ্রীকাশীদাস ভট্টাচার্য্য
জগাই, মাধাই প্রভৃতি	শ্রীশশাঙ্কশেখর চতুর্ব্বেদী
ভক্তগণ	শ্রীব্রজবল্লভ পাল
	শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়
	শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
	শ্রীবিজয়কুমার মজুমদার
	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস
	শ্রীতারকনাথ দে
	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাত্র
	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস
	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

স্ত্রী

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া	শ্রীমতী প্রভাবতী
শচীমাতা	শ্রীমতী কঙ্কাবতী
নারায়ণী	শ্রীমতী সরযূবালা
মালিনী, সর্ব্বজয়া }	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (১নং)
সঙ্গীত বাণী	শ্রীমতী মাণিকমালা
পরিচারিকা	শ্রীমতী কমলাবালা (২নং)

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রিকায় নট ও নটীগণ

কুমার কনক নারায়ণ

শ্রীব্রজবল্লভ পাল

শ্রীঅনাদি নাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (২নং)

শ্রীমতী চারুবালা

শ্রীমতী কমলাবালা (১নং)

শ্রীমতী স্নেহলতা